

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্লাবন

আধুনিক নাটক

[পূর্বকথা এবং বারোটি দৃশ্য]

নাট্য-ভারতী মঞ্চ অভিনীত :

প্রথম অভিনয় ৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৮

শ্রীমনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাট্টোজ্জৈ স্ট্রীট, কলিকাতা

দেড় টাকা

খ্রীষুত অহীন্দ্র চৌধুরী

।

করকমলেষু

নটস্বৰ্ণ,

আমার কল্পনালোকে নীলাশ্বর এসে দাঁড়াল সেদিন সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল, তোমার কথা। সকলের অবহেলিত এই অভিশপ্ত চরিত্রকে রূপায়িত করবার মতো দরদী মন আর কার!

আমার আশা সফল হয়েছে, তুমি তাকে জীবন্ত করেছ, আমার মানস-মূর্তিকে তুমি নব নব পরিকল্পনায় স্ফুটতর ও পূর্ণতর করেছ। সেই অভাগ্যের বেদনায় জনচিত্ত আজ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। আমার এই প্রথম নাটক তোমার নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গৌরব লাভ করল।

গুণমুগ্ধ—

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪৮

মনোজ বসু

-পূর্বকথাঃ

বিরামবাড়ি, বসিবার ঘর

ভৈরবনদের তীরে ফাঁকার মধ্যে মাঝারি গোছের একখানা বাগানবাড়ি—নাম 'বিরামবাড়ি'। তাহারই একটা ঘর। নানা আসবাব-পত্র ও ছবিতে ঘরখানা সুসজ্জিত।

সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। মেঘ-ভাঙা স্নান জ্যোৎস্না জানলা দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। একটা দামি টেবল-ল্যাম্প একদিকে মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। তাহাতে অন্ধকার দূর হয় নাই, আধ-অন্ধকার ঘরখানি রহস্যময় দেখাইতেছে।

পঁচিশ বছরের মুঠাম হুন্দরী তরুণী নিশারাগী লঘু-গতিতে ঘরে ঢুকিল। জানলার দিকে গিয়া অলসদৃষ্টিতে একটুখানি চাহিয়া রহিল। তারপর আলোর জোর বাড়াইয়া দিল। ঘর আলোকিত হইল। নিশারাগীর গায়ে শাড়ির উপর ফুল-আঁকা ডিঙ্গা জাপানি কিমোনো। পায়ে রঙিন ঘাসের চট। বিশেষ প্রসাধন-বাহ্য্য নাই। কোচের উপর আলস্তে শুইয়া সে একখানা বই পড়িতে লাগিল।

ত্রিলোচন ম্যানেজার প্রবেশ করিল—জমিদারি সেরেস্তার বুনা কর্মচারী সাধারণত যেরূপ হইয়া থাকে। খোঁচা-খোঁচা পোষ, গায়ে একটা বেনিয়ান। ত্রিলোচন মুখ ঢুকাইয়া শব্দ-সাদা দিতে লাগিল। একবার কাশিল। বই হইতে মুখ না তুলিয়া নিশারাগী প্রশ্ন করিল।

নিশারাগী। কে?

ত্রিলোচন। অধীন শ্রীত্রিলোচন ম্যানেজার। কৌলিক পদবি পাকড়াশি।

নিশারাগী। (হাসিয়া মুখ ফিরাইল) ওঃ—ম্যানেজার মশাই? যখন তখন পদবির কি দরকার? খবর কি বলুন?

ত্রিলোচন। হজুর এয়েছেন।

নিশারাগী। (জরাজীর্ণ হইল) হজুর?

পাৰন

ত্ৰিলোচন। আজ্ঞে হাঁ। আমাদেৱ হজুৱ—মহামহিম মহিমাব
শ্ৰীল শ্ৰীযুক্ত বাবু শেখৰনাথ মজুমদাৰ—

নিশাৱাগী। হঠাৎ এই ৰাতিৰবেলা ?

ত্ৰিলোচন। আজ্ঞে, নৌকো থেকে চৰ ভেঙে আসছেন। শুনেই
সংবাদ দিতে এলাম। চললাম ৰাগীমা—জিনিষপত্তোৱ তোলোৱ বন্দোবস্ত
কৰিগে।

ত্ৰিলোচন হস্তদস্ত হইয়া চগিয়া গেল। বছৰ সাতেকৰ ফুটকুটে মেয়ে—ফক-পৰা,
বব-কৰা চুল—তাহাৰ নাম সৰিতা। সে হাততালি দিয়া নিশাৱাগীৰ কাছে ছুটিয়া আছিল।

সৰিতা। মা, মা--দেখে যাও। বাবা আৰ ব্ৰজনা হ'জনে আসছে।
জোছনাৰ কি বকন দেখাচ্ছে—

সৰিতা নিশাৱাগীৰ হাত ধৰিয়া টানাটানি কৰিতে লাগিল।

নিশাৱাগী। হাঁ, আসছেন। দেখব কিৰে তুই মেয়ে !

সৰিতাৰ হাত এড়াইতে না পায়িয়া নিশাৱাগীকে জানলাৰ দিকে বাইতে হইল।

সৰিতা। বাবা বড্ড লক্ষ্য। কত শিগগিৰ শিগগিৰ আসে ! কত
কি নিয়ে আসে !

নিশাৱাগী। তোমাৰ কত ভালবাসেন ! তোমাৰ ছেড়ে থাকতে
পাৰেন না, তাই দেখতে আসেন।

সৰিতা। আৰ তোমাকেও। বুৰলে মা, তোমাকে আমাকে
হ'জনকে ভালবাসে।

নিশাৱাগী। না তোমাকেই,—একলা তোমাকে। আমি কে ?

সৰিতা। তুমি যে মা ! তোমাৰ যদি ভাল না বাসে, বাবাৰ
সঙ্গে আমার আড়ি। আচ্ছা ..আমি জিজ্ঞাসা কৰে দেখি।

নিশাৱাগী। না না—খুকী, জিজ্ঞাসা কৰতে নেই, তা হ'লে আমি
ৰাগ কৰবো। খুকী—খুকী—

সবিতা ততক্ষণে ছুটিয়া গেছে। নিশারাগী হাতের বই টেবিলের উপর রাখিল।
আমনার সামনে দাঁড়াইয়া চুল ও কাপড়-চোপড় একটু ঠিক করিয়া লইল।

একটু পরেই শেখরনাথ মজুমদারের হাত ধরিয়া সবিতা প্রবেশ করিল। সাতাশ-
আটাশ বৃত্তের স্বামী মানুষট শেখরনাথ। ভ্রমণের ক্রান্তি তাহার মুখে ফুটিয়াছে। তাহার
এক হাতে ছোট একটা পোর্টকোলিও।

শেখর। মুশকিলে পড়ে গেছি, রাগি। সবিতা জানতে চায়, আমি
তোমাকে দেখতে এসেছি কিনা। যদি বলি ‘না’ আড়ি করে ও আমার
সঙ্গে কন্যাই বলবে না। যদি বলি ‘হ্যাঁ’—(কণ্ঠে অজুনরের সুর ফুটায় উঠিল)
তুমি কি ভাগ করে আছো ওবরে চলে বাবে?

নিশারাগী। (প্রসঙ্গ এড়াইয়া গেল) হঠাৎ যে, খবর-বাদ নেই—

শেখর। কেন, আমি আস-সে কথা ত চিঠিতে জানিয়েছি।
চিঠি পাওনি?

নিশারাগী। পেয়েছি।

টেবিলের ডায়ার হইতে একখানা খাম আনিয়া নিশারাগী অবহেলার সহিত শেখরের
সামনে রাখিল।

নিশারাগী। এই নিন—

শেখর। ফেরত নেবার জন্ত ত পাঠাইনি, রাগি।...একি, খাম
খোলনি দেখছি। চিঠিটা অন্তত খুলে দেখলে পারতে!

নিশারাগী। না খুলেই বলতে পারি, কি লেখা আছে ওতে।

শেখর। না—না—পার না সমস্ত বলতে। ব্রজলাল—ব্রজলাল!

দরজা খুলিয়া ব্রজলাল প্রবেশ করিল। লম্বা-চওড়া শ্রোণী ব্যক্তি—বয়স চল্লিশের
কাছাকাছি।

শেখর। ত্রিলোচন এতক্ষণ আমার বেডিং স্টাটকেশ সব বৈঠকখানায়
এনে ফেলেছে। সবিতার জন্ত অনেক খেলনা এনেছি, এই চাবি নাও,

প্লাবন

স্বাটকেশ খুলে ওকে দাওগে । যাও তো সবিতা, সোনার মেয়ে, তোমার কলের মোটর এনেছি এবার—

সবিতা । কলের মোটর ? মম দিলে ছুটবে ত ?

শেখর । হ্যাঁ মা, না ছুটলে আর মোটর কিসের ? যাও—

সবিতা নাচিতে নাচিতে আগেই ছুটল । ব্রজলাল যাইতেছিল, শেখর তাকে ডাকিল ।

শেখর । আর শোন—আজ আর যাওয়া হবে না । বস্ত্রায়, হুভিক্ষে মানুষ না থেতে পেয়ে হত্ম হয়ে উঠছে । রাত্রে যাওয়া ঠিক নয় । মাঝিদের খাওয়া-শোওয়ার ব্যবস্থা করে দাও গে ।

ব্রজলাল ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল । নিশারাগীও যাইতেছিল, শেখর বাধা দিল ।

শেখর । তুমি কোথায় চলে ?

নিশারাগী । আপনার জন্তেও ত ঐ দুটো ব্যবস্থার দরকার । সে ব্রজলালকে দিয়ে হবেনা ।

শেখর । না—ব্রজলাল করবেই বা কেন ? সে করবে লোকত ধর্মত যার করা উচিত, সে-ই । খাওয়া হোক না হোক—শোওয়ার বড় দরকার, রাগী । সাত ঘণ্টা নোকোয় আটকা থেকে ঘুমে এখন চোখ ভেঙে আসছে ।

নিশারাগী । সাত ঘণ্টা নোকোয় ? আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

শেখর । সমর থেকে । সমর থেকে কলকাতা ফেরবার সোজা পথ এটা নয় । কিন্তু—জানো রাগী, প্রেমের পথই বাঁকা—

নিশারাগী । তার মানে ?

শেখর । মানে ? এই দেখ ।

নিশারাগী । কি এটা ?

শেখর পোর্টকোলিও হইতে একখানা দলিল বাহির করিয়া পড়িতে শুরু করিল।

শেখর। দলিল। দানপত্র করে এলাম, রাণী। সব পড়ছি না। দানপত্র মিলং কাৰ্য্যক্ষেত্রে...খানা...মোজা...ই। এই যে, এখানে।
—রূপগঞ্জ গ্রামে বিরামবাড়ি নামক উত্তান-বাটিকা আমার ধর্মপত্নী স্ত্রীমতী নিশারানী দেবীকে—

নিশারানী। আমি আপনার ধর্মপত্নী নই।

শেখর। মন্ত্র পড়া হয়নি বটে, কিন্তু তুমিই আমার ধর্মপত্নী।
আমার আত্মীয়-স্বজন, প্রজাপাটক, দেশের সমস্ত লোককে জিজ্ঞাসা কর—

নিশারানী। আত্মীয়, প্রজা, সবাই বলবে—কিন্তু ধর্ম স্বীকার করবে না। আমার স্বামী বেঁচে আছেন।

শেখর। না—বেঁচে নেই।

নিশারানী। আছেন—নিশ্চয় তিনি বেঁচে আছেন। বিরামবাড়ি কেন আমাকে লিখে দিলেন, আপনার মাতৃহারা মেয়ে সবিতাকে বঞ্চিত করে?

শেখর। আমার মেয়ে সবিতা, কিন্তু তার চেয়ে বেশি মেয়ে তোমার।
মাতৃহারা সে নয়। সে তার মাকে ফিরে পেয়েছে।

নিশারানী গমনোত্তর হইল।

শেখর। আর, তাকে ত আমি বঞ্চিত করিনি। এই বিরামবাড়িটা ছাড়া সবই ত তার। কলকাতার বাড়িটাও। আর আমি জানি, তার মাকে যা দিলাম সে-ও তারই।

নিশারানী। দেখি, দেখি—

শেখর দলিল দেখাইতে গেলে নিশারানী তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল।
আলোর উপর ধরিত্রী পোড়াইতে গেল। শেষে ছুড়িয়া ফেলিল।

নিশারানী। এটা পুড়িয়ে ফেলবেন। আরও যদি জ্বালাতে আসেন,

প্রাবন

নিজেরি আগুনে পুড়ে মরব। ঘুস দিয়ে অনেক জিনিষ পাওয়া যায়, কিন্তু মেয়েমানুষের মন পাওয়া যায় না।

শেখর। চিঠিখানা ঘেঁ খুলে পড়নি। চোখের জলে কত কি লিখেছিলাম। যদি পড়তে, তা হলে ঘুস দিতে এসেছি—এত বড় কথাটা বলতে পারতে না। বিরামবাড়ি তোমার বড় প্রিয়, এ ছেড়ে তুমি যে কোথাও যেতে চাও না, রাণী—

কথাগুলির আন্তরিকতার নিশারানী অস্তিত্ব হইয়াছে।

নিশারানী। আমার মাপ করুন। এখানে সবিতাকে নিয়ে একাএকা থাকি, রাত-দিন ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যাই। স্বামীর কথা মনে পড়ে। তিনি মরেননি, মরবার পুরুষ তিনি নন, কোথায় কোন অজানা দেশে হাট্কা কর করে কিরছেন। যদি তিনি খুঁজতে আসেন, এই বাড়ি ছেড়ে তাই কোথাও যেতে পারিনে।

শেখর। আর কারও কথা মনে পড়ে না?

নিশারানী। পড়ে, আপনার কথা মনে পড়ে। মন দুর্বল হয়, আমি স্থিতি হুঁলি। হুঁরিবার টানে আপনি আমার টানেন। ওদিকে ভৈরবের জলের টানে আতকণ্ঠে আমার হারানো স্বামী আমার ডাকতে থাকেন। সেই দুর্ধোগের রাতে শেষবার তিনি আমার ডেকেছিলেন, মনোরমা—মনোরমা—

মঞ্চের আলোর জোর কমিতে লাগিল।

শেখর। কিন্তু আমার দুর্ধোগ নয়—সে দিন আমার শুভযোগ—
নিশারানী। উঃ, কি অন্ধকার সেই রাত! কেশবাড়ের পাশ দিয়ে উজান বেয়ে সন্তর্পণে আমাদের নৌকো চলেছে। কিন্তু পুলিশের নজর আরও তীক্ষ্ণ—অন্ধকার মানে না, কেশর অন্ধল মানে না—

* শেখর। আমরাও বজরায় চলেছিলাম, মনে পড়ে?

নিশারাগী । পড়ে—

শেখর । প্রবল ঝড়...বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে...মেঘ ডাকছে...উন্মাদ ভৈরব প্রচণ্ড কল্লোলে নৌকার গায়ে আছড়ে পড়ছে— *

ইহাদের কথাবার্তার মধ্যে মকের আলো ক্রমশ ম্লান হইতেছিল। অবশেষে নিজস্ব অন্ধকার হইল। অন্ধকারে ঝড়ের গর্জন, বজ্রের কড়কড় আওয়াজ, ভৈরবের তরঙ্গোচ্চাসের শব্দ,—ইহার মধ্যে শেখরের কণ্ঠ ডুবিয়া গেল।

[অন্তর্দৃশ্য]

বজরা

আবার ধীরে ধীরে আলো জলিল, সবুজ আলো—স্বপ্নের জ্যোতক। তখনও ঝড় চলিয়াছে।

শেখরনাথের বজরা ঘাটে বাঁধা আছে। রুগ্ন সবিতা এক পাশে শুইরা, তাকের উপর নানা ঔষধপত্রের শিশি। প্রলাপের ঘোরে সবিতা মাঝে মাঝে ‘মা’ ‘মা’ বলিয়া

* মঞ্চস্থলে এই নাটক অভিনয় করিবার সময়ে বজরার দৃশ্য দেখানো হয়তো অস্ববিধাজনক হইবে। বজরার পরিবর্তে অপর একটি ঘর দেখানো বাইতে পারে। তাহাতে নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে তারকা-চিহ্নিত অংশ নিম্নের মতো পরিবর্তিত হইবে।

শেখর । সবিতাকে নিয়ে আমি ছিলাম ঐ পাশের ঘরে। মনে পড়ে ?

নিশারাগী । পড়ে—

শেখর । হঠাৎ বনবানিরে দরজা খুলে গেল। দেখি, ঝড় বইছে...বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে...মেঘ ডাকছে...

অন্তর্দৃশ্যে দেখানো হইবে, অপর একটি ঘর। খোলা দরজা দিয়া বিপর্কিত-বেশ নিশারাগী তথায় প্রবেশ করিবে। গলুরের উপর দারোগার সহিত শেখরনাথের যে সব কথাবার্তা আছে, উহা সেই ঘরের ভিতর হইবে। দারোগা ভিতরে ঢুকিবার পূর্বেই নিশারাগী অন্ত ঘরে বাইবে। দারোগা চলিয়া গেলে সে আবার আসিবে।

• শ্রাবন

চিৎকার করিতেছে। শেখর বড় বিব্রত—কখন মেয়ের মাথায় জলপটি দিতেছে, কখন বাতাস করিতেছে।

হঠাৎ বিপর্যস্ত-বেশা নিশারাগী কোন্ দিক দিয়া বজরায় লাকাইয়া পড়িল। সে কানরায় দরজায় যা দিতে লাগিল। শেখরনাথ দরজা খুলিয়া দিল।

শেখর। কে ?

নিশারাগী। আমার বাঁচান।

নিশারাগী দাঁড়াইতে পারিতেছে না, এমন ক্রান্ত। সে চলিয়া পড়িল। শেখর এক মুহূর্ত ইতস্তত করিল; তারপর নাড়ি দেখিবার জন্ত নিশারাগীর হাতটা লইতে গিয়া তাহাকে একটু সরাইয়া দিতে হইল। সেই সময় ব্লাউজের নিচে হইতে কতকগুলি-কি বাহির হইয়া পড়িল। শেখর বাঁ-হাত দিয়া নাড়ির স্পন্দন বুঝিতেছে, এবং ডান-হাতে সেগুলি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেছে। কয়েকটা ছাঁচ ও মুদ্রা। সেগুলি শেখর তাকের উপর রাখিল। দরজায় থিল দিয়া সে স্মেলিং-সন্টের শিশি নিশারাগীর নাকে ধরিল; তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

শেখর। কি হয়েছে ? মুর্ছা ?

নিশারাগী। ওঃ !

সম্মিত পাইয়া নিশারাগী উঠিতে গেল।

শেখর। আরও একটু শুয়ে থাক, একেবারে ভাল হয়ে যাবে।

নিশারাগী। আমি ভাল হয়েছি।

নিশারাগী উঠিয়া বসিল।

নিশারাগী। কেউ এসেছিল আমার খোঁজে ?

শেখর। না—

বাহিরে পুলিশের হুইসল বাজিল।

নিশারাগী। (উদ্বেগ-ভরা কণ্ঠে) ও কি ?

শেখর। পুলিশ। তোমাকে ধরিয়ে দেব—

নিশারাগী । কেন ধরিয়ে দেবেন ? কি করেছি ? কি সন্দেহ করেছেন আপনি ? মিথ্যে—সমস্ত মিথ্যে—

শেখর তাকের উপর হইতে সেই ছাঁচ ও মূত্ৰাগুলি বাহির করিল ।

শেখর । এগুলো মিথ্যে নয়, নিশ্চয় । এই টাকা জাল করবার ছাঁচ, এই আধুলির ছাঁচ, এই জাল টাকা, জাল আধুলি । এগুলো কি ভোজবাজি ?

নিশারাগী কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, শেখর পিছাইয়া গেল ।

শেখর । চমৎকার ! চুরি-ডাকাতি জাল-জুয়াচুরি পুরুষদের একচেটে ছিল । তাদের এই অক্ষুণ্ণ অধিকারে তোমরাও হস্তক্ষেপ করলে । চমৎকার !...ধরিয়ে আমি দেবই ।

শেখর দরজা খুলিয়া কামরার বাহিরের দিক হইতে একবার ঘুরিয়া আসিল । আবার দরজা দিল ।

শেখর । বলো, কি বলবার আছে । ঝড় থেমে গেছে । আমি নিজে তোমায় থানায় নিয়ে যাব, ধরিয়ে দেবই ।

নিশারাগী হঠাৎ খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ।

নিশারাগী । তাই কেউ পারে নাকি ? যান দিকি নিয়ে আমায় । আমি মেঝের উপর লুটোপুটি খাব না ? কপাল ফেটে রক্ত বেরকবে, এই গালের উপর দিয়ে রক্ত গড়াবে, ছুটি চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়বে । বলুন...পারবেন তা দেখতে ? পুলিশ চাবুক মেয়ে সর্বান্ন কালো করে মেবে । চাবুক মারবে পিঠের উপর, বুকের উপর—

চাভুরির বহর দেখিয়া শেখর প্রথমে অবজ্ঞার হাসি হাসিতেছিল । বাড়াবাড়ি দেখিয়া সে তাড়া দিয়া উঠিল ।

শেখর । চূপ ! নারী বলে একটু করুণা হচ্ছিল,...কিন্তু কিসের নারী ? সতী-সাক্ষী আমার স্ত্রী ললিতা ঐ চেয়ে আছে—

প্রাবন

ললিতার কোটো তুলিয়া নইল।

শেখর। একে শ্মশানে রেখে মেয়ে বুকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।
মেয়ে জরে বেহুঁস...আর তুমি আমায় প্রলুব্ধ করতে এসেছ? কুলটার রূপ
দেখে যে মজে, সে পুরুষ আমি নই—

নিশারাগি এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া তারপর কথা কহিল। গভীর কণ্ঠ,—ইহার
আগে চটুল ভাবে যে বলিতেছিল, এ যেন সে মামুষ নয়।

নিশারাগি। আমি কুলটা নই—

শেখর। (মুখে ব্যঙ্গের হাসি) না—সতী-সাদ্বী—

নিশারাগি। হাঁ, সতী-সাদ্বী—আপনার ঐ ললিতারই মতো, কিম্বা
তার চেয়ে বেশি—

সবিতা। মা, মা,—মাগো!

শেখর সবিতার কাছে গিয়া বসিল। নিশারাগিরও খোঁজের মাধ্যম একবার
মেয়েটির কাছে যাইবার মন হইয়াছিল, কিন্তু সঙ্কোচে যাইতে পারিল না। দারোগা ও
কয়েকজন কনেষ্টেবল গলুইয়ে আসিয়া উঠিল। তাহারা দরজার শিকলে নাড়া দিল।

শেখর। কে?

[বাহির হইতে দারোগা। আমরা পুলিশ। ছয়োট খুল্ল একবার—]

শেখর। খুল্লি। আমার মেয়ের অন্ত্র আজ বড় বেড়েছে।
আপনারা একটু... (নিশারাগির দিকে তাকাইয়া) অপেক্ষা করুন।

নিশারাগি। রাবব ঘোষের বউকে ধরিয়ে দেবেন?

শেখর। রাবব ঘোষ! যে রাববের—

নিশারাগি। হ্যাঁ, সেই। তাঁর বউকে ধরিয়ে দেবার পরিণাম কি
জানেন?

শেখর। ছরস্ত লোভের সামনে আমাকে টলাতে পারনি—ভয়
দেখিয়েও পারবে না।...ছয় খুল্লি?

নিশারাগী। দয়া করুন। দয়া করুন—

কথা শেষ না হইতে প্রবল শব্দে আবার শিকল বনবনিয়া উঠিল। শেখর দয়ঙ্গা খুলিতে গেল।

নিশারাগী। আপনি পাষণ—আপনি পাষণ—

নিশারাগী শেখরের হুঁহাত জড়াইয়া ধরিল। শেখর থাকা দিল। আতর্নাদ করিয়া নিশারাগী পড়িয়া গেল। এই শব্দে সবিতা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

সবিতা। বাবা, বাবা—মা কি এসেছে? তুমি বলেছিলে, মা আসবে। এই যে মা...এই যে আমার মা...

নিশারাগী স্থিরদৃষ্টিতে অরতপ্ত সবিতার দিকে তাকাইয়া রহিল; তাহার চোখ অশ্রুসঞ্জল হইল। জালিয়াত নারীর বৃকে শাত্ত্বের অক্লণোদয় হইল বুঝি!

শেখর। (ধরা গলায়) পাষণ আমি—না তুমি? রোগা মেয়ে—অমন করে কাঁদছে, কষ্ট হয় না তোমার?

নিশারাগী ঝাঁপাইয়া সবিতাকে জড়াইয়া ধরিল। শেখর দয়ঙ্গা খুলিয়া গলুইয়ে আসিল।

দারোগা। ওঃ সার, আপনি? বিয়ামবাড়ি ফিরছেন বুঝি! মাপ করবেন সার, সরকারি কাজে একটু বিরক্ত করতে এসেছি। মস্ত শিকার হাতের কাছে এসে ফসকে গেল। রাঘব ঘোষকে বেড়া-জালে ফেলেছিলাম, বেটা গাঙে ঝাঁপ দিল। জলে পড়ে মরল, তবু আমাদের হাতে গেল না। তার সঙ্গে মনোরমা বলে একটা মেয়ে ছিল—

শেখর। মনোরমা?

দারোগা। হ্যাঁ—সে নাকি রাঘব ঘোষের স্ত্রী। মেয়েটা আপনার এখানে এসেছে, এই কনষ্টেবল বলছে—

শেখর। না—কেউ আসেনি তো।

দারোগা। ওঃ, সার যখন বলছেন, তবে আর কি! তাদেরই ভুল

•প্লাবন

হয়েছে। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) সার, একজন মেয়েলোকের মতো
গলা শোনা যাচ্ছিল যেন—

শেখর। হ্যাঁ, যাচ্ছিল—উনি আমার স্ত্রী।

দারোগা। অ্যা—

শেখর। হ্যাঁ, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।...আমুন—দারোগা বাবু, আমার
মেয়ের অসুখ—মন ভাল নেই।

দারোগা ও কনেষ্টবলরা চলিয়া গেল। শেখর কামরার ভিতরে ঢুকিল। দরজায়
কান পাতিয়া নিশারাগী ইহাদের কথা শুনিতেছিল। সবিতা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

শেখর। সব শুনে ফেলেছ ? ভালই হল। আজ থেকে তুমি
আর মনোরমা নও, সে ভৈরবের জলে ডুবে মরেছে।

নিশারাগী। আপনি দেবতা—

শেখর। কিন্তু এ ছাড়া আর কি করা যায় বলো। সবিতার মা—
তাকে ধরিয়ে দিই কেমন করে ?

নিশারাগী। আপনি দেবতা—

[অন্তর্দৃশ্য শেষ]

বিরামবাড়ির সেই বসিবার ঘর

মঞ্চ অন্ধকার হইল। তারপর আলো অলিলে দেখিলাম, বিরামবাড়ির বসিবার ঘরের
সেই পূর্বের রূপ—শেখর ও নিশারাগী কৌচের উপর বসিয়া ঠিক আগেকারই মতো গল্প
করিতেছে।

নিশারাগী। সেদিন বলেছিলাম—আজও বলছি, আপনি দেবতা—

শেখর। সেই থেকে সবাই জানল, তুমি আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—
সবিতার নতুন মা।

নিশারাগী। হ্যাঁ, সবিতার মা। আপনি আমাকে অতুল সম্মান

দিয়েছেন, ফুটন্ত ফুলের মতো মেয়ে দান করেছেন। সেদিন মনোরমা মরে গেল, আর ঘনাক্কার নিশায় বেঁচে উঠল নিশারাগী। অসীম আপনার লয়া, আপনি দেবতা।

শেখর। দেবতা...দেবতা...সবাই বলে ঐ এক কথা। না, আমি দেবতা নই। দেবত্ব আমার অভিলাষ। আমি মানুষ—আমার আশা আছে, ব্যথা আছে, কামনা আছে। তুমি সত্যি সত্যি সবিতার মা হও। যে মিথ্যা সবাই সত্য বলে জেনে রেখেছে, তাই সত্য হয়ে উঠুক। আমি তোমায় চাই।

নিশারাগী। আমার মন দুর্বল। আর বলবেন না—বলবেন না আমায়।

নিশারাগীর চোখে মুখে বিহ্বলতার ভাব।

শেখর। আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাকে চাই।

নিশারাগী। কিন্তু আমার স্বামী বেঁচে আছেন।

শেখর। আমি বলছি, সে নেই। আর যদি থাকেও, যাতে সে আর কোনদিন আসতে না পারে আমি তাই করব। ডাকাতি, জালিয়াতি, খুন,—এই রকম একশ গুণা চার্জ। ধরা পড়লে তার ফাঁসি—না হয় দ্বীপান্তর। যত টাকা লাগে—যেমন করে হোক—আমি তাকে ধরিয়ে দেব।

নিশারাগী আবিষ্টের মতো শেখরের একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, এই কথায় বিদ্রোহ-স্পৃষ্টের মতো সরিয়া গেল।

নিশারাগী। ছিঃ! আমার জন্ত আমার স্বামীকে আপনি ধরিয়ে দেবেন? আপনি অতি ইতর।

শেখর। না, মানুষ—

জানালার মুহূর্তের জন্ত মুখোশ-পরা একজন লোক দেখা দিল। ইহারা দেখিল না, প্রেক্ষাগৃহ হইতে দেখা গেল।

নিশারাগী। পথ দিন, চলে যাব—

প্লাবন

শেখর । কোথায় ?

নিশারাগী । আপনার আশ্রয় ছেড়ে যেখানে হোক—

শেখর । সে হবে না । লোকে বলবে শেখর মজুমদারের স্ত্রী
গৃহত্যাগ করেছে । সে বড় অপমান ।

নিশারাগী । জোর করে আমার আটকে রাখবেন ?

শেখর । হ্যাঁ, জোর করে । আমার অধিকার আছে । বিরামবাড়ি
আমার, তুমিও আমার; আমি তোমার প্রভু—দেশস্থক সবাই জানে ।
অস্বীকার করে। বলো মিথ্যা ?

নিশারাগী । আমার অসহায় পেয়ে নির্ধাতন করছেন ? এমনি
করে আমার মন জয় করবেন ?

শেখর । মন ... দেহ—বাই হোক—

শেখর দৃঢ়মুষ্টিতে নিশারাগীর হাত ধরিয়। আকর্ষণ করিল ।

নিশারাগী । ভগ্যান !

এই সময় মুখোশ পরা সোঁকটি পিণ্ডলের গুলি করিল । শেখর টেবিলের উপর ছমড়ি
খাইয়া পড়িল । সেখান হইতে গড়াইয়া মেঝের উপর পড়িল । টেবল-গ্যাম্প উল্টাইয়া
গেল । ঘর অন্ধকার । আবছা আধারে দেখা গেল, আততায়ী জানলা দিয়া ঘরে
চুকিয়াছে । আঁত চিৎকার করিতে করিতে নিশারাগী ছুটয়া পলাইল ।

নিশারাগী । কে কোথায় আছ ? ব্রহ্মলাল—ম্যানেজার—

আততায়ী পোর্টফোলিও লইল, মুতের দেহ হাতড়াইয়া বাহা পাওয়া গেল, লইল ।
ক্লারও ছ-একট জিনিষ লইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল । প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে
কোলাহল, খানিকটা ধস্তাধস্তির শব্দ, দমাদম গুলির আওয়াজ ।

গণীর রাত্রে গ্রামের দিক হইতে বেহালার স্বর আসিতেছে । বেহালা করুণ স্বরে
বাজিতে লাগিল ।

পনের বৎসর পরে

পনের বৎসরে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। ভৈরবের প্লাবনে দেশের নদ-বাড়ি ক্ষেত-খামার প্রতি বৎসর ডুবিয়া যায়। সাধারণ প্রজারা অতি দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্ত ভৈরবে বাঁধ বাঁধা হইতেছে; বড় বড় লকগেট তৈয়ারি হইতেছে।

এই সমস্ত একের পর এক আমাদের সামনে **ছায়াছবিতে** ফুটিয়া উঠিল।

[মঞ্চস্থলে অভিনয়ের সময় এই সমস্ত দেখানো সম্ভব হইবে না। পর্দার উপরে কেবল এই লেপাটি থাকিবে—‘পনের বৎসর পরে’।]

রূপগঞ্জ গ্রামের পথ

বিরামবাড়ির সামনে দিয়া আঁকাবাকা পথ চলিয়া গিয়াছে। মাতব্বর প্রজা মহেশ মোড়ল, ব্রজলাল ও দুইজন পাইক প্রবেশ করিল।

মহেশ। রাগ করবেন না, গোমস্তাবাবু। লোকপাব কোথায়? সবাই বাঁধ বাঁধতে গেছে।

ব্রজলাল। বাঁধ? কার জমিতে কে বাঁধ বাঁধে?

মহেশ। আর বাধা দেবেন না। জানেন তো, বছর বছর বানের জলে ভেসে বেড়াই। আজ যদি রায় মশায়ের দয়ায় বেঁচে যাই—

ব্রজলাল। ওরে, ভগবান বিরূপ। মানুষে বাঁধ বেঁধে ভগবানের মার ঠেকাবে? নীলাধর রায়ের জাল-জুচ্চুরির পরসী—তাই জলে পরসী ঢালছে, গায়ে লাগে না। কিন্তু এসব চলবে না, বাপু। সাত সাতবার জেল-ফেরত, এবার জেলেও শোধ যাবে না। বাঁধ দিচ্ছে—জমি কার? পরের জায়গার বাঁধ দেওয়া...একেবারে পুলি-পোলাও।

মহেশ। আপনারা জমিদার—মা-বাপ। আপনারা দয়া না করলে আমরা বাঁচি কি করে? আমাদের মুখের দিকে একটু চাইবেন না?

ব্রজলাল। তোমরা বড় মুখ চেয়েছ! রাজাবাবুকে সকলে বলত—প্রজাবন্ধু। তাঁর বাৎসরিক মেলা—এই ত...২৯শে আষাঢ়। ক'টা দিন বাকি! আজও মেলায় জায়গা জঙ্গলে ভরে রয়েছে। জমিদার গেছেন, জমিদারি ত যায়নি। যাও, মহেশ মোড়ল—তোমার তাঁবে যত প্রজা আছে, নিয়ে এসো। জঙ্গল সাফ করোগে—যাও। (পাইকদের প্রতি) এই, যা না সব—ঘাড় ধরে ধরে নিয়ে আয়।

মহেশ । আমাদের 'ইল' বিষম জালা । এঁরা বলেন এক কথা, রায়-মশায় বলেন আর এক কথা । দুই স্থির উদয় হল, এখন ধান শুকোই কার রোদে ?

মহেশ ও পাইকেরা চলিয়া গেল । ত্রিলোচনের স্ত্রী সারদা নদী হইতে জল লইয়া ক্রিান্তেছে ; ব্রজলালকে দেখিয়া সে ঘোমটা টানিয়া দিল ।

ব্রজলাল । এই যে, ম্যানেজার-গিন্নি ! ত্রিলোচন কোথায় ?

সারদা । জানিনে—

ব্রজলাল । আমি কলকাতায় যাচ্ছি—রাণীমার কাছে । ত্রিলোচনকে বোলো সব ঠিক-ঠাক করে রাখতে । আমি ঘুরে আসছি । ত্রিলোচন যেন বাড়ি থাকে ।

ব্রজলাল চলিয়া গেল । ত্রিলোচনের দশ-বারো বৎসরের মেয়ে চাঁপা ছুটিয়া আসিল ।

চাঁপা । ওমা, মা, উলুবনে কুরুক্ষেত্রোর—

সারদা । সে কি ?

চাঁপা । ঐ যে...ঐদিকে—কি রকম নড়ছে, দেখ না ।

সারদা । গরু ঢুকে পড়েছে । ওরে ঐ—ওদিকে যে আমার পটোল-ক্ষেত ! তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে—

চাঁপা । গরু কি উড়ে আসবে ? গরুর কি পাখনা হয়েছে ?

সারদা । তা তো ঠিক । অমন শক্ত করে বেড়া দেওয়া, - গরু ঢুকলো কি কবে ? ঢিল মার্—ঢিল মার্—(চাঁপা ঢিল ছুড়িল) জোরে মার্, বাতে অদূর যায় - (চাঁপা জোরে ঢিল ছুড়িতে লাগিল) সর, তোব কর্ম নয়—(নিজেই ঢিল ছুড়িল)—হুস্ !

[নেপথ্যে ত্রিলোচন । আঃ, করো কি ? মরে যাব যে !]

ধাবন

সারদা । (জিভ কাটিয়া) গরু নয় রে চাঁপা, গরু নয়—

চাঁপা । বাবা !

ত্রিলোচন আসিল । এক হাতে কান্ধে অপর হাতে কতকগুলি লম্বা ঘাস ।

ত্রিলোচন । চিনতে পেরেছ, তবু রক্ষে । মায়ে-বেটিতে মিলে গো-হত্যার আয়োজন করছিলে । বাপরে বাপ—ঐ ইট একখানা ঘাড়ে পড়লে গরুও বাঁচত না । আমি ত মানুষ—

সারদা । তোমার অস্ত্রায় কথা, আমরা জানব কি করে ?

ত্রিলোচন । নোটিশ দিয়ে উলুবনে ঢুকিনি, অস্ত্রায় বৈ কি !

সারদা । সকালবেলা ঘাস তুলতে বসেছ যে !

ত্রিলোচন । এই তোমাদের জন্তে—

সারদা । কি, আমাদের জন্তে ?

ত্রিলোচন । আলবৎ । তোমাদের জন্তে তো এই দুর্ভোগ । নইলে চাকরির পরোয়া করি ? ম্যানেজার ত্রিলোচন ঘাস ছিঁড়ে বেড়াচ্ছেন—বোঝ ত কথাটা । প্রজাদের কারো পাত্তা নেই—মেলায় দিন এসে গেল । ম্যানেজার তাই উলুবনে বসেছেন । কচ্ছেন কি—না ঘাস ছিঁড়ছেন ।

সারদা । মেলায় জায়গা এবার কি—

ত্রিলোচন । ওখানেই ।

সারদা । সে হবে না—কক্ষনো হবে না—

ত্রিলোচন । ব্রজলালের হুকুম—হবেই । সে বিষম কড়া, তোমার চেয়েও—

সারদা । ওপাশে যে আমার পটোল-ক্ষেত গো—

ত্রিলোচন । ওসব কিছু থাকবে না । পটোল তোল—পটোল তোল—

সারদা । (ক্রুদ্ধভাবে) কি বললে ?

ত্রিলোচন । ওসব ভেবে বলিনি গি়ি । তুমি পটোল তুলবে কোন
দ্রঃখে ? কিন্তু আমি পাততাড়ি তুলব । ভাবছি, এদের চাকরি ছাড়ব ।

সারদা । আঁ ?

ত্রিলোচন । একটা তাক করে আছি, দেখি মা কি করেন । ব্রজ-
বেটার আটটা চোখ—সব দিকে নজর । লম্বা লম্বা ছকুম, আর পাওনা-
খোঁওনার বেলা তাইরে-নাইরে-না । এদের ছেড়ে নীলাধর রায়ের চাকরি
করব—

সারদা । নীলাধর রায় ? ভারি দরের মানুষ !

ত্রিলোচন । বেটা মাতাল -টাকার কুমীর । মদ খেয়ে কিম হয়ে
পড়ে থাকে । তখন যে যা পারে হাতিয়ে নেয় ।...দেখা যাক,
মতলবটা যদি হাসিল হয় ! বাস ছিঁড়ে কাহাতক এ রকম ম্যানেজারি করা
যায়, বলে—

সারদা । ওঃ ম্যানেজার ! তিন টাকার আবার ম্যানেজার !
একটা ছাগলের দামও যে তিন টাকার বেশি—

ত্রিলোচন । দেখ, মাইনে তুলে কথা বোলো না বলছি । অভদ্রতা ।
আমি হলাম একটা ম্যানেজার—কি বলব, গায়ের জোরে পেরে উঠিনে—
নইলে চুলের মুঠো না ধরে—

সারদা । কি—এত বড় কথা ? দেখি, কার কত মুরোদ—

ত্রিলোচন । (সামলাইয়া লইল) আ—হা—হা, তা নয় । চুলের
খোঁপা না ধরে—মুখটা নামিয়ে মুখের উপর না এনে—

সারদা । (হাসিয়া) থাক—থাক—

প্রবিন

ত্রিলোচন। (চাপার প্রতি) হাবা মেয়ে, যা—যা এখান থেকে।

চাপা চলিয়া গেল।

ত্রিলোচন। তুমি মিছামিছি রেগে যাও, গিন্নি—

সারদা। রাগ করি তোমার রীতের দোষে। বুড়ো হয়ে গেলাম,
এখনও ঐ সব ছাইভস্ম কথা—

ত্রিলোচন। বুড়ো হলে কোথা? ছুটো চুল সাদা হলেই বুঝি
বুড়ো হয়! দাঁত পড়েনি, গাল ছুটো যেন পাকা তরমুজ—

সারদা। আঃ, আস্তে বলো—

ত্রিলোচন। গিন্নি, সরে যাও—

সারদা নৈপথ্যের দিকে চাহিয়া ভাড়াভাড়ি চলিয়া গেল।

ত্রিলোচন। ওহে সনাতন, এই যে—এইদিকে। টোকা আড়াল
দিলে কি হবে? যম আর জমিদারের নজর ওসবে এড়ায় না।

হুঁজুম কুমক—সনাতন ও নিমাই—আসিয়া দাঁড়াইল।

ত্রিলোচন। বেশ আছ! চাকরান খাও—আর বগল বাজাও :
এদিকে মেলার জায়গায় এক-হাটু ঝঞ্জল, বাঘ পালিয়ে থাকতে পারে।

নিমাই। মেলা হবে?

ত্রিলোচন। হবে মানে? হুজুর মরেছিলেন পনেরো বছর আগে,
সেই থেকে হয়ে আসছে। তুমি কোথাকার লোক হে? আকাশ ফুঁড়ে
উদয় হলে নাকি?

সনাতন। আমার বড় কুটুম্ব। এখানকার মানুষ নয়।
(নিমাইয়ের প্রতি) আমাদের জমিদার ঐ বাগান-বাড়িতে খুন হন। সেই
থেকে ফি-বছর মেলা বসে। প্রজারা দলে দলে এসে মালা-টোলা দিয়ে যায়।

ত্রিলোচন। বলি, বড় কুটুন্মের সঙ্গে, ফুঁতি করে বেড়াচ্ছ—এদিকে
বাস তোলে কে ?

সনাতন। সময় পাচ্ছি না—

ত্রিলোচন। লাটি সাহেবের নাতিরা সব—তোমাদের সময় কখন ?
অটেল সময় রয়েছে ত্রিলোচন ম্যানেজারের—

সনাতন। বাঁধে খাটতে হচ্ছে যে !

ত্রিলোচন। বাঁধ ?

সনাতন। আজ্ঞে হ্যাঁ, নীলাম্বর রায় বাঁধ বেধে দিচ্ছেন।
দেখেন নি ?

ত্রিলোচন। দেখেছি ...দেখেছি বাপু। মাতালের খেয়াল। বাঁধ
নয় ...বলো, মাটির ঢিবি। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কোটাল আহুক,
একদিন সকালে উঠে দেখে এসো, ভানুসীতার খেলের মতো ফুঁয়ে উড়ে
পেছে। তাজ্জব লেগে যাবে। ...কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সনাতন, কেউ গতরে
খাটবে না, টাকাকড়ি দ্বেবে না—সাপের পাঁচ পা দেখেছ নাকি ?

সনাতন। কমলেশ বাবু বলছেন -

ত্রিলোচন। (ব্যঙ্গের স্বরে) ভারি তোমার কমলেশ বাবু! চাঁল
নেই, চুলো নেই, লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়তে পারেন। ...কি বলছেন
কমলেশবাবু ?

সনাতন। বলছেন, খাজনা দিতে হবে না—বাঁধের উপর গেট হচ্ছে,
তার চাঁদা দাও—

ত্রিলোচন। আর আমি বলছি, চাঁদা দিতে হবে না—খাজনা দাও।
শুনলে ?

ব্রজলাল প্রবেশ করিল।

প্রাবন

ব্রজলাল। ত্রিলোচন, কি বলছে ওরা ?

ত্রিলোচন। দু-পক্ষের দু-রকম কথা। ওরা তাই মাঝামাঝি করে নিয়েছে—

ব্রজলাল। সে কি ?

ত্রিলোচন। কমলেশ বলে, খাজনা দিও না—চাঁদা দাও ; আমি বলছি, চাঁদা দিও না—খাজনা দাও। ওরা এর অর্ধেক শুনছে, ওর অর্ধেক শুনছে।

ব্রজলাল। মানে ?

ত্রিলোচন। চাঁদাও দিচ্ছে না—খাজনাও দিচ্ছে না।

ব্রজলাল। হঁ ! না দেবার কথা বড় মিষ্টি।...ম্যানেজার, এরা ভুলে গেছে যে চাকরান খায়—জমিদারের এরা ভিটেবাড়ির প্রজা। বে খাজনা না দেবে, তার গরু-বাছুর বেচে খাজনা আদায় করবে।

ত্রিলোচন। শুধু গরু-বাছুর ? ঘটি-বাটি যা পাব—সমস্ত বেচে-কিনে নেব।

ত্রিলোচন চলিয়া গেল।

ব্রজলাল। সনাতন, কোন কথা শুনতে চাই না।

এই সময়ে এক জোয়ান লাঠিয়াল—বল্লভ—আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্রজলাল। মেলা আসছে, জায়গা পরিষ্কার কর—কাস্তে নে—

বল্লভ। কাস্তে নয় রে ভাই, কোদাল। বানের দুঃখ জান না তোমরা ? জলের টানে সর্বস্ব হারিয়ে গাছের উপর মাচা বেঁধে বউ-ছেলের হাত ধরে কাঁপোনি কোনদিন ? যাও, যাও...সব বাঁধ বাঁধতে যাও।

সনাতন ও নিমাই চলিয়া গেল।

ব্রজলাল। বল্লভ !

বল্লভ । কি বলছ, ব্রজলা ?

ব্রজলাল । এক ওস্তাদের কাছে আমরা লাঠি ধরতে শিখেছিলাম ।

বল্লভ । (একটু হাসিয়া) তখন থেকেই তোমায় আমি দাদা বলি ।

পায়ের ধুলো দাও—

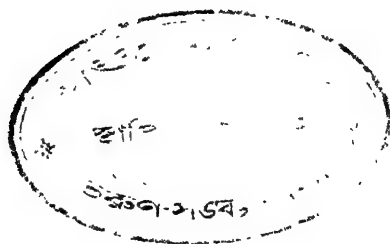
ব্রজলাল । মেলাটা পণ্ড করে দিতে চাও ?

বল্লভ । যমের দোরে পা বাড়িয়ে মেলার মজা কি জমে রে, দাদা ?

ব্রজলাল । (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) আচ্ছা, দেখা যাক ।

বল্লভ । দেখাতে আমরাও পারব, ব্রজলা । তোমায় দাদা বলি,
এক ওস্তাদের হাতে মালুস—তোমার আশীর্বাদে এই লাঠি আমার বজায়
থাক । একটা কথা বলে যাচ্ছি, মেলা এবার বসতে দেব না—

দু'জনে দু'দিকে চলিয়া গেল ।



—ছই—

শেখরনাথের কলিকাতার বাড়ি

নিচের তলায় ড্রইং-রুম। পিছনদিকে দোতলার বারান্দার একাংশ দেখা যায়। ঘরখানি আধুনিক আসবাবপত্রে রুচিসম্মত ভাবে সাজানো। একপাশে টেবিলের উপর টেলিফোন আছে; আর একদিকে রিভলভিং বুকশেসে ঝকঝকে বাঁধানো অনেক বই। ঘরের দেয়ালে বাঙালি মহামানবদের ছবি।

নিশাচরণের এখন সেই বাগেদার লাভণ্য নাই—মুখে ঈষৎ শ্রোতব্ধের ছায়া পড়িয়াছে। তাহার পরনে সরুপাড়ু খুঁত, হাত নিরাভরণ। একাকী বসিয়া সে সবিতার জন্ম একটি ‘স্বাক’ বুনিতোছিল।

বাইশ বছরের তরী তরুণী সবিতা মাকে ডাকিতে ডাকিতে চকল পায়ে দোতলার বারান্দা পার হইয়া নিচে নামিয়া আসিল।

সবিতা। ২৯শে...২৯শে...২৯শে আষাঢ়...না মা? ২৯শে...
(ক্যালেন্ডার দেখিয়া) ২৯শে আষাঢ়। ইংরেজি তারিখটা কত? দেখি পাঁজিখানা—

গুণ-গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পাশের ঘরে ঢুকিল। সেই ঘর হইতে তাহার কণ্ঠ শোনা গেল।

সবিতা। ঠিক হয়েছে—২৯শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই—রবিবার।

সবিতা প্রবেশ করিল।

মা, ঠিক হয়েছে—২৯শে পড়েছে রবিবার। শনিবার রাত্রির ট্রেনে যাব, আর সোমবারে ফিরে আসব। (হাততালি দিয়া) কলেজ কামাই হবে না—কলেজ কামাই হবে না।

নিশারাগী। পাড়াগাঁ, বন-জঙ্গল—টেরটা পাবি।

সবিতা। মোটে একটা দিন ত, মা!

নিশারাগী। তাতে কি হয়? গেলে কি একদিনে ফিরতে পারব?
কতদূর থেকে প্রজারা আসবে—তারা কি তোকে ছাড়বে একদিনে?

সবিতা। আমার বাবাকে ওরা খুব ভালবাসে, না—মা?

নিশারাগী। তাঁর নাম ছিল প্রজাবন্ধু।

সবিতা। তুমি বড্ড ছুষ্টু, মা। এই পনেরটা বছর আমার ভুলিয়ে
ভুলিয়ে রেখেছ, একটা দিন যেতে দেও নি।

নিশারাগী। ভরসা পাইনে যে!

সবিতা। কেন, আমি কি কচি খুবী?

নিশারাগী। না, আত্মিকালের বন্ধি বুড়ী।...সেই কালরাত্রির পর
তোর যে-রকম হয়েছিল, এখনও ভাবতে ভয় করে। শেষে কলকাতায়
নিরে এসে তবে রক্ষে।

সবিতা। এমন ভাতু, তোমায় নিয়ে কি যে করি!

এক লাইন গাহিয়া উঠিল।

গান

অচিন গাঁয়ের সোনার পাখী ডাকে আমায় ডাকে—

হঠাৎ গান থামাইয়া কি ভাবিল; মায় কাছে দৌড়িয়া আসিল।

সবিতা। মা! এমন ভাল লোককে কেন খুন করলে মা?

নিশারাগী। আজ পর্যন্ত তার কোন কিনারা হয় নি।

সবিতা। আমাদের কিন্তু এটা উচিত হয় নি, মা—

নিশারাগী। কি?

প্লাবন

সবিতা। ২৯শে আষাঢ় বাবার মৃত্যুবার্ষিকী। ঐ দিনে কতদূর থেকে প্রজারা সব আসে আমাদের বাড়িতে তাদের শ্রদ্ধা-নিবেদন করতে। আর আমরা পড়ে থাকি কলকাতায়। না মা, এবার আমি যাবই।

সে নিশারাগীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িল।

নিশারাগী। আঃ, সরু থুকী, কাজ করছি—

সবিতা। আগে বলো ‘হ্যাঁ’—বাড় নেড়ে এই এমনি করে একটবার বলে দাও। এবার ফাঁকি দিলে দেখো তোমার কি করি—

নিশারাগী। কি করবি?

সবিতা। কি করব? বৃষ্টির মধ্যে ছাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, তেঁতুল গুলে পুরো এক কাপ খেয়ে ফেলব। হি-হি করে অর আসবে। তখন দেখো—

নিশারাগী। ঠাণ্ডা হয়ে বোস্ দিকি—কাজটা শেষ করি।

সবিতা। আগে বলো—‘হ্যাঁ’। বলো—

নিশারাগী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

সবিতা নিশারাগীকে আদরে চুষন করিল।

সবিতা। মা আমার লক্ষ্মী মেয়ে, মা আমার সোনার মেয়ে। বড্ড ভালবাসি আমার চাঁদের মতন মাকে।

আর এক লাইন গাহিয়া উঠিল—

গান

বড় ভালবাসি আমার চাঁদের মতন মাকে—

টেলিফোন বাজিয়া উঠিল, নিশারাগী ধরিল।

নিশারাগী । হ্যাঁ, ধরে থাকুন...দেখছি—

রিসিভার রাখিয়া দিল ।

নিশারাগী । তোকে কে ডাকছে খুকী—

সবিতা গিয়া রিসিভার তুলিয়া ধরিল ।

সবিতা । হ্যালো...কে?...গৌসাই সাহেব?...Boxing Tournament?...No,—going elsewhere...না না—মা সঙ্গে যাচ্ছেন...
ঠিক পাঁচটার বেরুব ।

রিসিভার রাখিয়া দিল ।

নিশারাগী । এ সব ভাল নয়, খুকী—

সবিতা । কি ভাল নয়, মা ?

নিশারাগী । এ রকম করে পুরুষমানুষের সঙ্গে নেচে নেচে বেড়ানো ।
আমার বড্ড ভয় করে ।

সবিতা । আমি নাচিনে মা—নাচাই ।

নিশারাগী উপরে ঝাইতেছিল । আবার টেলিফোন বাজিল, সবিতা রিসিভার তুলিয়া
লইল ।

সবিতা । হ্যালো...হ্যাঁ আমি...আমিই সবিতা দেবী ।...বলুন না ।
..কোথাও যাব না আজ । Sorry...really sorry...বড্ড মাথা
ধরেছে, একদম গুরে আছি ।

রিসিভার রাখিয়া দিল ।

নিশারাগী । আবার কে ?

সবিতা । নাম জানবার মতো নয়—কলেজের কেউ হবে ।

আবার টেলিফোন বাজিল ।

সবিতা । আবার ? (টেলিফোন ধরিল) হ্যালো...কে?...হ্যাঁ
গলাটা চিনতে পারছি বটে, আপনি কি...উৎপলবাবু ?...আমিও তাই

প্ল'বন

ভেবেছিলাম—উৎপলবাবু ছাড়া এমন কাব্যগন্ধা ভাষা কার ?...দেখতে আসবেন ? ...দেখতে আসবার মতো এমন কিছু নয় . আসবেই ?

ব্রজলাল প্রবেশ করিল। সবিতা তখনও টেলিফোন ধরিয়া আছে।

সবিতা। আরে...ব্রজদা যে ! এসো এসো—বসো।...ও আমার ব্রজদা সিনেমা ? না না—ব্রজদা সিনেমা-টিনেমা দেখে না।...কোন কলেজে ব্রজদা পড়ে ? হি—হি—হি...না না—Fifth Year Student নয়, আমাদের দেশের ব্রজদা। ব্রজদা মানে...আমাদের ব্রজদাছ।... অ'চ্ছা, পাঁচটায় রোদ পড়লে আসবেন।

ব্রিসিভার রাশিয়া দিল।

সবিতা। না—মা, ব্রজদা এসেছে—

ব্রজলালের কাছে গিয়া সবিতা পিছন হইতে তাহার চপমা গুলিয়া লইল। একটু পরে ফেরত দিল।

সবিতা। ব্রজদা, তুমি খুব ভালো—কিন্তু ঐ খাতার বোঝা নিয়ে আসো বলে আমার বড় ভয় করে। খাতা ছাড়া কি তুমি কখনো একা আসতে পার না ?

ব্রজলাল। খুকীদিদি, কোল হেসে-থেকেই বেড়াবে ? ঠাণ্ডা হয়ে কোন তাতে মন দেবে না ?

নিশারাগী প্রবেশ করিল।

সবিতা। হু—খাতার বাণ্ডিল দেখলে ঠাণ্ডা মাথা আপনি গরম হয় ! সেবার তুমি এলে মা ওরই একখানা খুলে বসিয়ে দিল ; বলে— 'যোগ কর'।'

নিশারাগী। তোমার বিষয়-আশয় তুই চেয়ে দেখবিনে। হিসেবের খাতা দেখলে সরে পড়বি—আমরা কি জন্তে খেটে মরব ?

সবিতা । বিষয় আমার নাকি ?

ব্রজলাল । তবে কার ?

সবিতা । মার । আমি ছুটু মেয়ে—থারাপ মেয়ে—থার কাছে গালমন্দ থাই...সন্দেহও থাই । মা আমার বড্ড লক্ষ্মী মেয়ে, এত জাগাই, তবু মা সন্দেহে থাওয়ায় ।

নিশারাগী । থোশামুদি করতে হবে না । আজ কড়া-ক্রান্তি সমস্ত বুকে নিতে হবে ব্রজলালের খাতা থেকে ।

সবিতা হাই তুলিল ।

নিশারাগী । হাই তুললে শুনব না ।

সবিতা । ব্রজদা, তোমার ওর থেকে একটু কাগজ দাও তো,
ভাই—

ব্রজলাল । কি হবে ?

সবিতা । বিষয়-আশয় মাকে লিখে দিয়ে হাঙ্গামা চুকিয়ে দিই—

নিশারাগী । বয়ে গেছে আমার । বুড়ো হয়ে গেলাম...এত বোঝা বইতে যাব কেন—কি জন্তে ?

নিশারাগী স্নেহে সবিতাকে কাছে টানিয়া লইল । ছোট মেয়েটির মতো আবদারের ভঙ্গিতে সবিতা তাহার গায়ে গড়াইয়া পড়িল ।

নিশারাগী । তারপর, সব ভাল ব্রজলাল ?

সবিতা । আমি যাই—

নিশারাগী । না ।

সবিতাকে বাহু বেঁধে আটকাইয়া ফেলিল ।

ব্রজলাল । কিছু আদায় নেই । লাটের খাজনা দেওয়া হয় নি—
নিলাম হতে চলেছে ।

। প্রাণ

নিশারাগী । এখন উপায় ?

ব্রজলাল । সেই বা লিখেছিলাম—আপনি আর খুঁজিদি একবার
চলুন মহালে ।

সবিতা । আমরা ত যাচ্ছি, ব্রজলা । ২৯শে পড়েছে রবিবার—
শনিবার বাব, সোমবার ফিরে আসব ।

ব্রজলাল । তাতে হবে না—কিছু বেশিদিন থাকতে হবে । মাতব্বর
প্রজাদের ডাকাডাকি করে দেখতে হবে ।

নিশারাগী । কিছু ফল হবে ?

ব্রজলাল । দেখা যাক । না-ই যদি হয়...ত্রিলোচন এক যুক্তি
দিচ্ছিল মন্দ নয়—

নিশারাগী । কি ?

ব্রজলাল । সে অবিাশ্র পরের কথা । এমিকে নিতান্ত যদি কিছু না
হয়, তখন—

নিশারাগী । বলোই না—

ব্রজলাল । বলছিল, বিরামবাড়িতে কেউ ত আজকাল থাকে না—
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । তার চেয়ে বিক্রি করে দিলে হয় । তাতে নিগাম
ঠেকানো যাবে ।

নিশারাগী । (একটু ভাবিয়া বলিল) বেচব বললেই ত হবে না ।
পাড়ারগায়ে খন্দের কোথায় ?

ব্রজলাল । সে হয়েছে, ত্রিলোচন কথাবার্তা বলে রেখেছে ।
কিনবে নীলাধর রায় । বেটা টাকার কুমীর—দামও দেবে ভালো ।

নিশারাগী । নীলাধর রায় ?

ব্রজলাল। আপনি জানেন না মা, আজ মাস ছয়েক হল কমলেশ তাকে এনেছে। বেটা ডাকাত, বদমায়েস। এতদিনে অন্তত বিশ্ববার ফাঁসি-কাঠে ঝোলা উচিত ছিল।...তার শাকরেন্দ হয়েছে বল্লভদাস আর আমাদের কমলেশ—

সঙ্কিতা। কমলেশটা কে ব্রজ-দা ?

ব্রজলাল। রাণীমা, জবাব দাও—তোমার মেয়ে জিজ্ঞেস করছে, কমলেশ কে ?

নিশারাগী। কমলেশকে তুই দেখেছিস, সবিতা। ছোটবেলা—মনে নেই।

ব্রজলাল। রাজাবাবুর কত আশা ছিল—কমলেশকে বিলেত পাঠাবেন, খুকুরাগীর সঙ্গে বিয়ে দেবেন। বড় ভালবাসতেন কিনা ! আর ভালবাসবার মতো ছেলেও ছিল সে। কিন্তু মাথা বিগড়ে গেল—

সবিতা। পাগল হয়ে গেল ?

ব্রজলাল। পাগল ছাড়া আর কি ! কলেজে পড়তে পড়তে স্বদেশি করে জেলে গেল। জেল থেকে বেরুতেই আবার কোথায় ধরে নিয়ে রাখল। এখন এসে প্রজা ক্ষেপাচ্ছে। বলে, জমিদার তোমাদের সুখ-হুঃখ দেখে না,—তোমরা জমিদারকে দেখবে কেন ?

সবিতা। আমার বাবা এই কমলেশকে এত ভালবাসতেন ?

ব্রজলাল। বেইমান—খুকুরাগী, বেইমান ! কী না হতে পারত, একটা জেলার হাকিম হয়ে বসতে পারত ! আর আজ একটা জানোয়ারের মোসাহেবি করেছে।

নিশারাগী। এই কিস্তিতে রেভেনিউ কত দিতে হয় আমাদের ?

ব্রজলাল। এই যে খাতায় রয়েছে—

দ্রাবন

সবিতা। মা মা, একটা কাঁকড়াবিছে —

নিশারাগী। আঁ—কোথায় ?

নিশারাগী চমকিয়া উঠিল। ছাড়া পাইয়া সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া খিল-খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

সবিতা। ফাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলাম। পালাই—বাপরে !

সবিতা চলিয়া গেল। তাহার গমন-পথের দিকে নিশারাগী স্নেহে চাহিয়া রহিল।

নিশারাগী। এই আনন্দের খনি ! মহাল নিলাম হয়ে গেলে আমার সবিতা পথের ভিখারী হবে।

ব্রজলাল কাগজপত্র দেখাইতে গেল।

নিশারাগী। এখন নয় ব্রজলাল—এখন হবে না। ও কাগজপত্র এখানে থাক। তুমি এদুর থেকে এলে, হাত-মুখ ধুয়ে নেও—আমি জল-খাবারের ব্যবস্থা করছি।

ব্রজলাল। কিন্তু মা, এতে অনেক জরুরি কাগজ রয়েছে। এখানে ফেলে রাখা যায় না। চলুন, আপনার ঘরে পৌঁছে দি।

নিশারাগী ও ব্রজলাল সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। সবিতার বি নৃত্যকালী প্রবেশ করিল। সে বুককেস হইতে একখানা বই লইতে আসিয়াছে।

নৃত্যকালী। ওমা, কই গো...ও দ্বিদিমনি, কোথায় বই ? হলদে মলাটের বই তো খুঁজে পাই না—

নৃত্য নিচু হইয়া বই খুঁজিতে লাগিল। উৎপল চুকিল। লম্বা চুল—কবি-ভাবাপন্ন যুবক। তাহার হাতে বড় একটা কুলের তোড়া। পিছন হইতে নৃত্যকে দেখিয়া সে ভাবিয়াছে, সবিতা। তোড়া হইতে একটি খেতপদ্ম খুলিয়া একটু শুকিয়া খুব টপি-টপি পিছনে দাঁড়াইল ; তারপর ফুলটি সম্ভরণে নৃত্যের খোঁপায় গুঁজিয়া দিতেছে।

নৃত্যকালী। ওমা, কে গো ! চোর—চোর—

উৎপল। নেতা ? নৃত্যকালী ? মার্জনা কৰো—না, না—
নৃত্যকালী। (কুথিয়া উঠিয়া) না ?

উৎপল। রাগ কৰছ ? মানে...মার্জনা কৰো—আমি নিৰপরাধ—
নৃত্যকালী। কি ?

উৎপল। সত্যি বলছি। মানে...মার্জনা কৰো, দিবিয় কৰছি—
নৃত্যকালী। মাথা থেকে কাঁটা তুলে নিচ্ছিলে না ?

উৎপল। না, না। চেয়ে দেখ—আমি কি চুরি কৰবার লোক ?
মানে...মার্জনা কৰো। তোমার দিদিমণি—মিস সবিতার সঙ্গে আমার
দেখোনি ?

নৃত্যকালী। হ্যাঁগো—তাই তো বলছি—

উৎপল। তোমার পায়ে পড়ি—চৈচিও না—

নৃত্যকালীৰ চোখে যেন আগুন ছুটিতেছে।

নৃত্যকালী। আচ্ছা—কি কৰছিলে তবে খোঁপায় হাত দিয়ে ?

উৎপল। এই খেতপত্ৰটি তোমার কৃষ্ণকবরীৰ উপৰ—

নৃত্যকালী। মাথায় ফুল গোঁজা হছিল ? উ—

উৎপল। ওকি—ওকি ! না, না। মার্জনা কৰো।

উৎপল পলাইতে গিয়া চেয়ার উণ্টাইল। টেবিলেৰ উপৰ লাকাইয়া উঠিতে বহি-পত্ৰ
ছড়াইয়া পড়িল। নৃত্য পিছনে ছুটিয়াছে।

নৃত্যকালী। (কাটিয়া কাটিয়া বলিতেছে) যত হতভাগ্যৰ মৰণ
এখানে।...আজ একটা হেস্তনেস্ত কৰব, তবে ছাড়ব—

উৎপল অবশেষে বিভলভি বুককেসেৰ আড়ালে আশ্রয় লইল। নৃত্য আক্ৰমণ
কৰিতে যায়, সে বুককেস বুৰাইয়া আত্মৰক্ষা কৰে। এই সময়ে গোসাঁই আসিল। সাহেবি
পোষাক। গোসাঁইকে দেখিয়া উৎপল বুককেসেৰ আড়ালে একেবাৰে ডুব দিল। গোসাঁই
ডাকিতেছে।

ধ্রুব

গৌসাই। এই যে! Here you are নেতা—

নৃত্যকালী। কি ?

ঝকঝক গৌসাই চমকিয়া উঠিল।

গৌসাই। সবিতা দেবীকে খবর দাও। বলো, মিঃ এন. গোসেন এসেছেন। Please—

নৃত্যকালী। ওঃ, লাটসাহেবেরা আসছেন! আর কাজ-কর্ম নেই— একতলা আর তেতলা করে বেড়াও! বসে থাকুন—

নৃত্যকে রণরঙ্গিণী রূপে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া গৌসাই তাজাতাড়ি কয়েক পা পিছাইল। সাতাশ বছরের বলিষ্ঠ স্ত্রী-দেহ একটি যুবক—নাম কমলেশ, বেণ-ভূষা আগোহালো। সে ঘরে ঢুকিতেছিল। গৌসাই পিছাইতে পিছাইতে তাহার উপরে গিয়া পড়িল। কমলেশ বিরক্তভাবে ঠেলা দিয়া গৌসাইকে আগোহাল দিল।

গৌসাই। (পিছমে মুখ ফিরাইয়া) What? Striking below the belt? দাঁড়ান...Wait, wait—নৃত্যময়ী, এই কার্ডখানা—

নৃত্য তখন চলিয়া গিয়াছে।

গৌসাই। Rascal! (কমলেশের প্রতি) কোন Stadium-এ Practice করেন?

কমলেশ। মানে?

গৌসাই। Boxer নইলে এমন ঘুসি খোলে না। কিন্তু আপনি আইন জানেন না।

কমলেশ। ঘাড়ের উপর পড়েছিলেন, সরিয়ে দিয়েছি—

গৌসাই। বেশ করেছেন। কিন্তু বেআইনি মেরেছেন।

কমলেশ। না, না—

গৌসাই। **Boxing Champion** এন. গোসেন—আপনি আমাকে আইন শেখাবেন? আসুন—এইখানে বসুন। মীমাংসা করতে বে—

ব্রজলাল নাথিয়া আসিল।

ব্রজলাল। আরে, কমলেশ বে! কি ব্যাপার? অবাক হয়ে যাচ্ছি—কমলেশ এ বাড়িতে!...তারপর, তুমি তা হলে কলকাতায় এসেছ? কিন্তু এ বাড়িতে কি মনে করে?

কমলেশ। ভৈরবে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, চাঁদা চাই। যেখানে যাচ্ছি সবাই বলে—তোমাদের জমিদার কত দিয়েছে, আগে দেখাও—

ব্রজলাল। কমলেশ, প্রজাদের ক্ষেপিয়ে খাজনা বন্ধ করে দিয়েছ—জমিদার দেবে কোথেকে?

কমলেশ। ভৈরবে বাঁধ না দিলে প্রজারাই বা বাঁচবে কি করে? বাঁচলে তবে তো টাকা দেবে।

ব্রজলাল। এ সব ছাড়, কমলেশ!...এসো তো—তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে—এদের জমিদারি সম্বন্ধে, খুকুরাণীর বিয়ের সম্বন্ধে—

কমলেশ। হস্তদস্ত হয়ে যাচ্ছ কোথায়?

ব্রজলাল। মুখ-হাত-পা ধুতে। এই একটু আগে এলাম কিনা! পারে পারে বৈঠকখানা অবধি এসো না, ভাই—

কমলেশের হাত ধরিয়া কথা কহিতে কহিতে ব্রজলাল চলিল।

গৌসাই। আমাদের মীমাংসাটা? **Legal or illegal—**

কমলেশ। আসছি ফিরে এক্ষুনি—

(নেপথ্যে সবিতা। ব্রজলাল, ব্রজলাল!)

সবিতা দোস্তার বারান্দায় আসিল।

প্লাবন

গৌসাই। Good afternoon, মিস মজুমদার—

সবিতা। আপনি? মিঃ গৌসাই, আমি না আপনাকে টেলিফোনে বলেছিলাম—

গৌসাই। যে পাঁচটার সময় বেরুবেন। কিন্তু বেরুলেন না ত?

সবিতা। হ্যাঁ, এইবার বেরুব—

বাইতে উদ্ভত হইল।

গৌসাই। কিন্তু আমার যে ছটো কথা আছে।

সবিতা বারান্ডায় দাঁড়াইল।

গৌসাই। Please—please...বড্ড ছুটে এসেছি—and I promise, I shall finish within an hour—

সবিতা। ছটো কথার এক ঘণ্টা? হ' মিনিট—হ' মিনিট—বলে ফেলুন। Number one—

গৌসাই। এখানে এই রকম অবস্থার?

সবিতা। মন্দ কি—

গৌসাই। Oh, no no! Just a little cosy corner with friendly flowers and chirping of cuckoos. My angel and myself sitting together—

খিল-খিল করিয়া হাসিয়া সবিতা নিচে নামিয়া আসিল।

সবিতা। চুপ, চুপ! থামুন—আষাঢ়ের দিনে, কলকাতার শহরে কোথায় পাই কোকিলের ডাক—কুঞ্জবন—

গৌসাই। I love you, I love your eyes, I love your hair—

সবিতা। এ কথা অনেকে বলেছে—

গৌসাই। কিন্তু এমন মধুর করে বলেছে? বলুন—সত্যি বলুন—

সবিতা। (হাসিয়া) আচ্ছা হল। তারপর আর কি বলবেন?
Number two—

গৌসাই। Oh, how cruel!

সবিতা। Quick সিঃ গৌসাই। Number two—

গৌসাই। এই—আমার একটা ফোটো নিতে হবে—

সবিতা। নিলাম। ঐ ঘরে রেখে আসুন—

গৌসাই। ও ঘরে থাকবে আমার ছবি?

সবিতা। এ ঘরে ঐ দেখুন কাদের সব ছবি রয়েছে। এখানে কি আপনার ছবি থাকতে পারে?

গৌসাই। ঘরে নয়—আমার ছবি থাকবে বুকে, আপনার মনের মধ্যে—

সবিতা। বিবেচনা করা যাবে। আপাতত ঐ ঘরে টেবিলে রেখে দিয়ে চলে যান। যান—

খানিক হতভম্বের স্থায় থাকিয়া গৌসাই পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সবিতা সিঁড়ির দিকে যাইতেই বুককেসের আড়াল হইতে উৎপলের আওয়াজ শ্রবণ হইল।

উৎপল। যাবেন না—

সবিতা। উৎপলবাবু...ওখানে?

উৎপল। আপনি রাগ করছেন, মানে...মার্জনা করবেন। আমি নিরপরাধ। এই বিনয় পুষ্প-স্তবকটি—

হুলের তোড়া আগাইয়া ধরিল।

সবিতা। নিলাম—

পাবন

উৎপল। মানে...মার্জনা করবেন, ঐ কোমল হাতের পরশ পাবার
জন্ত লাল পাপড়িগুলো লালান্নিত হয়ে উঠেছে—

সবিতা। আচ্ছা, হাতে করেই নিচ্ছি। হল ত ?

উৎপল। আর একটা কথা—মানে...মার্জনা করবেন, বাবা
এসেছেন।

সবিতা। বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে ?

উৎপল। সম্ভবত। তবে মেয়ের চেয়ে, মেয়ের বাবা যে দশ
হাজার টাকা দিচ্ছেন—সেইটে বড় গলায় বলাবলি করছেন। কাজেই,
মানে...মার্জনা করবেন—

সবিতা। বলুন—

উৎপল। আপনাকে মন স্থির করতে হবে, সবিতা দেবী। আজই—
Now or never—

সবিতা। তা হলে Toss করে দেখতে হবে। পাশের ঘরে ফুলগুলো
রেখে আসুন। বান—

কমলেশ আসিল।

কমলেশ। নমস্কার !

সবিতা। ওঃ আপনি! সেদিন আপনার সঙ্গে...লেকে আলাপ
হল—না ? কি এনেছেন—বের করুন। (উৎপলের প্রতি) বান—

উৎপল প্রস্থান করিল।

কমলেশ। কিছু আনিনি—উণ্টে চাইতে এসেছি।

সবিতা। নতুন কথা ! বসুন আপনি। (হাসিয়া) এখানে ঐ...
ঝাঁক সব এখানে আসেন, কেউ খালি হাতে আসেন না।

কমলেশ। তা জানি। জমিদারের কাছে খালি হাতে আসা যায় না। নজর আনতে হয়। বিচার বিক্রি হয় এসব জায়গায়।

সবিতা। কি চান আপনি ?

কমলেশ। আমি এসেছি আপনার রূপগঞ্জ মহালের হাজার হাজার সর্বস্বস্বত্ব থেকে। বস্তার জলে সর্বস্ব হারিয়ে তারা বিপন্ন। তাই—

সবিতা। দেখুন, সাহায্য আমি সাধ্যমতো করব, যদিও জমিদার নই—

কমলেশ। আপনি ত সবিতা দেবী ?

সবিতা। হ্যাঁ। এবং কাগজপত্রে জমিদারি আমার নামেই আছে। তবু আমি কেউ নই। মা আর ব্রজনা—তঁারা যদি মনে করেন দেওয়া উচিত, দেবেন—যদি মনে করেন দেওয়া উচিত নয়—

কমলেশ। উচিত নয় ? জানেন, এ প্রজাদের পাওনা। তিন পুরুষ তারা খাজনা জুগিয়ে এসেছে—আর এখন বলেন, সাহায্য করা উচিত নয় ?

সবিতা। আপনি যোগে যাচ্ছেন—সে কথা আমি বলিনি। উচিত বা অযুক্ত—সে তাঁদের বিবেচনা, আপনি তাঁদের জানাবেন। আমি শেখরনাথের মেয়ে—তঁাকে সবাই বলত প্রজাবন্ধু। তাঁরই মেয়ে হিসাবে টাকা দেব। কিন্তু একটা চুক্তিতে—

কমলেশ। বলুন—

সবিতা। কমলেশ বলে যে লোকটা রূপগঞ্জে মাভবরি করে বেড়াচ্ছে, তাকে দূর করে দেবেন—মহালের ত্রিসীমানায় সে থাকতে পাবে না—

কমলেশ। কমলেশের পরে এত রাগ কেন ?

‘প্লাবন

সবিতা । তাকে চেনেন ?

কমলেশ । চিনি বই কি—

সবিতা । কেমন লোক ?

কমলেশ । বলা মুশকিল । ধরুন, এই বাঁধের উদ্বোধন-আয়োজন—

সবই তার—

সবিতা । সব বাজে—খাপ্পাবাজি !

কমলেশ । আপনার সঙ্গে জানা-শোনা আছে বুঝি ! তাকে দেখেছেন ?

সবিতা । দেখেছি, খুব ছোটবেলা । আর দেখতে চাই না ।

কমলেশ । কেন ?

সবিতা । সে অকৃতজ্ঞ । বাবা তাকে ছেলের মতো দেখতেন, কত আশা ছিল তাঁর ! কমলেশকে তাড়াতে হবে । রাজি আছেন কিনা বলুন ।

কমলেশ । আছি । তবে কথা হচ্ছে, সে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেবে, প্রতিশ্রুতি নিয়েছে । জানেনই ত, টাকার বড় দরকার—

সবিতা । সে টাকা আমি তুলে দেব—যেমন করে পারি ।

কমলেশ । তা হলে কমলেশও ওদেশে থাকবে না—আমি তার ভার নিলাম ।

উৎপল ও গোসাই কলহ করিতে করিতে প্রবেশ করিল ।

সবিতা । আঃ—থামুন, থামুন—কি কচ্ছেন আপনারা ? উৎপল বাবু, আপনি আমাকে খুঁউ-ব ভালবাসেন—না ?

ধানিক চোখ বুজিয়া উৎপল এই দৌতাগ্য উপভোগ করিল, তারপর গদগদ কণ্ঠে বলিল ।

উৎপল। হাঁ। না—না, আপনি—মানে...মার্জনা করবেন,
আমি নিরপরাধ—

সবিতা। আচ্ছা, ভালবাসেন যদি—

উৎপল। বলুন—

সবিতা। আপনার বাবার কথা রেখে চট করে বিয়েটা করে ফেলুন।

উৎপল। একি নির্ভুর আদেশ—মানে...মার্জনা করুন—

সবিতা। তবু শুনতে হবে, যেহেতু আপনি আমাকে ভালবাসেন।
তারপর আপনার যৌতুকের দশ হাজার থেকে হাজার পাঁচেক আমাকে
দিয়ে দেবেন। পারবেন না?

উৎপল। দেখুন, মানে...আমায় মার্জনা করবেন, বাবার হাত থেকে
টাকা বের করতে হবে কিনা! সেখান থেকে এক ফোঁটা জল গলে না—
তার আবার চকচকে টাকা! মাঝে থেকে বিয়ে করে মরতে হবে আমায়।
মার্জনা করবেন।

সবিতা। আমি কথা দিয়েছি, এঁকে পাঁচ হাজার টাকা দেবই।
আপনারা বন্ধু-বান্ধব আছেন—

গৌসাই। I propose something novel. আমরা একটা
Fancy Fair-এর আয়োজন করি।

সবিতা। Fancy Fair?

উৎপল। আনন্দ-মেলা!

গৌসাই। সবিতা দেবীর ছবিতে ছবিতে শহর ছেয়ে ফেলব।

উৎপল। আমি ক্লারিওনেট বাজাব—

গৌসাই। আমি Costume design করব—

উৎপল। আমি Dance compose করব—

প্ৰাৰম্ভ

গৌসাই। আমি Publicity কৰব।

উৎপল। আমি Lighting arrangement কৰব—

গৌসাই। Fancy Fair !

উৎপল। আনন্দ-মেলা !

গৌসাই। Merry-go-round—

উৎপল। Joy-wheel—

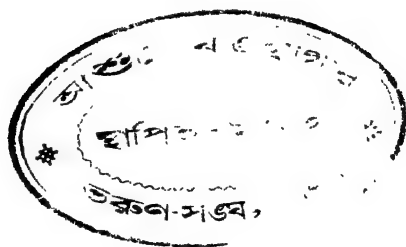
গৌসাই। Lucky bag—Lucky bag—

হ'জনে। (প্রায় এক সঙ্গেই) Hurrah for Fancy Fair-
Hurrah for আনন্দ-মেলা—

সবিতা কোড়ুক-মিশ্ৰিত বিৰক্তিতে কানে হাত ঢাপা দিল

সবিতা। টাকা উঠবে ত ?

হ'জনে। Try your luck—try your luck—



—তিন—

আনন্দ-মেলা

একটা বাড়ির প্রশস্ত অঙ্গনে আনন্দ-মেলার আয়োজন হইয়াছে। মেলার একটি মাত্র অংশ আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু বাজনা, কোলাহল, হুবেশা তরুণ-তরুণীর হাস্য-আসায় আমরা বুঝিতেছি মেলা বড় জমিয়া উঠিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া Try your luck ধনি, Merry-go-round, Joy-wheel প্রভৃতির আওয়াজ কানে আসিতেছে। অনেক রঙিন বেলুন উড়িতেছে। একদিকে চেরার পাতা ; সেখানে অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ—কতক উঠিয়া যাইতেছে, কতক নুতন আসিতেছে। উহাদের মধ্যে কিটি মিত্র, মলয়, জয়, হিরণ, যতীন ও ভূতি কয়েকজনের নাম আমরা বর্তমান দৃশ্যে পাইয়াছি। গৌসাই হইয়াছে Announcer.

গৌসাই। Ladies and gentlemen, রূপগঞ্জবাসী এই ভদ্রলোককে আমি আপনাদের কাছে Introduce করছি—

কমলেশ প্রবেশ করিল।

গৌসাই। আনন্দ-মেলার সম্পর্কে ইনিই বলবেন—

কমলেশ! সমবেত মহিলা ও ভদ্রমণ্ডলী, রূপগঞ্জের প্রাবন-পীড়িত অধিবাসীদের সাহায্যার্থে আনন্দ-মেলার আয়োজন হয়েছে। এতে যে অর্থাগম হবে, তা আমাদের বিপন্ন অঞ্চলের উপকারে লাগবে। আমি মনে করি, আপনারা শুধু আনন্দ-উপভোগের জন্য নয়—সৎকার্যের সাহায্যকল্পে এখানে এসেছেন। আমাদের আবেদনে কুমারী সবিতা দেবী ও তাঁর বন্ধুরা এই মেলার আয়োজন করেছেন। এর জন্য রূপগঞ্জবাসীদের পক্ষ থেকে আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর প্রত্যেকটি পয়সা দুর্গতের জন্য ব্যয়িত

প্লাবন

হবে। অতএব আপনারা মুক্তহস্তে সাহায্য করে অতুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করুন, এই আমার প্রার্থনা।...এইবার আপনারা অনুমতি করুন—আমরা আমাদের তালিকা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করি।

করতালিধ্বনি হইল।

গৌসাই। প্রোগ্রাম -Number one, প্লাবনের গান! উৎপল
সরকার ও মঞ্জুলা ঘোষ—

উৎপল এক মঞ্জুলা নামক একটি মেয়ে সেখানে প্রবেশ করিয়া গান ধরিল।
কোরাসের সময় ইহারা দুইজন ছাড়াও নব্বেকে গাহিতেছে।

গান

কাল ভৈরব গভীর রাত্রে দিল হানা...দিল হানা—

কালো জলে হল একাকার গ্রামখানা।

ছুই তট ছিল জল অবরোধি’—

তট ভেঙে গাঁয়ে ছুটে এল নদী—

বন-পথ-প্রান্তরে আমাদের ঘরে ঘরে

প্রাক্ষণে চলে একটানা।

(কোরাস) কাল ভৈরব গভীর রাত্রে দিল হানা—

কালো জলে হল একাকার গ্রামখানা।

গাছের মাথায় মিতালি মাছুষে সাপে—

শঙ্কিত সাপ মাছুষে জড়িয়ে কাঁপে।

শ্রেয়সী পায় না প্রিয়তমে তার বাছ মেলে...

মা কাঁদিয়া উঠে—‘ছেলে—আমার ছেলে।’

মেঘলা আকাশ ব্যাপিয়া কি এই মৃত্যু মেলিল ডানা ?

(কোরাস) কাল ভৈরব গভীর রাত্রে দিল হানা—

কালো জলে হল একাকার গ্রামখানা ।

গৌসাই। Now, ladies and gentlemen, এবার দ্বিতীয়
অঙ্কষ্ঠান । একটা ছোট্ট Barlesque—মানে, ব্যঙ্গাভিনয় । সংযুক্তার
স্বয়ম্বর ।...আসুন, আসুন - গ্রহাচার্য, হবুচন্দ্র, গবুচন্দ্র—Please take
your seats...এই সব রাজারা এলেন—আরও সব আসবেন । এদের
প্রীত্যর্থে নর্তকীর নাচ -

গ্রহাচার্য, হবুচন্দ্র, গবুচন্দ্র প্রভৃতি আসিলেন । তারপর বাজনা বাজিয়া উঠিল ।
নর্তকী নাচিয়া চলিয়া গেল ।

গ্রহাচার্য ! (হাত-বাড়ি দেখিয়া) কিন্তু শুভলগ্ন সমাগত—

মূলক্ষণা সংযুক্তা কন্যায়

সভাগৃহে এইবার আনহ সঘর ।

গৌসাই। এইবার জয়চন্দ্র আর তাঁর মেয়ে সংযুক্তা আসছেন—

(নেপথ্যে—Not ready)

গৌসাই। Not ready—eh ? Quick, quick -

পাড়াগায়ের প্রৌঢ়বয়স্ক একব্যক্তি—হলধর - তাহার তৃতীয়-পত্নের স্ত্রী রাঙা-বউকে
লইয়া প্রবেশ করিল ।

হলধর । এ কনে আলাম রাঙা-বউ ?

গৌসাই । (বাধা দিয়া) এই কোথা যাচ্ছ ?

হলধর । আঃ—ছাড়েন, ছাড়েন—সাথে মেয়েলোক আছেন—

যতীন । এই কি বাবা জয়চন্দ্র ?

দ্রাবন

অমর । What ? এই হল জয়চন্দ্র আর তার মেয়ে ?

হলধর । আঁ্যা—বলেন ঝক, মশয় ? মেয়ে হবেন কেন, আমার পরিবার...সাত পাকের ইস্তিরী । জয়চন্দ্র হল আমার দোজ পক্ষের শালা । চেনেন নাকি ?

মলয় । আঃ—কি গোলমাল করছ ? Lady দাঁড়িয়ে আছেন—বসতে দাঁও ।

হলধর । দেখেন—দেখেন মশয় একবার । লেডি দাঁড়িয়ে আছেন । কি রকম ভদ্রলোক আপনারা ?

কিটি মিত্রির আসিয়া রাঙা-বউয়ের হাত ধরিল ।

কিটি মিত্রির । আসুন, আপনাকে বসিয়ে দিচ্ছি ।

হলধর রাঙা-বউয়ের অপর হাত ধরিল ।

হলধর । নিয়ে যাও কনে ? ও আপনাকোর মতন নয়, আমার পরিবার—ও আমার পাশে বসবে ।

গোঁসাই । আঃ—Silence please—

একটানে রাঙা-বউকে কাছে লইয়া আসিল ; পাশাপাশি দুইখানা চেয়ারে দুইজনে বসিল । সকলে হাসিয়া উঠিল ।

গোঁসাই । আঃ—Silence please—

গবুচন্দ্র চেয়ারে বসিয়া গোথ মিট-মিট করিতেছিল । ইহা তাহার মুদ্রানোষ । হলধর মনে করিল, সে রাঙা-বউকে ইসারা করিতেছে ।

হলধর । ও কি হচ্ছে মশয় ?

গবুচন্দ্র । নহে, নহে—

হলধর । কি ?

গবুচন্দ্র নারী অন্নদার জাতি—

হের মোর উদর বতুল,

পরিধি ইহার হবে সওয়া তিন হাত—

হলধর কি বলতিছ মশয় ?

গবুচন্দ্র আমার পার্ট, আমি যে গবুচন্দ্র—

হলধর গবুচন্দ্র - তা আমার পরিবারের দিকে ইঙ্গারা করতিছ

কেন ?

গবুচন্দ্র । কৈ— কোথায় ইঙ্গারা করছি ?

মশয় । বুঝতে পারছেন না ? ওটা ঔর মুদ্রাদোষ ।

হলধর । হঃ মুদ্রাদোষ ! ইন্সিরীলোক দেখলে চোখের ঐ রকম
দোষ হয়ে যায় । বয়সকালে আমাগোরও হত ।

অবশেষে হলধর ঠাণ্ডা হইয়া রাঙা-বউকে পাশে বসাইল । চা দেওয়া হইতেছে ;
ঢাকা-পয়সা সংগৃহীত হইতেছে ।

হিরণ । Next প্রোগ্রাম কি ?

যতীন । Next প্রোগ্রাম—সবিতা দেবীর পল্লীনৃত্য—

মশয় । তা হলে সবিতা দেবীর নৃত্য আরম্ভ হোক—

হিরণ । কই মশায়, কোথায় সবিতা দেবীর নৃত্য ?

গৌসাই । হচ্ছে সার, ব্যস্ত হবেন না । Just a moment...

পল্লিকিশোরীর বেশে সর্বিষা ও পল্লিকিশোর বেণে তাহার নৃত্যসঙ্গী প্রবেশ করিল ।
স্বগুনৃত্য আরম্ভ হইল ।

গৌসাই । Start—

একজন বাঁদী বাজাইতেছে । লোকটির সুরবোধ আদৌ নাই । বাঁদী কেহরো
বাজিয়েছে । নাচের ভাল কাটিয়েছে । সবিতা রুপ্ত চোখে এক একবার তাহার দিকে
তাকাইতেছে । তারপর বিরক্ত হইয়া নৃত্য বন্ধ করিল ।

প্ৰাবন

সবিতা। আমি পারব না।

অমর। একি হচ্ছে, মশাই? তাল কেটে যাচ্ছে, বাঁশী বেহুরো
বাজছে—

গৌসাই। Silence please. দেখুন, যিনি বাঁশী বাজাচ্ছেন—

যতীন। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—

হিরণ। এই ত? ও সব বুঝি না মশাই, ভাল করে বাজাতে
বলুন। নইলে চেয়ার-টেবিল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।

বিবম গুণ্ণগোল গুরু হইল।

মলয়। মাত্রা বেশী হয়ে গেছে?

ব্যাপার দেখিয়া সবিতা বড় ভয় পাইয়াছে। কমলেশ ভিড়ের মধ্য হইতে আসিয়া
তাহার পাশে দাঁড়াইল।

কমলেশ। দেখুন, যাঁরা এখানে রয়েছেন, তাঁরা সকলে সুশিক্ষিত—
এবং তাঁদের মধ্যে এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মহিলা রয়েছেন। অতএব আশা করা
যায়, সকলে সংযত হয়ে মতামত প্রকাশ করবেন।

হিরণ। কি বলছেন, মশায়?

কমলেশ। বলছি, কবে আমাদের দেশে শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে
এই রকম শত্রু-সম্বন্ধ উঠে যাবে! একজন হলেন রসের পরিবেশক, আর
একজন রসপিপাসু। এঁদের মধ্যে ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্ক না থাকলে
দৃশ্য-কলা কোনদিন সম্মানের বস্তু হবে না। আজকে কোন কোন দর্শকের
মন্তব্য শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। যে ভদ্রলোক ঐ বাঁশী বাজাচ্ছিলেন,
তিনি অসুস্থ নন। আসল কথা, উনি বাঁশী বাজাতে বিশেষ জ্ঞানেন না।
যাঁর একটু রসবোধ আছে, তিনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। আর বাঁশী
হচ্ছে এ নৃত্যের প্রাণ। যাই হোক, সবিতা দেবীর সুন্দর নৃত্যের এমন

যে অপঘাত হল, এজন্য রসলিপ্সু আমরা সকলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছি।
আপনারা যদি অনুমতি করেন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।

দর্শকেরা খুব করতালি দিল। চারিদিক দিয়া সম্মতি-সূচক সাড়া আসিল—নিশ্চয়...
আচ্ছা...হাঁ...ইত্যাদি।

গৌসাই। Start—

কমলেশ বাঁশীতে ফুঁ দিল। একটুখানি বাজাইতেই সবিতার অবসাদ কাটিল, উৎসাহে
তাহার চোখ জলজল করিতে লাগিল। সে উঠিয়া চঞ্চল আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।
কমলেশও সমগ্র সত্তা দিয়া বাজাইতেছে। সবিতা তন্ময় হইয়া নাচিতেছে—এমন
নৃত্য সে কোনদিন নাচে নাই। প্রচুর হাততালি ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্য দিয়া নৃত্য শেষ
হইল। সকলে ফুল, মালা প্রভৃতি দিয়া সবিতার সম্বর্ধনা করিল।

গৌসাই। Good night! Ladies and gentlemen,
good night!

সমাপ্তি বাজনা বাজিল। দর্শকেরা চলিয়া গেল। ক্রান্ত কমলেশ একাকী দাঁড়াইয়া
আছে, এমন সময় সবিতা আবার আসিল। তাহার এক হাতে চায়ের কাপ, আর এক
হাতে ফুল।

কমলেশ। এখনো সাজ-টাজ খোলেন নি? খুব তো কষ্ট হয়েছে,
ওসব খুলে ফেলে বিশ্রাম করুন।

সবিতা। সকলের আগে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।

সে কমলেশকে ফুল দিল; চায়ের কাপটিও আগাইয়া দিল।

কমলেশ। লজ্জা আমারই সবিতাদেবী। এই যে অপমানিত হতে
বাচ্ছিলেন, সে আমাদেরই ভুলে। অথচ গ্রামের সেই হুংখী মানুষদের
কাউকে আপনি চোখে দেখেন নি।

সবিতা। অপমান থেকে বাঁচিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা সেজন্য নয়। কি

প্রাবন

অপূর্ব সুর শোনালেন আজ আপনি! এমন চমৎকার বাঁশী কার কাছে শিখলেন, বলুন তো?

কমলেশ। নিজেই। বীরভূমের এক ফাঁকা গায়ে ছিলাম এক বছর। সঙ্গী পেতাম না। তখন এক সাঁওতালের কাছ গেবে। সেইসময় এক বাঁশী—

সবিতা। সেখানে কেন? বাড়ির পরে রাগ হয়েছিল নাকি?

কমলেশ। বাড়ি...অমার আবার বাড়ি! রাগ হয়েছিল গবর্নমেন্টের—ডেটাইনড করে রেখেছিল। বালু-ভরা ন্যূনতম—তারই ধারে বসে সকাল-সন্ধ্যা বাঁশী বাজাতাম।

গোসাই ও উৎপল আসিল; গোসাইয়ের হাতে একখানা কাগজ।

গোসাই। Collection হয়েছে এক হাজার তিনশ তেইশ। খরচও তো চোদ্দশ'র কাছাকাছি দাঁড়াচ্ছে—

সবিতা! এত?

উৎপল। তা হবে না? ঐসব জিনিষপত্র ভাড়া, কনসার্ট-পাট, ট্যাক্সি, টিফিন, চাকর-বাকরের বখশিস—মানে...মার্জনা করবেন—

গোসাই। Everything is here to the last farthing.

কমলেশ। (বান্ধের হাসি হাসিল) আমি জানতাম। তা হলে টাকা পচাত্তর আমাকে দিয়ে যেতে হয়। এই জানা-জুত না হয় রেখে বাচ্ছি, কিন্তু এতে তো হবে না। আর কি করা যায় বলুন তো, সবিতাদেবী?

গোসাই ও উৎপল চলিয়া গেল।

সবিতা। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠ) তখন অপমান থেকে বাঁচিয়ে এখন অপমান করছেন? বলেছি যখন, টাকা আমি দেবই। এই দিন—
এই দিন—

প্লাবন

সবিতা রাগের বশে ক'গাছি চুড়ি খুলিয়া ফেলিল। আরও খুলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কমলেশ ব্যাকুল কণ্ঠে নিষেধ করিল। কমলেশের মুখের নিকে চাহিয়া সবিতা খামিয়া গেল।

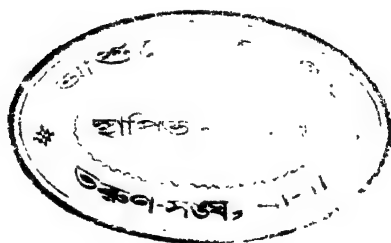
কমলেশ। না—না--না। আপনাকে মনে করে বলিনি, সবিতাদেবী। আপান আঘাত পেয়েছেন, আমি বড় ভৎখিত। আমার মাপ করুন—

সবিতা। টাকা দেব, আমি কথা দিতেছি—

কমলেশ। বেশ তো—পরে পাঠিয়ে দেবেন—

সবিতা। মাসখানেক লাগবে বোধ হয়। অসুবিধা হবে ?

কমলেশ। না, অসুবিধা আর কি—তবে কমলেশকে তাড়ানো একটা মাস পিছিয়ে গেল...তা ছাড়া আর কি !



—চার—

বিরামবাড়ি, বসিবার ঘর

সকাল বেলা। এই পনেরো বৎসরে ঘরের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। যেখানে শেখরনাথ খুন হইয়াছিলেন, সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ রচিত হইয়াছে। দেয়ালে শেখরনাথের নামে একটি প্রস্তর-কলক উৎকীর্ণ হইয়াছে। ঘরে আসবাব-পত্রের বাহুল্য নাই—বসিবার জন্য একটা নিচু তক্তাপোষ ও দু-একখানা বেঞ্চি এদিকে-সেদিকে পড়িয়া আছে। আজ ২০শে আষাঢ়, শেখরনাথের মৃত্যু-বার্ষিকী। ঘরে ধূপ দেওয়া হইয়াছে। ব্রজলাল স্মৃতিস্তম্ভের উপর ফুল দিতেছে। এমন সময় ত্রিলোচন আসিল।

ব্রজলাল। এলো না! এলো না!

ত্রিলোচন। মেলাটা এবার মাটি। খাগড়াই বাসন আসত, শান্তিপুর্বে কাপড় আসত, দেশ-বিদেশ থেকে কত কি আসত!

ব্রজলাল। প্রজারা কেউ এলো না! বেইমান—বেইমান—

ত্রিলোচন। কেউ কেউ আসবে বোধ হয়। চান-টান কবে ঘুম-টুম দিয়ে বাবুরা বহাল-তব্বিতে আসবেন আর কি! নবাব-পুত্র, কিনা!

ব্রজলাল। কি সর্বনাশ! বড় মুখ করে কলকাতা থেকে রাণীমা আর খুকুদিদিকে নিয়ে এলাম।...কারণ দেখা নাই—কমলেশ আর বল্লভের কথাই বড় হল! সেদিন বল্লভ বড় গলা করে বলে গেছিল, তাদের জেদই বজায় রইল?

ত্রিলোচন। আসবে হয়ত কেউ কেউ—

নিশায়াগী প্রবেশ করিল।

প্লাবন

ব্রজলাল। অন্ত বহর মা, সকাল থেকেই এই দিনে প্রজাদের ভিড়
লেগে যেত—

ত্রিলোচন। মেলা যা হত মা! দশ-বিশ ক্রোশ থেকে লোক
আসত।

ব্রজলাল। এবারে আসছে না—কমলেশেরা শক্রতা করছে কিনা!
আমি একবার এগিয়ে দেখি। আপনারা আরোজন সব ঠিক করুন, মা—

ত্রিলোচনকে লইয়া ব্রজলাল চলিয়া গেল। নিশারাগী অতি দ্রুপে স্মৃতিস্তম্ভের পাশে
বসিয়া পড়িল। এমন সময়ে কমলেশ আসিয়া নমস্কার করিল।

কমলেশ। নমস্কার! বড় জরুরি ব্যাপার—তাই আসতে হল।

নিশারাগী। বেশ করেছ বাবা, এসো—এসো। আমি তোমায়
ডেকে পাঠাতাম।

কমলেশ। কেন?

নিশারাগী। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব বলে। মনের মধ্যে
অভিমানের পাহাড় জমে উঠেছে, বাবা। এই স্মৃতিস্তম্ভ য়ার, তাঁর কথা
মনে পড়ে?

কমলেশ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আমি ঠুঁর ছেলে ছিলাম—আমি ঠুঁকে
বাপের মতোই দেখতাম—

নিশারাগী। আর ঠুঁরই এই বিব্রামবাড়ি কাল নীলম্বর রাগের কাছে
বিক্রি করে দিয়ে এসেছি। সে যে কত বড় দুখে—

কমলেশ। (কণ্ঠস্বর কঠোর হইল) এমন চমৎকার বাড়িখানা—বিক্রি
করলে দুঃখ তো হবেই। তা ছাড়া এটা ছিল আপনারই সম্পূর্ণ নিজস্ব ঠুঁর
নয়—মজুমদার-এস্টেটেরও নয়—

প্রাৰন

নিশাৰাণী । দুঃখ সেজন্ত নয় । আমি আর সৰ্বিতা মাতব্বর
প্রজাদের ডেকে পাঠালাম । তাদের প্রজাবন্ধুর মেয়ে এই ঘরে বসে কত
কাতর মিনতি করল, কেউ কানে নিল না । নিলামের টাকার কোন উপায়
হল না । তারা এঁকে ভুলে গেছে । তোমরা যে মানা করে দিয়েছ,
সেইটেই সব চেয়ে বড় হয়ে রইল ।

কমলেশ । মানা করিনি, মিথ্যে রটনা । বস্তার জলে বছর বছর
প্রজাদের বর-বাড়ি ভেঙে যায়, ক্ষেত-খামার লাঙল-গরু ভেসে যায় । কি
আছে তাদের ? কোথেকে দেবে ? এবার ভৈরবে বাঁধ বাঁধা হচ্ছে—দেশের
দিন ফিরছে । তখন সব হবে । আপনার কাছে তারই সাহায্য
নিতে এসেছি ।

নিশাৰাণী । চাঁদা ?

কমলেশ । কিম্বা বলব, প্রজাদের পাওনা । বিরামবাড়ির কাছারি-ঘরে
তারা চিরকাল রক্তের মতো টাকা ঢেলে গিয়েছে । এখন জীবন-মরণের
সময়ে তারা কিছু পাবে না, তা কি হয় ?

নিশাৰাণী । কেন. নীলাম্বর রায় যে বাঁধ বেঁধে দিচ্ছে ! এই লোভ
দেখিয়েই তো তাদের হাত করে ফেলেছে । আবার টাকা চাও, সে কি
পিছিয়ে পড়ল ?

কমলেশ । বাঁধের টাকা রায় মশায় দিচ্ছেন । তার উপর দুটো
Sluice gate করতে হচ্ছে এন্সট্রাক্টরের বাইরে । সে টাকা ত চাইতে
পারিনে ! তার দরুন হাজার পাঁচেক আমাকে তুলে দিতে হচ্ছে ।

নিশাৰাণী । কত উঠল ?

কমলেশ । পাঁচ হাজার পয়সাও নয় । কারো এক ফোঁটা রক্ত

থাকতে ছেড়েছেন ? আপনাদের কত দয়া !...তাই ভেবে চিন্তে বড়লোকের কাছে এলাম । ছু-চার আনা নয়, এক সঙ্গে ছু-চার হাজার—

নিশারাগী । বড়লোক নই আমরা । এককালে অবশ্য মজুমদারেরা সে কথা বলতে পারত—

কমলেশ । (বিরক্ত স্বরে) চুলোয় যাক । তর্কের সময় নেই । টাকা তো অনেকগুলো আছে, তাই দিন—

নিশারাগী । কোথায় টাকা ? এস্টেট নিলামে উঠেছে । টাকার অন্তে বাধ্য হয়ে বাড়ি বিক্রি করলাম—

কমলেশ । কাল রাতে বাড়ি-বিক্রির চার হাজার টাকা রায় মশায়ের কাছে থেকে নিয়ে এসেছেন । তার এক পরসাগু খরচ হয় নি—

নিশারাগী । সেই টাকা চাইতে এসেছ নাকি ?

কমলেশ । হ্যাঁ—অমন করে চেয়ে রইলেন যে ! সেই টাকাই ।... আজ পঞ্চমী --ভর কোটাল । নদীর জল ফেঁপে ফুলে উঠছে । এমন দিনে তো গর করার সময় নয় !

নিশারাগী । আশুক সর্বভা, আশুক ব্রজলাল, পরামর্শ করে দেখি । টাকা দেবার মালিক কি আমি ?

কমলেশ । হ্যাঁ—আপনি । ঐ টাকা কেবল আপনারই । শেখর মজুমদার বিরামবাড়ির ষোল-আনা আপনাকে লিখে দিয়ে যান । আমরা তা জানি ।

নিশারাগী । তাই যদি হয়—এর থেকে টাকা চাইবার অধিকার তোমার নেই । আমি এস্টেটের জমিদার নই—

প্রাণ

কমলেশ । কিন্তু বিরামবাড়ি নেবারই কি অধিকার আপনার ছিল ? রাগ করছেন কেন ? ফাঁকির জিনিস যদি একটা সৎকাজে লেগে যায়—সে তো ভালই ।

নিশারাগী । (উত্তেজিত স্বরে) তুমি বাড়ি বয়ে এসে অপমান করছ । বেরিয়ে যাও—

কমলেশ । টাকাটা পেলে বেরিয়ে যাব, তার আগে নয় ।...আমরা জানি, কে আপনি । জানাজানি হয়ে যাবে, তাতে কাজ নেই ।

নিশারাগী ভয় পাইয়াছে, কণ্ঠস্বরে ঝলিত ভাব প্রকাশ পাইতেছে ।

নিশারাগী । কি জান ? কি বলবে তোমরা ? কিছু তো বাকি রাখলে না । মিথ্যে অপবাদ আমি উড়াই না ।

কমলেশ । মিথ্যে কি সত্যি চিঠিতে প্রমাণ হবে ।

শেখরনাথ খুন হইবার পূর্বে যে চিঠির প্রসঙ্গ হইয়াছিল, কমলেশ সেই চিঠি বাহির করিল ।

কমলেশ । দেখুন, চিনতে পারেন ? এই চিঠি শেখরনাথ আপনাকে লিখেছিলেন । কি-সব লিখেছিলেন, নম্নে আছে তো এদিন পরে ?

নিশারাগী । কোথায় পেলে এ চিঠি ? দাও, দাও—

নিশারাগী চিঠি কাড়িয়া লইতে গেলে কমলেশ নরাইণ লটল ।

কমলেশ । উহঁ—চিঠি দান করতে আসি নি, বিক্রি করতে পারি—

কমলেশ হাসিতে লাগিল । নিশারাগী বিরক্তভাবে বসিখা পড়িল ।

নিশারাগী । টাকা আমি দেব না । চাই নে চিঠি । যা ইচ্ছে কর ।

কমলেশ । আজকে অন্তত পাঁচশ লোক বাঁধে কাজ করছে । তাদের জমায়েত করে পড়া হবে এই চিঠি । দেশস্বত্ব লোক জানবে, কেমন

করে আপনি ভালমাত্র শেখরনাথকে পাকের মধ্যে নামিয়েছিলেন—এই বিরামবাড়ি আপনি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিলেন সবিতাদেবীকে বঞ্চিত করে—

নিশারাগী। সবিতা আমার মেয়ে—তাকে বঞ্চিত করব আমি ?

কমলেশু। সত্যি মেয়ে নয়—

নিশারাগী। তার মানে ?

কমলেশ। শেখরনাথের পত্নী আপনি নন—আপনি জালিয়াতের বউ।

নিশারাগী অনতিক্ষুট চিৎকার করিগা উঠিল।

নিশারাগী। কমলেশ !

কমলেশ। আপনার আর আপনার স্বামীর নামে ওয়াবেণ্ট ঝুলছে—

নিশারাগী। কমলেশ, অত নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না। আমায় বাঁচাও, চিঠি দিয়ে দাও—

কমলেশ। দাম দিন, চার হাজার টাকা—

নিশারাগী ভাবিতে লাগিল ; তাহার অকুণ্ঠিত হইল।

নিশারাগী। এই চিঠি শেখর মজুমদারের পোর্ট-ফোলিওয় ছিল। খুন হবার সময় সেটা চুরি যায়।...তুমিই খুন করেছ তাঁকে -

কমলেশ। পনেরো বছর আগে আমার বয়স ছিল বারো—

নিশারাগী। তবে খুন করেছে ঐ নীলাধর রায়, যার পায়ের নিচে মাথা বিকিয়ে বসে আছ।...খুনীকে আমি ধরিয়ে দেব—আমি তাঁকে ফাঁসি দেওয়াব। ডাকাত—তোমরা সব ডাকাত। ব্রজলাল—ত্রিলোচন—

হলুত আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল ; বাহিরের দরজা দিয়া সে প্রবেশ করিল।

প্ৰাবন

কমলেশ। চোঁচাবেন না—খামুন। বল্লভ, বাইরে যাও। যেমন
নজর রাখছিলে, তেমনি থাকগে—

বল্লভ চলিয়া গেল।

কমলেশ। দেখুন—শেখরনাথের খুনো কে আমরা জানি না, আপনি
বিশ্বাস করুন।...ডাকাতেরা পালাবার সময় কতকগুলো জিনিষ ফেলে যায়,
আমরা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।...কিন্তু এই নিয়ে যদি আপনি গোলযোগ
করেন, সর্বনাশ সব চাইতে বেশি হবে আপনার—

নিশারাণী। হোক সর্বনাশ, আমি ভয় করি না—

কমলেশ। ভয় করেন না?

নিশারাণী। না।

কমলেশ। তবে শুনুন। শেখরনাথের নিজের হাতের লেখা।
এইটুকু পড়লেই চলবে—

চিঠি পড়িতে লাগিল।

.....তুমি ধরা দিলে না। লোকে জানে তুমি আমার বিবাহিতা
স্ত্রী, কিন্তু তাহা তো হইয়া উঠিল না। প্রজ্ঞাপন শেখরনাথের রাণী না
হইয়া তুমি ভালিয়াত রাবব ঘোষেরই স্ত্রী রহিয়া গেল।... ..

আর দরকার নেই—কি বলেন?

নিশারাণী বসিয়া পড়িল।

কমলেশ। অল্প সব ছেড়ে দিন। কিন্তু সবিতাদেবী যখন এই
কথাগুলো শুনবেন—

নিশারাণী। কমলেশ, কমলেশ, ভেবে দেখ—যিনি তোমাকে
ছেলের মতো ভালবাসতেন, তাঁহারই মেয়েকে এমন করে ভাসিয়ে
দিতে পারবে?

প্ৰাৰন

কমলেশ। দরকার হলে পারব। হাজার হাজার দুঃখার ঘর ভেসে যাবে— তাঁদের বাঁচাতে একটা মেয়েকে, ভাসিয়ে দিতে পারব না ?... কিন্তু তার দরকার হবে না—

নিশারাগী। দরকার হবে না ? নিলাম ঠেকাবার টাকা তুমি নিয়ে যাচ্ছ। এস্টেট নিলাম হয়ে যাবে—

কমলেশ। এস্টেট বাঁচাবার চেষ্টা উপায় আছে। আমি জানি, সবিতাদেবীর বিস্তার গয়না আছে। কলকাতায় সেদিন খুলে দিচ্ছিলেন... আমি নিই নি—

নিশারাগী। তা হলে... টাকা তোমার চাই-ই—

কমলেশ। হ্যাঁ, চাই—

নিশারাগী। এরকম করতে বিবেকে বাধা নেই না—

কমলেশ। না, বিবেক আমার নেই।... যান, নিয়ে আসুন—

নিশারাগী। আনছি—

নিশারাগী অভিব্যক্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

কমলেশ। যান, টাকা নিয়ে আসুন—

নিশারাগী পর্দা সরাইয়া ভিতরে গেল। খায় সঙ্গে সঙ্গেই বাহির-দরজা দিধা বলভ প্রবেশ করিল।

কমলেশ। তুমি আবার ?

বলভ। খুকুরাগী !

বলভ চলিয়া গেল। সবিতা প্রবেশ করিল। সে আশ্চর্য। কমলেশকে দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সবিতা। Good Heavens—আপনি ? আমার মাপ করবেন—

কমলেশ। কেন ?

প্লাবন

সবিতা । আমরা ক'দিন এসেছি, এসেই আপনার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল । সেদিন গোলমালে আপনার ঠিকানা নেওয়া হয় নি —

কমলেশ । হাঁপিয়ে পড়েছেন যে ! কোথায় গিয়েছিলেন ?

সবিতা । ঘুরে ঘুরে গ্রাম দেখলাম । চমৎকার বাঁধ বাঁধা হচ্ছে ।
...দেখুন, টাকাটার আজও জোগাড় হয়ে ওঠেনি । তবে খুব শিগগির —

কমলেশ । হ্যাঁ শিগগির, কমলেশকে তাড়ানোর দেরি হয়ে যাচ্ছে —

সবিতা । কমলেশ থাকে থাকুক—

কমলেশ । সে কি - রাগ পড়ে গেল ?

সবিতা । ঐ বাঁধ বাঁধার মতলব যদি তার মাথা থেকে বেরিয়ে থাকে, তা হলে তাকে তো শ্রদ্ধাই করা উচিত

কমলেশ । বলেন কি ?

সবিতা । সে আমার বাবার স্মেতের অমর্যাদা করেছে । তবু...
এই সব দেখে তাকে ক্ষমা করা যায় । কিন্তু জানোয়ার নীলাশ্বরের মোসাহেবি করে, এটা অসহ্য ।

কমলেশ সশব্দে হাসিয়া উঠিল ।

সবিতা । হাসছেন যে !

কমলেশ । ভাল মনিব—মানে, আপনার মতো মনিব যদি সে পায়, তাহলে না হয় তাকে নীলাশ্বরের চাকরি ছাড়তে অনুরোধ করি ।

সবিতা । আমি ? আমি তাকে ঘৃণা করি—

দু'পা গিয়াই ফিরিয়া আসিল ।

সবিতা । কিন্তু আপনি বসুন । যাবেন না যেন, আপনার জন্ত আমি চা নিয়ে আসছি ।

সবিতা বাইতেছিল, পিছন হইতে কমলেশ তাহাকে ডাকিল ।

কমলেশ । মাপ করবেন, আজ আর সময় নেই—

সবিতা । (মুখ ফিরাইয়া) আচ্ছা, আধ ঘণ্টা ? তা-ও নয় ?
 পনেরো মিনিট ? পনেরো মিনিট । নিশ্চয় ! নিশ্চয়—

হাসিতে হাসিতে সবিতা ভিতরে ঢুকিল । কমলেশ এদিকে-ওদিকে তাকাইয়া
 গরুর দেয়ালে উৎকর্ষ স্বত্ব-কলকে পড়িতে লাগিল—“ বিপ্লবের সহায়, পরম ধার্মিক
 রাজাশঙ্কু শেখরনাথ • মজুমদার—জন্ম ৯ই শ্রাবণ ১৩০৫ সাল—মৃত্যু ২২শে আষাঢ়
 ১৩৩৩ সাল । ”

একটু পরে নিশারাণী প্রবেশ করিল ।

নিশারাণী । নাও টাকা—

কমলেশ নোটগুলি দেখিয়া লইল, তারপর হাসিয়া চিঠিখানা স্মৃতিস্তম্ভের উপর রাখিয়া
 চক্ৰপোষে বাঁসিয়া পড়িল । নিশারাণী চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িল ।

কমলেশ । ঐ চিঠি, তাকেই দিলাম—

নিশারাণী । যাও — বসলে যে !

কমলেশ । সবিতাদেবী বসতে বলে গেছেন ।

নিশারাণী । দেখা হবে না ।...আর তোমায় ভয় করি না । চলে
 যাও ।...শোন একটা কথা, সবিতা গয়না খুলে দিচ্ছিল—তুমি নিলে
 না কেন ?

কমলেশ । নিতে পারলাম না, হাত কাঁপতে লাগল । সেক্টিমেন্টের
 বালাই একেবারে নিঃশেষ হয়নি, দেখলাম । সবিতাদেবীর গায়ের গয়না
 নষ্ট করতে প্রাণে লাগল ।

নিশারাণী । হুঁ... বুঝেছি । তুমি যাও—

কমলেশ । কিন্তু সবিতাদেবী যে—

প্রাণ

নিশারাগী। না, তুমি জোচ্চোর—খুনী-ডাকাতের বোপাহেব।
তোমার সঙ্গে মজুমদার-বাড়ির মেয়ে মিশতে পারে না; যাও—

কমলেশ। চার হাজার টাকার শোক! আঘাত বড় কম নয়,
বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার অনিন্দ হচ্ছে রাণী-মা! শেখরনাথ মোহের
বশে যে অকাজ করেছিলেন, এতদিনে তার একটা সদগতি হল! নমস্কার!

কমলেশ বাটতেছিল, এমন সময় ব্রজলাল প্রবেশ করল।

কমলেশ। নমস্কার, ব্রজলাল!

কমলেশ চলিয়া গেল।

ব্রজলাল। কমলেশ কেন এসেছিল মা? কি বলছিল?

নিশারাগী। ব্রজলাল, তোমার মনিকে কে খুন করে হল, জানো?

ব্রজলাল। কে?

নিশারাগী। নীলাধর রায়—

ব্রজলাল। (চমকাইয়া) আঁ!

নিশারাগী। হ্যাঁ—কমলেশের কণাবর্তায় তাই বুঝলান।

ব্রজলাল। কমলেশ' বলে গেল?

নিশারাগী। আর বাড়ি-বাড়ির চার হাজার টাকা চুরি হয়ে গেছে—

ব্রজলাল। সর্বনাশ!

নিশারাগী। ঐ কমলেশ তার ভেতর আছে।

ব্রজলাল বাহিরের দিকে তাকাইয়া ডাকিল।

ব্রজলাল। কমলেশ! কমলেশ!

এই সময় সবিতা চালাইয়া আসিল।

সবিতা। কমলেশ?

নিশারাগী। (জুঁকি ধরে) হ্যাঁ—কমলেশ। তার সঙ্গে তোমার

হবে না। চা নিয়ে এসেছ! হাতের চুড়ি খুলে দিচ্ছিলে! তোমার বাপের এত বড় শত্রু—

সবিতা। মা, তুমি চুপ কর—

নিশারাণী। সবিতা, এই বনলেশ তোমার বাপের স্নেহের অমর্যাদা করেছে—তার সঙ্গে তুমি মিশতে পারবে না।

সবিতা কি বলিতে গেল। ওষ্ঠ ধরধর করিমা কাঁপিল। কিন্তু শব্দ বাহির হইল না।

নিশারাণী। কি! উত্তর দাও :... ব্রজলাল, দেখ, দেখ—যে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে খাজনা বন্ধ করে এস্টেট নিলামে তুলে আমাদের পথে বসাতে চায়, সেই নিমকহারামকে অভিযর্থনা করতে চা নিয়ে এসেছে—

সবিতা। চুপ কর, মা। তোমার পায়ে পড়ি, চুপ কর তুমি—

রাগে ও অভিমানে সবিতা চায়ের কাপ ছুড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল। ব্রজলাল ও নিশারাণী স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

বিরাম

—পাঁচ—

ভৈরবনদের ধারে রাস্তা

ভৈরবনদের উঁচু পাড়ের উপর গিয়া পথ। বিকাল বেলা। দূরে অনেক লোক কোদালি দিয়া বাঁধ বাঁধিতেছে, তাহার খানিকটা নজরে আসে। ফুল মালা শব্দ প্রকৃতি লইয়া একপাশে কৃষক-শ্রেণীর কতকগুলি নরনারী মাথা নিচু করিয়া বসিয়া আছে। বলন্ত মুহু মুহু হাসিতেছে। ব্রজলাল অনুনয়ের ভঙ্গিতে কৃষকদের বলিতেছে।

ব্রজলাল। কেউ ঘাি না? রাজাবাবুর মৃত্যুদিন আজ—প্রজাদের ভালোর জন্ত তিনি চিরদিন খেটে গেছেন। আর, আর কোন প্রজা ঘাবে না—ভালবেসে কেউ একটি ফুল দেবে না?

বলন্ত। ফুল দিলে তো পড়বে পাথরের মেজের, মালা ঝুলিয়ে দিতে হবে চুণের দেয়ালের উপর! মহেশ মোড়ল, সনাতন, মালস্মীরা সব, ভালবেসে ফুল দিতে হয় তো দাঁও গিয়ে ঐ সব লোকদের, যাদের কোদাল একটা অঞ্চল বাঁচিয়ে দিচ্ছে। ফুলের মালা দাঁও নীলাঘর রায়কে, যিনি ভৈরবের জলে জলের মতো টাকা ঢালছেন।...কেউ এমন পারে?

ব্রজলাল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার নয়, চুরি-ডাকাতির টাকা—এ এমন সবাই পারে।

বলন্ত। রায় মশায়, রায় মশায় যে!

নীলাঘর রায় আসিল। ক্লান্ত ভয়াবহ চেহারা। হৃদয় জীবনের ছাপ যেন মুখের উপর আঁকিয়া গিয়াছে। গায়ে একটা আধ-ময়লা কামিজ, বেশ-বাহুল্য নাই। কথাবার্তা, চাল-চলন, হাসি প্রভৃতির ধরণে এ লোককে মানুষ না বলিয়া পশু বলিতে ইচ্ছা হয়। নীলাঘর একবার বলন্তের দিকে চাহিয়া তারপর ব্রজলালের আপাদ-মস্তক বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বলন্ত মাথা নত করিয়া নমস্কার করিল।

নীলাশ্বর। তুমি যে বড় মাথা নিচু করলে না ! এ কে বলভ ?

বলভ। ব্রজলাল—

নীলাশ্বর। তুমিই ব্রজলাল ? নাম শোনা আছে বটে ! তারপর বলভ, কথাবার্তা হয়ে গেছে নাকি ? কত চায় ?

ব্রজলাল। রায় মশায়, আমাকে কোন চাকরি-বাকরিতে বহাল করতে চান নাকি ?

নীলাশ্বর। না। চাচ্ছি, পায়ের গোড়ায় তোমার ঐ পাকাচুলো মাথাটা নিচু করতে। বিরামবাড়ি কিনলাম—এরা বলছে, সেখানে থাকতে হবে। কিন্তু সবাই দেনাক দেপিয়ে মাথা উঁচু করে বেড়াবে, এ তো সহিতে পারব না।

ব্রজলাল। একটা মাথাও উঁচু থাকবে না—এই আপনি চান ?

নীলাশ্বর। না, একটা মাথাও উঁচু থাকবে না। তোমার না—তোমার মনিবদেরও না।

ব্রজলাল। তবে এ অঞ্চলে আপনার থাকা হবে না, রায় মশায়—

ব্রজলাল বিরক্তভাবে চলিয়া গেল। তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া নীলাশ্বর বিকট হাসি হাসিতে লাগিল।

নীলাশ্বর। ভাল লোক—একেবারে নিরেট সাধু ব্যক্তি ! এর কথা বলছিলে, বলভ ? কি হবে এই রকম পানসা লোক দিয়ে ?...এ কি ? কি চায় এরা ? হাতে ও সব কি ?

কৃষক নরনারীর দলটি তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের দেখিয়া নীলাশ্বর জরুতি করিল। মহেশ আগাইয়া আসিয়া বলভের কানে কানে কি বলিল।

বলভ। রায় মশায়, এরা বলছে বাঁধ বেঁধে আপনি এদের ধন-প্রাণ বাঁচালেন। এরা তাই—

প্লাবন

নীলাস্বর । দল বেঁধে এই রকম ঘেরাও করে দাঁড়িয়েছে ? যেতে বলে দাও—যেতে বলে দাও ।...তুমি আর কমলেশ বাঁধ বেঁধে দিতে বললে, তাই দিয়েছি । তাতে ধন-প্রাণ যদি বেঁচে থাকে, তার আমি কি করব ?

মহেশ । অনেক দূর থেকে এসেছি, হুজুর । ছ-তিন ক্রোশ পথ ভেঙে এসেছি—

বল্লভ । যাচ্ছিল মজুমদারদের ওখানে । এসে আপনার ঐ বিরাট কীর্তি দেখে মতলব ঘুরে গেছে ।

নীলাস্বর । কীর্তি তো বিরাট করা হচ্ছে ! কত টাকা গেছে, খবর রাখো ? টাকা ছিল, তাই ঢালছি । তোমরা তো বাইরে থেকে দেখছ, খুব কীর্তি করছি ! আরে, কটা কীর্তির খবর রাখো হে বাপু ? সরকার বাহাদুরের খাতা খুলে দেখো গে কত-কি করা গেছে—

মহেশ । আমরা হুজুর, আপনার কেনা-গোলাম হয়ে রইলাম । ভক্তি আর ভালবাসা বুক চিবে তো দেখানো যাবে না । শ্রীচরণে শুধু একটা গড় করে যাব, এই দরবার জানাচ্ছি । ‘না’ বললে আনাদের বড় কষ্ট হবে, হুজুর—

নীলাস্বর । কথাগুলো খুব মধুর শোনাচ্ছে হে ! তা হলে মোড়ল, আমি এই শ্রীচরণ পেতে দাঁড়ালাম—একে একে এসো । তারপর ঐ ধেন্বাঘাট দেখা যাচ্ছে—পার হয়ে সব বাড়ি চলে যাও ।...জ্যা, জ্যা—এ তো কথা ছিল না—

সকলে প্রণাম করিয়া পায়ের গোড়ার ফুল রাখিয়া যাইতে লাগিল । শেষকালে কেহ কেহ গলার মালা দিল । একটি মেয়ে শঙ্খ বাজাইল ।

কৃষকেরা একে একে চলিয়া গেল ।

নীলাস্বর । বল্লভ, ব্যাপারটি কি বল তো ? বলি, সংকীর্তি করে

প্রাবন

আমার জোলুখ খুলল নাকি ? মেয়ে-বউগুলো পর্যন্ত নির্ভয়ে মালা পরিয়ে দিয়ে চলে গেল—কেউ অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে পড়ল না—

বল্লভ । আমার প্রণাম বাকি আছে, রায় মশায় । দেখি, হাতটা দেখি একবার—

বল্লভ প্রণাম করিয়া নীলাশ্বরের হাতে একটি আংটি পরাইয়া দিল ।

নীলাশ্বর । তুমিও ছাড়বে না ? মহা হাঙ্গামা ! মালা দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে আংটি পরিয়ে একেবারে বর সাজিয়ে তুললে !...এ যে ভাল আংটি, দামি আংটি—

বল্লভ । আমার দাম লাগে নি, রায় মশায়—

নীলাশ্বর । সেটা বুঝতে পারছি । দাম দেওয়ার রেওয়াজ থাকলে কি নীলাশ্বর রাগের তাঁবেদার হতে পারতে ? ...কিন্তু বল্লভ, মারা যাই যে !

বল্লভ । কি হল ?

নীলাশ্বর । ঘাস-পাতা একগোছা গলায় পরিয়ে দিয়ে গেল, গলা কুট-কুট করছে—

বল্লভ । এ সব অভ্যেস করে নিতে হবে, রায় মশায় । এখন এইখানে যখন স্থিতি হল, দশজনে আসবে—সবাই চিনবে, জ্ঞানবে, মান-সম্মত হবে—

নীলাশ্বর । আমি পালিয়ে যাবো একদিন রাত্রিবেলা । এ সহ্য হবে না । উ-হ-হ—দূর-দূর ! জেলে গলায় কাঠের তক্তা ঝুলিয়ে দেয়, সে বেশ ভারি জিনিষ—মন্দ লাগে না ।...এ সব কি !

নীলাশ্বর মালাগুলি ছুড়িয়া ফেলিল । আংটিটাও খুলিতে বাইতেলিল, বল্লভ নিবেশ করিল ।

বল্লভ । আংটিটা থাক ।

প্লাবন

নীলাশ্বর। বেচলে কিছু আসবে? তুমি নাও। গয়না পরে মেয়েমানুষে। আমার আঙুল টন-টন করছে।

বল্লভ। রায়মশায়, ঘর যখন হয়েছে—ঘরনীও হবে। রেখে দিন, তাকে পরিয়ে দেবেন।

নীলাশ্বর। সে মতলবও হচ্ছে বুঝি! কিন্তু সে হবে না। ইচ্ছে করে এ আংটি কেউ পরবে না। এই শ্রী-মুখখানা দেখলেই যে মুহূঁ যাবে, পরবে কি করে? চলো—

বল্লভ পিছন কিরিয়া মালাগুলির অবস্থা দেখিল।

বল্লভ। আহা, কত কষ্ট করে নিয়ে এসেছিল মালাগুলো—ধুলোয় পড়ে রইল!

নীলাশ্বর। তা কি করব! মারা যাব নাকি?

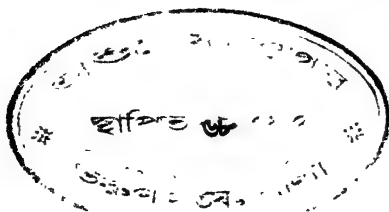
বল্লভ। ওরা এনেছিল, শেখর মজুমদারের নাম করে। শেষে আপনাকে দিয়ে গেল—

নীলাশ্বর। দিয়ে ভুল করল।...বেশ, চলো না—আমরাই বরং ওগুলো সেখানে দিয়ে আসিগে—

বল্লভ। আপনি যাবেন সেখানে? না রায় মশায়, গিয়ে কাজ নেই। মোটে লোকজন হয়নি, মেয়েমানুষেরা কাঁদাকাঁটা করছেন—

নীলাশ্বর। মেয়েমানুষের কারা! বলা কি, বিনা-খরচায় এমন তামাসা—তবে তো যেতেই হবে!...চলো—চলো—বিরামবাড়ি কিনলাম, সেটা একবার চোখে দেখে আসি—

নীলাশ্বর ও বল্লভ বাহির হইয়া গেল।



—ছন্ন—

বিরামবাড়ি, বসিবার ঘর

নীলাশ্বর ও বল্লভ ঘরে ঢুকিল। বল্লভ হাতের মালা দেয়ালে ও স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে টাঙাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। নীলাশ্বর অবাক হইয়া ঘরের উপরে নিচে চারিদিকে তাকাইতেছিল।

নীলাশ্বর। বাঃ—বাঃ দিব্যি তো! ঘরে ঢুকেই প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। এটা কি?

বল্লভ। মজুমদার মণায় এখানে খুন হয়েছিলেন।

নীলাশ্বর। স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়েছে? ...ও বল্লভ, মেঝের পা দিলে পা পিচলে যায় যে!

বল্লভ। মার্বেল পাথরের কিনা! খুব পালিশ করা—তাই—

নীলাশ্বর। এখানে থাকা যাবে না, কক্ষনো থাকা যাবে না। এমন চকচকে বাকবকে জারগায় পুতুল রাখা যায়—লোকে থাকবে কি করে?

ভিতর দিক হইতে সবিতা আসিল। সে ইহাদের চিনিত না; সে ভাবিয়াছে, মহালের ছ'জন প্রজা শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতে আসিয়াছে। তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল।

সবিতা। তোমরা ছ'জন এলে বুঝি! কেউ তো বিশেষ এলো না। প্রজারা আজ তাদের প্রজাবন্ধুকে ভুলে গেছে। তোমরা তবু মনে করে এসেছ। চলে যেও না, খেয়ে যেতে হবে। কত আয়োজন করেছিলাম, সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে।

এই সময় ব্রজলাল বাহির হইতে প্রবেশ করিল।

প্রাবন

ব্রজলাল। এখানে এসেছ, বলভ? তোমাদের চেষ্টার ফল
কতদূর—তাই দেখতে এসেছ?

সবিতা। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠ) তুমিই বলভ? যাও এখান থেকে।
আমার বাবাকে যে খুন করেছে, তুমি তার আপনার জন—তোমরা এক-
দলের শরতান।...আজকের দিনে এইখানে দাঁড়িয়ে আমার বাবার মৃত
আত্মার অসম্মান করো না। যাও, চলে যাও—

নীলাশ্বর। খুনী কে, জানতে পারা গেছে নাকি?

সবিতা। খুনী নীলাশ্বর রায়—

ব্রজলাল। আঃ—কি বলছ খুকীদিদি?

সবিতা। আর যে চুপ করে থাকতে পারছি না, ব্রজলাল! মার
কাছে শুনে অবধি বাবার রক্তাক্ত ছবি আমি নতুন করে চোখের সামনে
দেখছি। নীলাশ্বরকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার—

ব্রজলাল। চুপ কর খুকীদিদি—ইনিই যে—

সবিতা। কিছ গোপন নেই, ব্রজলাল। সবাই জানে কত বড়
পায়ণ্ড সেই নীলাশ্বর। একটা জোলো-ডাকাত, সমাজের অভিশাপ—

ব্রজলাল। আহা, ইনিই যে নীলাশ্বর রায়—

সবিতা। (অপ্রতিভ হইয়া) ইনি? Sorry—আপনাকে চিনতাম না।

নীলাশ্বর। তা বুঝেছি! চিনলে, ঐ মধুর বাক্যগুলো জিভে
আটকে থাকত, বেরুত না—

সবিতা। অন্তত ভদ্রতার খাতিরে; কিন্তু এক হিসাবে না চিনে
ভালই হয়েছে, মিঃ রায়। (বলভের দিকে চাহিয়া) স্তাবকের রচা মিষ্টিকথা
শুনে শুনে কান আপনার পচে গিয়েছে। আজ নিজের কানে শুনে গেলেন,
লোকে আপনার সম্বন্ধে মনে মনে কি ভাবে—

ব্রজলাল। আপনি রাগ করবেন না, রায় মশায়। একেবারে ছেলেমানুষ—পাগল।

নীলাধর। আরে, ছিঃ! রাগ করবার কি আছে? আমি পত্নী লিখিনি, আর মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করাও আমার অভ্যাস নয়। লোকের মনের খবরে আমার গরজটা কি? আমি শুনি মুখের কথা। আর নীলাধরের সামনে যারা আসে, বেশ ভালো করে মহলা দিয়ে কথাগুলো মিষ্টি রসে রসিয়ে নিয়ে আসে। আমি বিশ্বাস করিনি, কিন্তু খুশি হই। যারা না বলতে পারে, দরকার হলে তাদের মুখ বন্ধ করতে পারি। তুমি কি বল বলভদ্রাস, পারিনি? সেই যে রক্ষিতদের মেয়েটা...তুমি তো সঙ্গে ছিলে হে!

বলভদ্র অস্পষ্ট ভাবে কি বলিল, ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু নীলাধরর কথাবার্তায় অপর দুইজন শিহরিয়া উঠিল।

নীলাধর। ধরো—এই বিকালবেলা, দিব্যি ফুটফুটে ঘরখানা, ফুরফুরে চরের হাওয়া আসছে...কি নাম তোমার হে?

সবিতা। সবিতাদেবী—

নীলাধর। ই্যা...শোন সবিতা, যদি নৈবাৎ আমার মনে কাব্য-ভাব জেগে ওঠে যে এইখানে একুনি তোমায় প্রেরণী বলে একেবারে টপ করে বুকের উপর তুলে নেবো—হাঃ হাঃ হাঃ—তা তোমার মনের মধ্যে যতখানি আগুন জমে থাক না কেন, কিছা ঐ ব্রজনাথ যতই চোখ কটমট করুক না কেন, কিছুতে মানাবে না—কেউ ঠেকাতে পারবে না—

ব্রজলাল। কিন্তু জীবন দিতে পারব—

নীলাধর। তা হয়তো পারবে। জীবনহীন দেহ ভৈরবের চরে পড়ে থাকবে, আমাদের প্রেম-চর্চার বিশেষ ব্যাঘাত হবে না—

প্লাবন

সবিতা। আপনি কি সত্যি সত্যি অপমান করতে এসেছেন ?

নীলাশ্বর। কিছু না...কিছু না। আপাতত সে মতলব নেই।
ওসবে অকুচি হয়ে গেছে।...যাই হোক, বাড়িটা খুব পছন্দ হয়েছে, বল্লভ।
এসে বসুন পড়েছি, আর যাচ্ছিনে—এখানেই থাকব।

তত্ত্বাপোষের উপর চাপিয়া বসিয়া নীলাশ্বর পকেট হইতে বোতল বাহির করিল।
সে নিশ্চিন্ত ভাবে মদ খাইতে লাগিল।

ব্রজলাল। সে কি রায় মশায়, কমলেশের মারকত আপনি কথা
দিয়েছিলেন, আরও তিনদিন আমাদের এ বাড়িতে থাকতে দেবেন—

নীলাশ্বর। কথা দিয়েছিলাম, মুখের কথা। আদালতে হলপ
করে বলি নি, রেজেষ্ট্রি দলিল করেও দিই নি। কথা দিয়ে থাকি, এখন
আবার নতুন কথা বলছি—তিনদিন নয়, তিনবণ্টা।...আচ্ছা, সামনের
এই ঘরগুলো ছেড়ে দিয়ে তোমরা পিছনে থাকো না!

সবিতা। আপনার সঙ্গে থাকব এক বাড়িতে ?

নীলাশ্বর। ভয় হচ্ছে ?

সবিতা। না—ঘৃণা হচ্ছে। ভয় আমার নেই। জন্তু-জানোয়ারের
সঙ্গে এক বাড়িতে মানুষ থাকে না—

ব্রজলাল। (তাড়া দিয়া উঠিল) কি হচ্ছে খুকীদিদি ? ওঘরে যাও—

সবিতা গুম হইয়া একপাশে সরিয়া গেল। ব্রজলাল জমুনয়ের স্বরে বলিতে
লাগিল।

ব্রজলাল। রায় মশায়, কি হবে ? কোথায় লোকজন, কোথায় কি...
সুস্থ-আধারি রাত—

নীলাশ্বর। সেই ত ভাল হে, মহামানী শেখ রমজুমদারের মেয়ে-বউ
ঘর ছেড়ে চলে যাবে—কেউ দেখতে পাবে না।

ব্রজলাল। দয়া করুন রায় মশায়, অন্তত একটা দিন। এখন এই সন্ধ্যাবেলা...এত জিনিষ-পত্তোর নিয়ে...উপায় নেই—কোন উপায় নেই—

নীলাধর। না। দয়া করে সাধু-সজ্জনে—জানোয়ারের কি দয়া থাকে?

ব্রজলাল। ও একটা পাগল—নিতান্ত ছেলেমানুষ! ওর উপর রাগ করবেন না, রায় মশায়—

নীলাধর। ছেলেমানুষ—কিন্তু প্রাজ্ঞ প্রবীণেরা যা যা বলে থাকেন, কথাগুলো তো অবিকল তাই বলে গেল। সবাই বলে, নীলাধর রায় মানুষ নয়, নীলাধর রায় জানোয়ার—সেই কথাগুলো ঠিক ঠিক বলে গেল, একটা হের-ফের হল না। ছেলেমানুষ ভুল করে বললে তো পারত—‘নীলাধর রায়ের কেউ নেই’ ‘নীলাধর পথে পথে বেড়ায়’ ‘নীলাধরকে কেউ দেখতে পারে না’...বলতে বলতে ছেলেমানুষ ভুল করে এক ফোটা চোখের জল তো ফেঁতে পারত!...ছেলেমানুষ! পাগল!—পাগল না হাতা!

নীলাধর চুপ করিল। সকলে নিস্তব্ধ।

নীলাধর। বেশ দেব, তিনটে দিনেরই সময় দেব। তুমি সামনে এসো সবিতা—তুমিই বলবে। বেশ করুণ করে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যেমন যাত্রার দলের ছেলেগুলো বলে। বলো—‘প্রাণেশ্বর, ভালবাসি’—

ব্রজলাল। কি বলছেন, রায় মশায়?

নীলাধর। আঃ—তুমি সরে যাও, ব্রজলাল। বলো ‘ভালবাসি—ভালবাসি’—

ব্রজলাল। কখনো না—

প্লাবন

নীলাম্বর । হোক অভিনয়, তবু আমি শুনব, বলো—

ব্রজলাল । তার আগে আমি প্রাণ দেব—

সবিতা ব্রজকে ঠেলিয়া আগাইয়া আসিল ।

সবিতা । বলুন, কি শুনতে চান ?

ব্রজলাল । খুকীদিদি, খুকীদিদি -

সবিতা । বলুন—

নীলাম্বর । বলো ‘ভালবাসি’...বলো—আমি শুনবো, বলো—বলো—

সবিতা গ্রীবা উন্নত করিয়া নীলাম্বরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিল । তারপর
দৃষ্ট কণ্ঠে বলিল ।

সবিতা । আমি বলবো না—

সবিতা চলিয়া গেল ।

—সাত—

বিরামবাড়ি সংলগ্ন কুটির ও প্রাঙ্গণ

একটি খোড়োঘর ও উহার প্রশস্ত উঠান । অনেক কাল আগে পূজার সময় ইহা
নাট্যমণ্ডপ রূপে ব্যবহৃত হইত, এখন একরূপ অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়া থাকে । চারিদিকে
পাঁচিল-ঘেরা । তবু এদিকটা মালিকদের প্রয়োজন হয় না বলিয়া সর্বসাধারণে যখন তখন
এখানে আসিয়া জটলা করে । ইহার অনতিদূরেই ভৈরব ।

আজ সন্ধ্যায় জেলেদের এক ছোকরা জাল মেরামত করিতেছে, আর ভাটিয়াল হুয়ে
একটি গান গাহিতেছে । কনলেণের কি খেরাল—সে ঐ গানের হুয়ে বাঁশী বাজাইতে লাগিল ।

গান

‘ভালবাসি...ও কণ্ঠা, তোমায় আমি ভালবাসি—’

গাঙের পাড়ে গাঁয়ের ছেলে বাজায় বাঁশের বাঁশি ।

‘বালুর চরে তুমি কণ্ঠা শুকাও ভিজাচুল—

চিকন সে চুল হঠতে খসে সাদা টগর ফুল ।

ফুলের সঙ্গে খসে পড়ে চন্দ্র-মুখের হাসি—

সেই হাসি কুড়াবো বলে গাঙের কূলে আসি ।

গান শেষ করিয়া জেলে ছোকরাটি চলিয়া গেল । সবিতা একরকম ছুটিসাই সেখানে আসিল ।

সবিতা । এই যে, আপনি—

কমলেশ । বাঁশী শুনে ছুটে এলেন ?

সবিতা । হ্যাঁ । সেই সকাল থেকে খুঁজে বেড়াছি—

কমলেশ । আমি কি ফেরারি আসামী ?

সবিতা । নিশ্চয় । চা এনে দেখি, পালিয়ে গেছেন । কি জন্তে ?...বলুন, ঠিক করে বলুন—

কমলেশ । সেই ঝগড়া এতক্ষণ পরে ?

সবিতা । ঝগড়া কি একটা ? অনেক আছে ।...আচ্ছা, আগে আপনার নীলাধরকে ঠেকিয়ে আনুন তো—

কমলেশ । কি করেছে সে ?

সবিতা । বিরানবাড়ি চেপে বসেছে । বলে, আজ থেকে নাকি সেখানেই থাকবে ।

কমলেশ । তাই এমন ছোটোছুটি লাগিয়েছেন ? এই সাহস নিয়ে গ্রামের কাজ করবেন ?

প্লাবন

সবিতা । আমায় অপমান করেছে—

কমলেশ । করবেই । অপমান গায়ে নেবেন না, সবিতা:দেবী—

সবিতা । কি বলছেন আপনি ?

কমলেশ । সে জানোয়ার—এখনো মানুষ হয়নি । জানোয়ার যদি মুখ ভেঙচায়—তাকে কি অপমান করা বলে ? (হাসিয়া) কলকাতায় তো দিবি অতগুলো জানোয়ার নিয়ে বেড়াতেন ।

সবিতা । তারা ছিল নিতান্ত নিরীহ । আর এ যে অতি ভয়ানক—

কমলেশ । গোথরো সাপ ? চিনিতে পাবেন নি, সবিতাদেবী । ঐ কুলোপানা চক্কোরই আছে, বিষ নেই —

সবিতা । মানে ?

কমলেশ । নীলাধরের মতো অসহায় ঐ জগতে আর একটা নেই—

সবিতা । (একটু ভাবিয়া) হ্যাঁ, ...হ্যাঁ—আজই সেই রকম একটা কথা বলছিল । অপমানের মধ্যেও তার কথা শুনে কষ্ট হচ্ছিল ।

কমলেশ । আমাকে—মানে কমলেশের কাছে শুনেছি—তাকেও নাকি একদিন অননি বলেছিল—

সবিতা । তারও কষ্ট হল ?

কমলেশ । শিক্ষা, সংস্কার, লোক-নিন্দা—সমস্ত অগ্রাহ করে সেইদিন থেকে কমলেশ ওর সঙ্গে হয়েছে ।

সবিতা । যাকগে, কমলেশের কথার কাজ দেই । সে একটা কাপুরুষ । আপনার কথা হোক—

কমলেশ । আচ্ছা, সত্যি বলুন—কমলেশ কি করেছে আপনার ? এত রাগ কেন ?

সবিতা । সে হীন, একেবারে জঘন্য—

কমলেশ। জব্বা...মানে ?

সবিতা। তা ছাড়া কি বলি তাকে ? আমার বাবা তাকে কি চোখে দেখতেন ! আর সে নীলাধরের মোসাহেবি করে বেড়ায়।...কিন্তু আপনি ভাল লোক, চমৎকার লোক—

কমলেশ। মোসাহেব সে নয়। প্রীতি দিয়ে আত্মীয়তা করে কমলেশ জানোয়ারকে মল্লুয়াত্বের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ সে হচ্ছেও। এ খবর আর কেউ না জানলেও আমরা জানি।

সবিতা। কমলেশের ওকালতি করছেন, মোটা ফী দিয়েছে বুঝি !

কমলেশ। ফীরের জন্তু নয়। ওকালতি আমার অভ্যাস। প্রজাদের ওকালতি করতে গিয়ে একদিন আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেছি, মনে নেই ?...শুধু কমলেশ কেন, নীলাধরের হয়েও আপনার কাছে ওকালতি করছি। থাকে থাকুক একবাড়িতে...করুক না হতভাগা একটুখানি আয়েস আরাম। তাতে রাগের কি আছে ?

সবিতা। আপনি সঙ্গে থাকবেন ? তা হলে থাকতে পারি।

কমলেশ। ধরুন, যদি কমলেশ এসে থাকে—

সবিতা। হাঁ, আসছে ! সে একনম্বর একটি গাধা—

কমলেশ। কি করে জানলেন ? তাকে তো দেখেন নি।

সবিতা। দেখব কি করে ? পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। ক'দিন এসেছি—একবার সামনে আসতে সাহস হল না !

কমলেশ। এলে কি করতেন ?

সবিতা। শুনিয়ে দিতাম যে, তুমি একটি বোকারাম। রূপগঞ্জ ছেড়ে এফুনি চলে যাও—

কমলেশ। সেই পাঁচ হাজারের জোগাড় হয়েছে বুঝি ?

প্ৰাবন

সবিতা । ভাৱি একটা মানুষ ..তাকে গ্ৰামছাড়া করতে টাকা দিতে হবে ! Pooh !

কমলেশ । আচ্ছা, তাকে এত তামিছল্য কৰিহেন, কেন বলুন তো—

সবিতা । কৰব না ? একটা জোচোৱা—সে মানুষ নয়—

কমলেশ । মানুষ নয় !

সবিতা । মানুষ হলে আনোৱাৱেৰ মোসাহেবি করতে পারে ? সে ইতৰ, অভদ্র, বেইমান —

কমলেশ । বেইমান ?

সবিতা । নিশ্চয় । আমাৰ বাবাৰ অমন মেহেৰ যে অপমান কৰে তাকে কি বলব ভালো লোক ?

কমলেশ । চুপ কৰুন, চুপ কৰুন—

সবিতা । কেন, চুপ কৰব ? কেন ? কাছে এসে পৰিচয় দেবাৰ যাৰ সাহস নেই, চোৱেৰ মতো লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াই—তাকে তাড়াবাৰ জন্ত আয়োজন করতে হবে না, চোখ বাঙালেই লেজ গুটিয়ে পালাবে—

কমলেশ । (ক্ৰুদ্ধ স্বৰে) দেখুন—

ভাৱপৰ একটু সংঘত হইল ।

কমলেশ । দেখুন, সছেৰ একটা সীমা আছে ।

সবিতা । তা আপনি, অত চটহেন কেন ? আপনি তাৰ কে ?

কমলেশ । আমি ? ধৰুন—আমিই কমলেশ !

সবিতা । ধ্যেৎ—বিশ্বাস হয় না । কমলেশ হলে কি এখানে বসে বাঁগী বাজাতেন ? নীলাধৰ ৰায়েৰ পিছু পিছু বাড়ি দখল করতে যেতেন ।...এ আপনাৰ বন্ধুকে আক্ৰোশ থেকে বাঁচাবাৰ জন্ত বলছেন ।

কমলেশ । কি কৰে বোঝাই যে আমি—

সবিতা। আপনি ভদ্রলোক—আপনি ঠকিয়েছেন, বিশ্বাস করিনে—
কমলেশ। ঠকিয়েছি ?

সবিতা। নাম না বলে একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে মেলা-মেশা করা
নিশ্চয় ঠকানো। সে কাজ কমলেশ হয়তো করতে পারে - আপনি কখনো
পারবেন না।

কমলেশ। একশো বার বলছি, আমি কমলেশ। বিশ্বাস না
করেন, বয়ে গেল।... শুনে রাখুন, নিজের ইচ্ছেয় না গেলে আমাকে গ্রাম-ছাড়ি
করবার কারো ক্ষমতা নেই—

সবিতা। এত বড় জমিদার সবিতারও নেই ?

কমলেশ। না—না—না। সুরুন, আমি বাই—

সবিতা। বেশ—যান। তবে আপনার বন্ধু কমলেশকে বলে
দেবেন, আপাতত তাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে না—

কমলেশ। (হাসিয়া) সে আমি জানতাম যে আপনার পাঁচ হাজার
টাকার ষোগাড় হবে না, তাকেও গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে না—

সবিতা। যেতে হবে না, কিন্তু তা বলে সে রেহাই পাবে না—

কমলেশ। কেন ?

সবিতা। নাম না বলবার জন্তে তাকে শাস্তি নিতে হবে।

কমলেশ। শাস্তি ?

সবিতা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এই যে—বন্দী করা হল তাকে—

সবিতা কমলেশের হাত ধরিল। তাহার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। দু'জনে
পাশাপাশি বসিল।

(নেপথ্যে নীলাম্বর। এইটেই পশ্চিম সীমানা—না, বল্লভ ?)

সবিতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, কমলেশও উঠিল।

প্লাবন

সবিতা । রায় মশায় !

কমলেশ । (সবিতার হাত চাপিয়া ধরিয়া) ভয় কি ? বড় অসহায়,
বড় দুর্বল—ভয় পাবার কিছু নেই—

দেখা গেল, নীলাধর রায় ও বল্লভ আসিতেছে । সবিতা দ্রুত পাশ কাটাইয়া গেল ।
উহাদের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া গেল ।

নীলাধর । মেয়েটা কি বলছিল, কমলেশ ?

কমলেশ । না—এমন কিছু নয় । বাড়ি দখল নিয়ে খানিকটা ঝগড়া-
ঝাঁটা হইছিল । এই আর কি—

নীলাধর । ছি-ছি, কমলেশ । একটা ফুটফুটে মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া
করো ?

সলজ্জ কমলেশ চলিয়া গেল ।

নীলাধর । বল্লভ, ঝগড়া হইছিল ! কি রকম মুখের কাছে মুখ
নিয়ে ঝগড়া করছিল—দেখ ।...আমি তখন ধমকে বললাম যে ‘বলো,
ভালবাসি’—তেজ দেখিয়ে বনে গেল ‘বলব না’ । সে কথাটাই...মানুষ
বুঝে বলতে এনেছিল, বোধ হয় । কি বলো ?

বল্লভ । যেতে দিন—যেতে দিন, রায় মশায় । ও বয়সের ছেলে-
মেয়েদের কথাই আলাদা—

নীলাধর । যেতে দেব ! দেওয়া উচিত নয় । তবে কি জান,
বল্লভ—

এই সময় ত্রিলোচন—কানে পাখনার কলম গৌজা—শশব্যস্তে আসিল । সে
নীলাধরের পায়ে নত হইয়া প্রণাম করিল, আর উঠিতেই চায় না ।

নীলাধর । তুমি কে ?

ত্রিলোচন । আজ্ঞে—অধীন শ্রীত্রিলোচন ম্যানেজার, কৌলিক পদবি
পাকড়াশি । রাজ-রাজ্যেশ্বর হজুরের শ্রীচরণের দাসাহুদাস ।

নীলাধর। বিনয়টা একটু কম কোরো হে ত্রিলোচন, তাতে রাগ করব না। ম্যানেজার বললে, কাদের ম্যানেজার...কোন এস্টেটের ?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হুজুরের—

নীলাধর। কিন্তু হুজুর তো কোন খবর রাখেন না।

নীলাধর। আজ্ঞে, রাখবেন বৈ কি—নিশ্চয় রাখবেন। বাড়ি কেনা হয়েছে যখন, ম্যানেজার তো ম্যানেজার—এর ইট-কাঠ-দরজা-জানলা --উঠানের ঐ আমগাছটার অবধি খবর রাখতে হবে।

বল্লভ। মজুমদারের। এই বাড়ি করার পর থেকেই তুমি চাকরিতে আছ ?

ত্রিলোচন। ভিত বসানোর দিন থেকে—

নীলাধর। এইবার কিন্তু চাকরিটা খসল, ম্যানেজার—

ত্রিলোচন। সে কি হুজুর, ঘোড়া কিনতে বাধল না—চাবুকে আটকে যাবে ?

বল্লভ। ধরো মজুমদারদের মস্ত বড় মহাল ছিল—পোষাত। রায় মশায়ের মাত্র এই একটা বাড়ি—

ত্রিলোচন। শুধু বাড়ি কেন হবে ? এর সামিল দশ বিঘে জমি—

বল্লভ। হল তাই। তার জন্তে গোটা দুই মালি রেখে দিলেই হবে।

ত্রিলোচন। (কাঁদো-কাঁদো হইয়া) মালির কাজ আমিও জানি হুজুর। ঐ গাছপালা যা দেখছেন, সমস্ত আমার হাতের—

নীলাধর। মালির কাজও করতে হয়, ম্যানেজার ?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হ্যাঁ। আরও কত ! মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির-তাগাদা, ঘর কাঁট দেওয়া, এখানে মালিকরা এলে রান্না করা, জল তোলা—

প্রাণ

নীলাধর। ম্যানেজারের ডিউটি তো অনেক দেখছি ! মাইনে কত ?

ত্রিলোচন। তিন টাকা। তা-ও তিন বছর দেয়নি। বিষয় বেচে ফেলেছে, ও আর দেবে না। মারা গেল।...হজুর, চাকরিটা আমার না যায়—

ত্রিলোচন নীলাধরের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

নীলাধর। আচ্ছা, চাকরি তোমাকে দিলাম—

বলন্ত নীলাধরের কানে কানে কি বলিল।

নীলাধর। বলন্ত বলছে, টাকা পেলে তুমি পারো না এমন কাজ নেই।

ত্রিলোচন। (মাথা চুলকাইয়া) আজ্ঞে হজুর, বলন্ত আমায় অনেক দিন থেকে জানে কি না !

নীলাধর। টাকা আমি দিচ্ছি। এই এক মাসের মাইনে বকশিস—

নীলাধর আমার পকেট হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।
ত্রিলোচন আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে।

নীলাধর। আমি বলে দিইছি, বাড়ির অন্তত এই ঘরগুলো এফুনি আমার চাই। ইচ্ছে করে তো ওরা পিছনে আস্তাবলের দিকে গিয়ে থাকতে পারে। জিনিষপত্র সরাচ্ছে—না কি করছে ওরা—বুঝতে পারছি না। একটা ডানপিটে মেয়ে আছে, বড্ড ট্যাঙস-ট্যাঙস করে কথা বলে। আমি আর ওর মধ্যে বেতে চাইনে—

ত্রিলোচন। সে কি হজুর, তাঁবেদারেরা রয়েছে—আপনি যাবেন কেন ?

নীলাশ্বর। সেই জেঠা মেয়েটা যদি কিছু বলে ত্রিলোচন, তারই চোখের সামনে জিনিষপত্র উঠানে ছুড়ে ফেল দেবে। পারবে?

ত্রিলোচন। আলবৎ! আমার কাছে মেয়ে-পুরুষ নেই।

নীলাশ্বর। (সহাস্তে) ও পারবে, বল্লভ।

ত্রিলোচন চলি যাঁহিতেছিল, মুখ কিরাইয়া বলিল।

ত্রিলোচন। ঐ বে রাণীমা-রা আসছেন—এক্ষুনি বলি না কেন হুজুর, আপনার সামনেই—

নীলাশ্বর। ডেঁপো মেয়েটাও আসছে নাকি?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হ্যাঁ—

নীলাশ্বর। তবে তুমি বোলো--আমরা যাঁহি—

নীলাশ্বর বল্লভকে লইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। ত্রিলোচন সরিয়া গেল। নিশারাগী সবিতা ও ব্রজলাল প্রবেশ করিল।

নিশারাগী। তোমরা বল, মেয়ে দিয়ে কমলেশকে হাত করতে। অসম্ভব। মেয়েকেই তারা হাত করে নেবে। করছেও। ডাকাত নীলাশ্বর খুন করল বাপকে, জোচ্চোর কমলেশ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েকে।

ব্রজলাল। আমরা বুঝিনে, কমলেশের পরে আপনার অত আক্রোশ কেন?

নিশারাগী। খুঁকী, এদেশে আমরা আর থাকব না—

সবিতা। এদের আমার বড্ড ভাল লাগে, মা। দুর্ভাগা গরিব প্রজা—এরা আমাদের সন্তান।

নিশারাগী। প্রজা আর থাকবে না। এস্টেট নিলাম* হয়ে যাবে। আমরা চলে যাব—চিরদিনের মতো চলে যাব। মেয়ে আমার পর হতে দেব না—

প্লাবন

সবিতা । মা, মা—

মা ও মেয়ে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল । ছ'জনেরই চোখে জল ।

নিশারাগী । তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই, খুঁজী । তোকে আমি ছাড়বো না—কিছুতে না । এই চোরের দেশ, জোচোরের দেশ, খুনেদের দেশ থেকে আমরা আজই চলে যাবো—

ত্রিলোচন সামনে আসিল ।

ত্রিলোচন । আঙে, আজ না গেলেও হবে । যদি ইচ্ছা করেন, আন্তাবলে গিয়ে থাকতে পারেন—

নিশারাগী । তুমি—

ত্রিলোচন । ঠিকই চিনেছেন । দাসান্নদাস শ্রীত্রিলোচন ম্যানেজার । কৌলিক পদবি পাকড়াশি ।

নিশারাগী । এত বছর মজুমদারদের মাইনে খেয়ে এলে—

ত্রিলোচন । ইদানিং রায় মশায়ের খাচ্ছি । তাঁর হুকুম তামিল করতে এসেছি—

ব্রজলাল । হুকুমটা কি শুনি ?

ত্রিলোচন । ভিনিষপত্র সরিয়ে সমস্ত খালি করে দিতে হবে ।—
এক্ষুনি । নইলে ছুড়ে ফেলে দেবো—

ব্রজলাল । পারবে ?

ত্রিলোচন । টাকা পেলে ত্রিলোচন পারে না, এমন কাজ নেই—

নিশারাগী । টাকা পেলে তুমি সব করতে পার ?

হঠাৎ পাশের ঘর হইতে কেহনো পিয়ানো বাজিয়া উঠিল ।

প্ৰাবন

সবিতা। ঐ রে! পিন্নানোৰ ঢাকনি খুলে এসেছি বুঝি!
কুকুৰটা উঠে নাচানাচি কৰছে—

সবিতা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নিশাৰাণী। টাকা পেলে তুমি সব কৰতে পার ?

ত্ৰিলোচন। (হাতজোড় কৰিয়া) নিজের মুখে জাঁক কৰব না,
রাণীমা—

নিশাৰাণী। আমি তোমায় টাকা দেবো, অনেক টাকা দেবো—
অনেক টাকা দেবো, ত্ৰিলোচন।...শোন, এ বাড়ির কৰ্তাকে খুন কৰেছিল
নোলাদর রায়। তার সহকারী কমলেশ আর বল্লভ। কিন্তু তেমন প্রমাণ
পাওয়া বাচ্ছে না। ওদের সঙ্গে নিশ্চয় অনেক কিছু আছে—

ত্ৰিলোচন। না থাকলেও তৈরি করা যায়, রাণীমা। টাকা পেলে
ত্ৰিলোচন ম্যানেজার আকবর বাদশার আমলেরও দলিল বানাতে পারে।
তবে অশীৰ্বান্ধটা চাই। মানে—

ব্ৰজলাল। টাকা ?

ত্ৰিলোচন হাসিয়া ষাড় নাড়িল।

নিশাৰাণী। টাকা যত চাও, আমি দেবো। এসো—

সকলে চলিয়া গেল।

বিরামবাড়ি, শয়ন-কক্ষ

বিরামবাড়ির ভিতরের দিককার একটি শয়ন-কক্ষ। এক পাশে পিয়ানো, আর একপাশে গদি-দেওয়া স্প্রিংয়ের খাট। নীলাধর টুলের ধারে দাঁড়াইয়া বিক্সী বেতলা হয়ে মহানন্দে পিয়ানো বাজাইতেছে। আলো লইয়া সবিতা অগ্নিস্মৃতিতে ঘরে ঢুকিল।

সবিতা। আমার পিয়ানোয় হাত দিয়েছে কোন উল্লুক শুনি ?
কে ?

নীলাধরকে দেখিয়া সবিতা একটু অপ্রভিত হইল। আলো তুলিয়া ধরিয়া চারিদিক দেখিল।

সবিতা। আপনি ? ঘরের জিনিষপত্র হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করেছেন...
এ কি অত্যাচার !

নীলাধর। উহ—অত্যাচার হবে কেন ? বাজাচ্ছি।... ভাল না লাগে, তুমি বাজাও—

পিয়ানো ছাড়িয়া নীলাধর দরজা আটকাইয়া দাঁড়াইল ; বজ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল।

নীলাধর। বাজাও—

সবিতা গ্রাহ করিল না, জিনিষপত্র গোছাইতে লাগিল।

সবিতা। বাজাবো না... পথ দিন, বেরিয়ে যাচ্ছি।

নীলাধর হাসিতে লাগিল।

সবিতা। হাসছেন ? আপনার মতলব কি ?

নীলাধর। মতলব ভালোই। আমি মত পরিবর্তন করেছি সবিতা—

সবিতা। মানে ?

নীলাশ্বর । ভেবে দেখলাম, এই আঁধার রাত্রে বর্ষা-বাদলার মাঝখানে বাড়ি থেকে পথে বের করে দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কাজ হবে । তার চেয়ে বসে বসে ছোটো মিষ্টি গানই শোনা যাক—

সবিতা । হিংস্র জন্তুর সামনে গান হয় না—

নীলাশ্বর । ভয় হয় ?

সবিতা । না, ঘৃণা হয় । একশোবার বলছি, আমি ভয় করিনে ।
...সরে যান—এখনই বাড়ি ছেড়ে বাচ্ছি । আমাদের পথই ভালো—

নীলাশ্বর । বেশতো—না হয় হুঁদুও পরেই যেও । কমলেশ আঁসুক
...একটা আলো-টালো ধরে এগিয়ে দিয়ে আসবে । আর এই ফাঁকে—কি বললে ওর নাম ? পিয়ানো—ঐ পিয়ানোর একটা সুর দাও তো শুনি ।
ঠাট্টা করছি না । বড্ড খাসা বাজনা, আমি কোনদিন শুনি নি—

নীলাশ্বর দরজা বন্ধ করিয়া দিল ।

সবিতা । আপনার উদ্দেশ্য কি রায় মশায় ? ভেবেছেন আমি একলা—অসহায় ? ঐ ওদিকে ব্রজ-দা আরও আট-দশজন রয়েছে, চিংকার করলে ছুটে আসবে—

নীলাশ্বর দরজা ঠেঁশ দিয়া নিশ্চিন্তভাবে বিড়ি ধরাইল, একবার ভীষণ দৃষ্টিতে চাহিল ।

নীলাশ্বর । একটা গান গাও তো মাণিক—

সবিতা । আপনি জানোয়ার । জানোয়ারকে গান শোনানো যায় না, জানোয়ারকে—

এদিক-ওদিক চাহিয়া সবিতা দেখিল, দেয়ালে সাবেক আমলের একটা চাবুক ঝোলানো আছে । সে উহা টানিয়া লইল ।

সবিতা । জানোয়ারকে চাবুক মারতে হয়—

নীলাশ্বর । উহু, ...আমিও একলা নই । এই দেখছ ?

কাপড়ের নিচে হইতে রক্তলবার বাহির করিল ।

প্লাবন

সবিতা। রিভলভার ?

নীলাশ্বর। ভালবাসা আদায়ের যন্ত্র। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক—
এই দিয়ে আমি ভালবাসা আদায় করি।

সবিতা নিমন্ত্ৰ।

নীলাশ্বর। হুঁ—তখন যে বড্ড তেজ করে চলে গিয়েছিলে ?
এখন ? বলো ‘ভালবাসি’—বলো—

সবিতা। ভালবাসা পাওয়া অত সহজ নয়—

নীলাশ্বর। তা জানি গো রূপসী মেয়ে, সহজ নয়। বিশেষ, এই
কন্দর্পকান্তি শ্রীনীলাশ্বরের পক্ষে। কিন্তু ভালবাসা আমার চাইই ! আর
তা আদায় করবার জন্ত রয়েছেন, এই ইনি—

রিভলভার সামনে ধরিল।

সবিতা। রিভলভার দেখিয়ে ভালবাসা হয় না—

নীলাশ্বর। না, হয় না—তুমি জান ! এতদিন ধরে হয়ে আসছে—
আজও তাই হবে।

সবিতা। বেশ হোক। করুন না ভালবাসা আদায়—করুন—
করুন—

সবিতা আগাইয়া একেবারে নীলাশ্বরের গাছের উপর আসিল। তবাক-বিশ্ময়ে
নীলাশ্বর পিছাইল।

নীলাশ্বর। একটুও ভয় হচ্ছে না তোমার ?

সবিতা। না।

নীলাশ্বর। কিন্তু আমার যে সকলে ভয় করে !

সবিতা। বনের ভালুককেও সকলে ভয় করে। কিন্তু তাকেই
আবার নাকে দড়ি দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সার্কাসে

দেখেন নি—একটা লোক মাত্র একটা চাবুক দেখিয়ে বাঘ-সিংহকে কুকুরের মতো নিয়ে বেড়ায় ?

নীলাশ্বর। বটে ! তুমি দেখছি হে বড় ডেঁপো ! এখনো আমার চিনতে পারোনি—

সবিতা। খুব পেরেছি, একটা কথায়—

নীলাশ্বর। কি চিনেছ হে বচনবাগীশ, বলো—বলো—

সবিতা। ভালবাসার শখ আছে, ভালবাসা চাই, ভালবাসার কাঙাল ! আর সে ভালবাসা আদায় করতে চান রিভলভার দেখিয়ে ?

নীলাশ্বর। হুঁ—হুঁ—

সবিতা। রিভলভার দেখিয়ে যে ভালবাসা আদায় করে, সে অতি অভাগা, অতি দুর্বল ! তাকে দেখে ভয় হয় না—দয়া হয়।

নীলাশ্বর। দয়া হয় ?

সবিতা। হাঁ—আপনার ভয় দেখানোর ভিতর কান্না ফুটে উঠে।

আপনি অসহায়—

নীলাশ্বর। আরে, যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছে মেয়েটা ! একটুও পরোয়া করে না। নাঃ, জীবনে ধিক্কার এসে যাচ্ছে—

সবিতা। কখনও ভালবাসা দেখেছেন ?

নীলাশ্বর। না—যাট বছর বয়সে হল, আমি ভালবাসা দেখব কেন ? দেখেছে তুমি—কালকের একফোঁটা মেয়ে !

সবিতা। ভালবাসার গান শুনেছেন ?

নীলাশ্বর। হুঁ—হুঁ—কতো ! এই রিভলভার দেখিয়ে—

সবিতা। রিভলভার না দেখিয়ে ?

নীলাশ্বর। সে হবে কি করে ? কার বয়ে গেছে, কে আসছে
নীলাশ্বর রায়কে গান শোনাতে ?

প্লাবন

সবিতা। বহুদূর দিকি—

নীলাশ্বর। কেন ?

সবিতা। ভালবাসার গান শোনাব।

নীলাশ্বর। আরে ফাজিল মেয়ে, তুমি আমার ঠাট্টা করছ ?

সবিতা। বহুদূর—

নীলাশ্বর। না, বসব না—আমার ইচ্ছে হয় নি বসবার।...তুমি আমার গান শোনাবে ইচ্ছে করে ? ভয় পেয়ে নয় ? আমি বিশ্বাস করিনে। তুমি নিশ্চয় ভয় পেয়েছ।

সবিতা। (হাসিয়া) হাঁ—ভয় পেয়েছি। খুব ভয় পেয়েছি।
বহুদূর—

নীলাশ্বর বিছানার দিকে চাহিল। একবার সবিতার দিকে চাহিল, তারপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল

নীলাশ্বর। বসব ? তা বসতে পারি—না হয়, বসলামই !...আরে—বাঃ—বিছানা এত নরম ! যেন গিলে খাচ্ছে, খাসা গদি তো !

সবিতা। (রাগের ভান করিয়া) কিনলেই তো পারেন। আপনার এত টাকা—

নীলাশ্বর। কিনলেই বুঝি সব হল ! কিনতে তো পারি, কিন্তু গদি পেতে দেবার লোক পাই কোথা ? আপন ইচ্ছায় ঝেড়ে-ঝুড়ে গদি পেতে দেবে—যখন শোব, মাণায় একটু হাত বুগিয়ে দেবে—আর যখন চিরকালের মতো ঘুমোব, সেদিন অন্তত একফোঁটা চোখের জল ফেলবে ! এমন লোক কি কিনতে পাওয়া যায় ?

সবিতা। আপনার বুঝি—কেউ কোথাও নেই, রায় মশায় ?

নীলাশ্বর। (হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া) ছিল—ছিল, সব ছিল,

এককালে আমার সব ছিল। আজ মনে হয়, সে স্বপ্ন। আজ আমি মরে ভূত হয়ে বেড়াচ্ছি। লোকে দেখে নীলাধর ভয়ঙ্কর, নীলাধর সর্বনাশা, নীলাধর টাকার পাহাড়...আর গভীর রাত্রে তোমরা সকলে যখন ঘুমিয়ে থাক—সেই ভূতটা না ঘুমিয়ে অবিরাম পাগলি করে বেড়ায়। ভাবে, পায়ের নিচে একটুকু মাটি যদি পেতাম—অতি-জীর্ণ একটা ঘরের মধ্যে কেউ ডেকে নিয়ে ছোটো কথা বলত!...যাক, যাক, যাকগে সে কথা! তোমরা সুখী লোক—ওসব বুঝবে না।...মদের নেশায় কত কি বলে ফেললাম! তুমি যাও—আমি শোব।

নীলাধর নামিয়া মেঝের উপরে শুইতে গেল।

সবিতা। উঠুন—উঠুন বলছি—মেঝে থেকে খাটের উপর উঠে শুন। উঠলেন?

নীলাধর। (উঠিতে উঠিতে) আরে—এ জেঠা মেয়েটা আমার হুকুম করে! হমকি দিয়ে আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করতে চায়!

খাটের উপর আড়ষ্টভাবে পা ঝুলাইয়া বসিল।

সবিতা। পা তুলুন...পা তুলুন। ভাল করে আরাম করে শুন—
শুন—

নীলাধর। আরে—এতদিনে যা কেউ পরেলে না, এ মেয়েটা তাই করবে? ভয় আমাকে করে না—উন্টে আমাকেই ভয় দেখায়! ..না—আমি শোব না, কিছুতে শোব না, আমি শুধু এই বসলাম—

সবিতা হাসিয়া নিকটে আসিল; সম্মুখে নীলাধরের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।
অতি মধুর কণ্ঠে বলিল।

সবিতা। শুয়ে পড়ুন, রায় মশায়। দেখে মনে হচ্ছে, আপনি ক্লান্ত। শুয়ে পড়ুন—

নীলাধর আশ্চর্য হইয়া সর্ব্বিধার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্লাবন

নীলাশ্বর। শোব ? আচ্ছা। শুচ্ছি। এই নাও রিভলভারটা—এ দিকে রেখে দাও। যখন ভয়ই পেলো না, তখন এটার আর কি দরকার ?

রিভলভার ছুড়িয়া কেলিয়া নীলাশ্বর শুইয়া পড়িল।

সবিতা। রায় মশায়, গদির উপর আপনাকে দিবিয়া দেখাচ্ছে !

হাতের আংটির দিকে সবিতার নজর পড়িল।

সবিতা। এই যে—আংটিও কিনেছেন দেখছি। বিরামবাড়ি কিনেছেন, এবার মোটরগাড়ি কিনুন—

নীলাশ্বর। আংটি আমার মানায় না, সবিতা। বলন্ত বলল, যাকে ভাল লাগে তাকে দিনে দিতে। দিতে তো পারি, কিন্তু নেবে কে ? জোর করে পরিয়ে দিনে শেষ কালে ছুড়ে ফেলে দেবে। রাতদিন রিভলভার নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারব না তো—

অকস্মাৎ নীলাশ্বরের কণ্ঠ গভীর হইয়া উঠিল।

নীলাশ্বর। তুমি নেবে সবিতা—এই আংটি ? তুমি আমার ভয় কর না, আমার কাছে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে...নিজের ইচ্ছের আংটিটা আঙুলে পবতে পার সবিতা ?

সবিতা হাসিমুখে নীলাশ্বরের আংটি খুলিয়া নিজের আঙুলে পরিল।

নীলাশ্বর। সাবাস ! আজ পনের বছর রাস্তার রাস্তায় ঘুরেছি, একটা লোক দেখলাম না—যে নির্ভয়ে কাছে আসে। গাছুব তো দূরের কথা, একটা কুকুর পর্যন্ত বশ করতে পারিনি, দেখলেই বেউ-বেউ করে দূরে সরে যায়। কেবল তুমি সবিতানাঃ, আমার আত্মদম্পত্যে বড় লাগছে—

সবিতা। আত্মদম্পত্যে লাগবার কি আছে, রায় মশায় ?

নীলাশ্বর। আজ বুঝতে পাচ্ছি, সত্যিই আমি বুড়ো হয়ে গেছি—
আর কেউ আমার ভয় করে না।

প্লাবন

সবিতা। রায় মশায়, আপনি শুন্—শুয়ে পড়ুন। নিজের ইচ্ছেয়
ভালবেসে আপনাকে গান শোনাচ্ছি। শুনছেন?

নীলাধর। আরে বলে কি! তা আবার কেউ শোনায় নাকি?
রিভলভারের সামনে নয়—নিজের ইচ্ছেয়? ভালবেসে? বেশ, শোনাও—

সবিতা পিয়ানোর নিকট গেল। একটু পিয়ানো বাজাইল। তারপর নীলাধরের
দিকে চাহিয়া গান ধরিল।

গান

এত হাসি, আর এত ভালবাসা—ধরা! এত সুন্দর!

ও পথিক, তুমি নিঃশ্বাস ফেলে চলেছে তেপান্তর...

আমার খোঁপার ফুলাটি দিলাম হাতে—

ফুল হাতে নিয়ে বসো—

হে বন্ধু, আউনাতে।

এত তারা ওই ঝকমক করে—সুন্দর নীলকাশ!

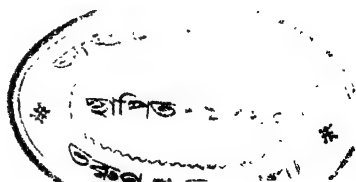
পথিক, তোমার পথ গাঁবিয়ায়—এক ফেল নিঃশ্বাস...

আমি জানলার প্রদীপ ধরেছি তুলে—

এ আলোয় আজ হাসো—

হে বন্ধু, মন খুলে।

গানের শেষদিকে সবিতা ধীরে ধীরে খাটের নিকট আসিল। নীলাধর তখন
শান্তভাবে ঘুমাইতেছে। সবিতা একখানা চাদর লইয়া পরম্নয়েহে তাহার গায়ে ঢাকা দিল।
রিভলভারটি তুলিয়া লইয়া একবার কি ভাবিল, তারপর উহা নীলাধরের মাথার কাছে
রাখিল। আলোর জোর কমাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।



বিরামবাড়ির সংলগ্ন কুটির ও প্রাঙ্গণ

নিশারাগী, সবিতা প্রভৃতি বিরামবাড়ি ছাড়িয়া এখনই চলিয়া যাইবে। প্রাঙ্গণে জিনিষপত্র স্তূপীকৃত করা হইয়াছে। মুটেরা তাহা বহিয়া যাটে লইয়া যাইতেছে। নিশারাগী ও ব্রজলাল খুব ব্যস্তভাবে তদারক করিতেছিল। এমন সময় আনন্দ-চঞ্চল সবিতা প্রবেশ করিল।

সবিতা। মা—মা—

নিশারাগী। তৈরি হয়ে নাও সবিতা। ব্রজলাল নোকো ঠিক করে এসেছে। আমরা এক্ষুনি চলে যাব—

সবিতা। আর যেতে হবে না, মা। নীলাধর রাগকে গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে এলাম।

ব্রজলাল। চিরকালের মতো ঘুমোয় নি। জেগে উঠে আবার ঐ রকম অপমান শুরু করবে—

সবিতা। ভয় পাচ্ছ কেন? জেগে উঠেও নীলাধর আর কিছু করবে না। মন্ত্র পড়ে গোথরো সাপ বশ করে এসেছি। এই দেখ মা, গান শুনে তিনি আমাকে আংটি দিয়েছেন।

ব্রজলাল। (তাক্স দৃষ্টিতে আংটির দিকে তাকাইয়া) আংটি? দেখি, দেখি—

আংটি ব্রজলাল আলোর কাছে লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বেখিতে লাগিল।

নিশারাগী। কমলেশ তোকে গ্রাস করছে, আমি চোখের সামনে

দেখছি। হাত-পা বাঁধা...অসহায়—দেখে শুনেও কিছু করতে পারছি না।
না,না খুকী, এ আমি সহিতে পারব না। আজুই তোকে নিয়ে চলে যাব।

ব্রজ নিশারাগীর কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিল।

ব্রজলাল। রাগী মা, ভয়ঙ্কর ব্যাপার! শুমন—

নিশারাগী। তৈরি হয়ে নাও, খুকী—

নিশারাগী ব্রজলালের সঙ্গে চলিয়া যাইতেছে।

ব্রজলাল। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না—কিন্তু আপনার কথা ষোল-
আনাই সত্যি—

ব্রজলাল নিশারাগীর কানে কানে কি বলিল।

নিশারাগী। খুকী, দেরি না হয়—আমি আসছি—

সবিতা। মা, মা!

নিশারাগী ফিরিয়া সবিতার কাছে আসিল।

নিশারাগী। খুকী!

সবিতা। আমি যেতে পারব না। বাবার এই স্মৃতি-ধেরা জায়গায়
আমায় দিন কতক থাকতে দাও।

নিশারাগী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল।

নিশারাগী। তর্কাতর্কির সময় নেই। যাও, তৈরি হয়ে নাও।

নিশারাগী ও ব্রজলাল চলিয়া গেল।

সবিতা। মা—ও মা, মাগো!

ক্রন্দনাতুর ভাবে সবিতা বসিয়া পড়িল। সেই সময়ে কমলেশ আসিল।

কমলেশ। এই যে, রয়ে গেছ তা হলে? কিছু ভয় নেই, রায়
মশায়কে বলে আমি সব ঠিক করে দেব।...কোথায় যাবে?

সবিতা। যেতেই হবে কমলেশ-দা। জোর করে নিয়ে যাচ্ছে,
নৌকা এনেছে। একুনি নিয়ে যাবে।

প্লাবন

কমলেশ। নীলাশ্বর রায়ের ভয়ে ?

সবিতা। তার চেয়েও বেশি ভয় তোমার। তুমি নাকি আমায় গ্রাস করেছ। তোমার সঙ্গে যাতে আর দেখা না হয়, সেই মতলব।...কমলেশ-না, আমায় আটকে রাখ, আমি যাব না। আমায় হাত ধরে টেনে রাখ, ওদের নিয়ে যেতে দিও না—

কমলেশ। জোর করে বল, ‘যাব না’—কারও সাধ্য নেই নিয়ে যায়। তোমার বয়স হয়েছে, আর নাবালিকা নও—এই এস্টেটের সম্পূর্ণ মালিক তুমি —

সবিতা। না—তা পারি না, কমলেশ-না। মা—আমার মা সামনে দাঁড়িয়ে হুকুম করবেন—আমার সাধ্য কি, তাঁর কথা না শুনি!

কমলেশ। এমন ভীতু!

সবিতা। তুমি জান না, অভাগিনী মা চোখের জল ফেলবেন - আমি সহিতে পারব না। নীলাশ্বর রায়কে ভয় করিনে—কিন্তু মাকে বড় ভয়।...তুমি আমায় জোর করে ঘরের মধ্যে তালা-চাবি দিয়ে রাখ। আমি দরজায় মাথা খুঁড়ব, কাঁদব, বলব—‘মার সঙ্গে আমায় বেতে দাও।’ তবু ছেড় না। মাথা ফেটে রক্তারক্তি হয়ে যাবে—তবু না।

কমলেশ। পাগল!

সবিতা। পারবে না?

কমলেশ। তা কি হয় সবিতা? এটা বিংশ শতাব্দী, ইংরেজের রাজ্য। সুভদ্রার যুগ কিম্বা উপত্যাসের দেশ তো নয়!

সবিতা। মার হুকুম ঠেলে যেতে পারব না বলে তুমি ভীতু বলছিলে। তুমি কি কমলেশ-না? তুমি কাপুরুষ—আশ্রয়প্রার্থী একটা মেয়েকে রক্ষা করবার ক্ষমতা তোমার নেই—

এই সময় ঘুমচোখে নীলাশ্বর সেখানে আসিল।

নীলাশ্বর। আরে—দ্রব্য চান্দর ঢাকা দিয়েছিলে, তাইতে আমার ঘুম আর ভাঙতে চাইছিল না।...কমলেশ যে! কি—ব্যাপারটা কি? এত গুণগোল কিসের?

কমলেশ তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

সবিতা। কিছু না, আপনি ঘুমোনগে। আমরা চলে যাচ্ছি কিনা, তাই—

নীলাশ্বর। না—না তোমাদের যেতে হবে না—তোমরা থাক, আমিই যাচ্ছি।...তোমাদের আর ব্যাঘাত ঘটাব না, সবিতা। তোমরা থাক—যতদিন ইচ্ছে, আমি আর আসব না।

বাইতে উত্তত হইল।

সবিতা। সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছেন যে! এই অন্ধকার রাত, বর্ষা-বান্ধলের মধ্যে—

নীলাশ্বর। কিছু না, কিছু না। এইটুকুতে কি হবে আমার! এই বরষা অবধি কত ঝড় আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে, জান?

সবিতা পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল।

নীলাশ্বর। তোমার মতলব কি?

সবিতা। আপনার যাওয়া হবে না। কোথায় ফেলে যাচ্ছেন আমার?

সবিতা কাঁদিয়া ফেলিল।

সবিতা। এরা ষড়যন্ত্র করেছে, আমার ধরে নিয়ে যাবে। নিয়ে কলকাতায় খাঁচায় চিরকালের মত আটকে রেখে দেবে, আর কোনদিন এখানে আপনাদের কাছে আসতে দেবে না। আমার বাঁচান—

নীলাশ্বর। তোমায় বাঁচাব আমি?—এদের হাত থেকে? এ তুমি কি বলছ, সবিতা?

দ্রাবন

সবিতা। হ্যাঁ—আপনি। কেবল আপনিই বাঁচাতে পারেন আমায়—সে শক্তি আছে আপনার। মা যখন ডাকবেন, আমার ছাড়বেন না—জোর করে বরে শিকল দিয়ে রাখবেন; মাথা খুঁড়ে মরলেও গুনবেন না। আমি থাকব...ছেড়ে যেতে পারব না—

নীলা ছেড়ে যেতে পারবে না?...আমার মাথায় গোলমাল লেগে যাচ্ছে, সবিতা। তখন ঠাট্টা করে বললে, ‘আমাকে ভালবাস’—আবার এই রকম ঠাট্টা করছ! নিন্দা গ্লানি অপবাদ আমি সহিতে পারি, এ রকম ঠাট্টা আমার বরদাস্ত হয় না।

সবিতা। ঠাট্টা নয়—

নীলাস্বর। (সম্মোহিত ভাবে) নতুন কথা! একটা মেয়ে নিজের ইচ্ছেয় বলছে, আমার ছেড়ে সে যাবে না।...দেখ—ভাল করে চেয়ে দেখ...মুখের উপর বলি-রেখা—বীভৎস ভয়ানক মূর্তি! আগে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ আমার দিকে—

সবিতা। দেখেছি। অপমানের আঘাত...লাঞ্ছনার কণ্টক-মুকুট...জীবন-মুক্তির শত-সহস্র ক্ষত-চিহ্ন...সেই যুদ্ধে বিজয়ী বীর আপনি—

সবিতা নীলাস্বরের পায়ে প্রণাম করিল।

নীলাস্বর। তুমি থাকবে সবিতা, কেউ নিয়ে যেতে পারবে না—

ব্রজলাল প্রবেশ করিল।

ব্রজলাল। (গম্ভীর কণ্ঠে) খুকীদিদি, রাণীমা বাইরে দাঁড়িয়ে। ডাকছেন। এখুনি পানসি ছাড়বে।

নীলাস্বর। যাবে না—

নীলাস্বর এক হাতে সবিতাকে বেঁটন করিয়া রিভলভার উদ্ভত করিল।

ব্রজলাল। একে জোর করে আটকে রাখবেন নাকি? এমন হুঃসাহস!

নীলাশ্বর । হ্যাঁ, রাখব—

ব্রজলাল । এ অপমান আমরা চুপ করে সবই না, রায় মশায় । এ দুর্বুদ্ধি ছাড় ন—সর্বনাশ হয়ে যাবে । এটা কোম্পানির রাজস্ব, মনে রাখবেন—

নীলাশ্বর । নীলাশ্বর রায় জৈয়ের রাজত্বেরও বাইরে । যাও—

নীলাশ্বর রিভলভার উঁচু করিয়া আগাইয়া আসিল । ব্রজলাল ছুটিয়া চলিয়া গেল ।

সবিতা । থানায় চলল ব্রজলাল—

নীলাশ্বর । বাকগে । ফাঁদি হলেও মানুষের মত ফাঁসিকাঠে গিয়ে উঠব । আমি মানুষ হব, সবিতা—

কমলেশ আসিল । ইহাদের এই ভাবে দেখিয়া ফিরিয়া বাইতেছিল । নীলাশ্বর তাহাকে ডাকিল ।

নীলাশ্বর । যেও না—কমলেশ, শোন ।...সবিতাকে আমি একেবারে আপনায় করে নেব । কেমন করে বলত—বলতে পার ? হা—হা—হা ! আমি তোমাদের মতো মানুষ হব । সবিতা আমায় ভালবাসে—ভালবাসে—

কমলেশ । সবিতাদেবী বলেছেন নাকি ?

নীলাশ্বর । বলেছে নয়তো কি বানিয়ে বলছি ? জিজ্ঞাসা করে দেখ—

নীলাশ্বর হাসিয়া উঠিল

সবিতা । কেন বলব না, কমলেশ-দা ? রায় মশায় বীর্ষবান—কোম্পানির আইন ঠেকে ভয় দেখাতে পারে না । উনি অর্থবান—গুরাই টাকার বলে তোমাদের এই সমস্ত দেশব্রত —

কমলেশ । তার মানে, আমি কাপুরুষ—আমার অর্থ নেই । এ যে নিতান্ত অক-কষার মত শোনাচ্ছে, সবিতাদেবী—

প্লাবন

সবিতা । মহাপ্রাণ, শ্রান্ত, ক্লান্ত, স্নেহ-বুড়ু রায় মশায়কে আমি
ভালবাসি কমলেশ-না—

সবিতা চলিয়া গেল । কমলেশও রুগ্নভাবে চলিয়া যাইতেন, নীলাধর হাত নাড়িয়া
তাহাকে ডাকিল । তখন নীলাধর উত্তেজিত ভাবে পাদচারণা করিতেছিল, আর অনেকটা
নিজের মনেই বলিতেছিল—

নীলাধর । পাগল, কাঙাল, সর্বহারা নীলাধর, শোন—নিজের কানে
শোন...তোমাকে ভালবাসে ! কবে যে শুনেছিলাম এ কথা—জান কমলেশ,
আজ ভুলে গেছি...একেবারে ভুলে গেছি । যুগযুগান্ত পিছনে চলে গেছে !
তারপর ইম্পাতের মতো নীরস নিশ্চাণ এই বুকখানায় --

কমলেশ । ভালবাসা পেলেন !

নীলাধর । বিশ্বাস হয় না ? ওরে আমারও—

কমলেশ । খুব বিশ্বাস হয়েছে । টাকার যে কি মোহ—তার কি
সম্মান—একটু আগেই বুঝতে পেরেছি । ওতে অসম্ভব সাধন হয় । আগে
এত জানতাম না, এখন জেনেছি—

নীলাধর । এ যে ত্রিলোচনের কথা আউড়ে যাচ্ছ হে !

কমলেশ । হ্যাঁ—পৃথিবীতে ত্রিলোচনেরাই খাঁটি, আর সব ভুয়ো—

কমলেশ বাইতে উত্তত হইল ।

নীলাধর । কোথায় যাচ্ছ তুমি ? এত চঞ্চল হচ্ছ কেন ? কমলেশ,
আজ আমার এমন আনন্দের দিন...তোমরা সব আমার ঘিরে থাক, আমি
পাগল হয়ে না যাই !

কমলেশ । রায় মশায়, ঘিরে ছিলাম এদিন—আর নয়—

নীলাধর । কেন ?

কমলেশ । আপনি অত্যাচার করছেন—

নীলাধর । অত্যাচার ?

প্রাণ

কমলেশ। হ্যাঁ। আমি প্রতিবাদ করছি। কিন্তু আপনি অর্থশালী, শক্তিশালী...তাই আমার প্রতিবাদ হয়তো—

নীলাধর। আঃ, থাম, থাম—তোমার কি হয়েছে বলতো ! একটু আগে ঐ মেয়েটার সঙ্গে ঝগড়া করছিলেন—মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে। আবার এখন আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ—

কমলেশ। থাকলে, ঝগড়াই হত। তাই চলে যাচ্ছি—

নীলাধর। চলে যাওয়া এত সহজ হে ?

কমলেশ। আমি সবিতা নই, আমাকে আটকাতে পারবেন না—

নীলাধর। নিশ্চয় পারব।

কমলেশ। না, পারবেন না। আপনার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ?
কিসের বাঁধন ?

নীলাধর। বাঁধন নেই ?

কমলেশ। না।

নীলাধর। কি বললে কমলেশ ? বাঁধন নেই, বাঁধন নেই ?

কমলেশ। না—

নীলাধর। হঁ—তোমাকে ঠিকমতো এখনও বাঁধতে পারিনি—

কমলেশ। আর পারবেনও না—

নীলাধর। আচ্ছা ! চলে যাচ্ছ ? যদি যেতে পার, যাও।

কিন্তু শুনে রাখ, তোমার বাঁধনের চেষ্টা আমাকে গোড়াতেই করতে হবে।

কমলেশ হাসিল

নীলাধর। এমন বাঁধন—যা জীবনেও খুলতে পারবে না। সে এমন শক্ত যে তুমি আমার ঘিরে থাকবে। তুমি থাকবে আমার অতি কাছে—
একবারে এই হাতের মুঠোয়—

প্লাবন

কমলেশ । বেশ তাই করবেন—

কমলেশ চলিয়া গেল ।

নীলাধর । বলভ ! বলভ !

বলভ এবেশ করিল ।

নীলাধর । আটক কর কমলেশকে—

বলভ । রায় মশায় ?

নীলাধর । লাঠিয়াল দিয়ে, সড়কিওয়াল দিয়ে—

বলভ । বলেন কি ?

নীলাধর । বেরবার চেষ্টা করলে তাকে বেঁধে রাখবে—

বলভ । তাই তো !

নীলাধর । কোন কথা নয় । আর শোন না, যাও—

বলভ চলিয়া গেল ।

নীলাধর । আজ রক্ত ক্ষেপেছে । দাবানল দাউদাউ করে উঠুক !...

ম্যানেজার, ত্রিলোচন, ওহে পাকড়াশি !

ত্রিলোচন এবেশ করিল ।

ত্রিলোচন । আজ্ঞে, হজুর—

নীলাধর । তুমি টাকা চাও—না ?

ত্রিলোচন । আজ্ঞে, বড্ড গরিব—

নীলাধর । এই নাও,—এই নাও—

নীলাধরের নিকট টাকাকড়ি বাহা ছিল, সমস্ত দিয়া দিল ।

ত্রিলোচন । এত ?

নীলাধর । তোমাকে একটা শক্ত কাজ করতে হবে—

ত্রিলোচন । ও আমি ঠিক পারব হজুর, যত শক্তই হোক—

নীলাধর । আজ বিয়ের লগ্ন আছে ?

ত্রিলোচন। না থাকলেও করে নেওয়া যাবে হজুর। পুরুতকে
দিয়ে পাঁজি দেখিয়ে -কিছু দক্ষিণাস্ত করে—

নীলাশ্বর। যাও—বিয়ের ষোণাড় কর। আজই—

ত্রিলোচন। আজই? বিয়ে কার?

নীলাশ্বর। আমার। ঘর কিনলাম, আর ঘর সাজাব না?

ত্রিলোচন। কি সর্বনাশ! এত রাত্রে ক'নে পাওয়া যে কঠিন

হবে—

নীলাশ্বর। ক'নে ঠিক আছে—

সবিতা প্রবেশ করিল।

সবিতা। রায় মশায়, কমলেশ-দা বড্ড রাগ করেছে—না?

নীলাশ্বর। ও কিছু নয়। তয় নেই, আর সে ঝগড়া করবে না।

কি রকম ঝগড়া! মুখের কাছে মুখ না নিয়ে... ছুটু মেয়ে!

সবিতা লজ্জিত হইয়া চলিয়া বাইতেছিল।

নীলাশ্বর। সবিতা, আজ তোমার বিয়ে—

সবিতা। বিয়ে? আমার? আজই?

নীলাশ্বর। হ্যাঁ—

সবিতা। কার সঙ্গে বিয়ে? আপনার সঙ্গে নাকি?

সবিতা খিল খিল হাসিতে লাগিল; হাসিতে হাসিতে চলি। গল।

নীলাশ্বর। দেখলে ম্যানেজার, বিয়ের নামে মেয়েটার কি আনন্দ!

ত্রিলোচন। আপনি জাহ্নু জানেন। আমার প্রণাম নিন, হজুর—

ত্রিলোচন আত্মস্থি এগত হইল।



রূপগঞ্জ গ্রামের পথ

পলিশ-ইনস্পেক্টর, কয়েকজন কনেটবল, ব্রজলাল ও ত্রিলোচন সম্বর্পণে কথাবার্তা বলিতেছিল। ত্রিলোচনের হাতে লণ্ঠন; ইনস্পেক্টরের হাতে টর্চ।

ব্রজলাল। অন্তত আজ রাত্রে মত বিয়েটা রদ করতেই হবে।
শ্রেক জুলুম করে বিয়ে—

ইনস্পেক্টর। কখন লগ্ন ?

ব্রজলাল। রাত তিনটে—

ইনস্পেক্টর বাড়ি দেখিল।

ইনস্পেক্টর। কিন্তু সবিতাদেবী সাবালিকা। তিনি যদি বলেন,
নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করছেন,—তা হলে কিছু হবে না।

ব্রজলাল। রাণীমাকে নিয়ে আসব—

ইনস্পেক্টর। এর মধ্যে তাঁকে আনবে ?

ব্রজলাল। আনতেই হবে। খুকীদিদির মনে যাই থাক—রাণীমার
সামনে কখনো ওদের পক্ষে বসতে পারবেন না—

ইনস্পেক্টর। অত নিশ্চিত হরো না—এর নাম হল ভালবাসা,
প্রণয়—

ব্রজলাল। নীলাধরের সঙ্গে ? ঐ চেহারা—ঐ চরিত্র ? ছিঃ, ছিঃ—

ইনস্পেক্টর ব্রজলালের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল।

ব্রজলাল। নীলাধর হবে খুকীদিদির স্বামী ! তার চেয়ে খুকীদিদি

প্রাবন

মরে থাক, মরে থাক !...নীলাশ্বর ঠিক তাকে জাহ্ন করেছে, আমরা তাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাব—

ইনস্পেক্টর। (হাসিয়া) জাহ্ন করবার অপরাধে ফাঁসি হয় না, ব্রজলাল—

ব্রজলাল। - শেখর মজুমদারের হত্যার অপরাধে ?

ইনস্পেক্টর। তার প্রমাণ চাই। তোমাদের কেবল সন্দেহ।
সন্দেহ আর প্রমাণ এক নয়।

ব্রজলাল। ঐ আংটি ?

ইনস্পেক্টর। ও আর কতটুকু ! কত রকম কৈফিয়ৎ হতে পারে—

ব্রজলাল। শেখর মজুমদার খুন হবার সময় খুনীকে আমি সড়কি মেরেছিলাম। সড়াক বৃকের বাঁদকে এই—এমনি জায়গায় লেগেছিল।
নীলাশ্বর রায় মোটে জাহ্ন খোলেনা...এই ত্রিলোচন বলছে—

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হ্যাঁ রায় মশায় দ্বিরাতে জাহ্ন পরে থাকেন—
শোবার সময়ও খোলেন না—

ইনস্পেক্টর। তাতে কি ?

ব্রজলাল। তাতে সন্দেহ হয়, গায়ে আছে সড়কির দাগ—

ইনস্পেক্টর। আবার সেই সন্দেহ—

ব্রজলাল। খানাতল্লাস করুন, কত কি বেরিয়ে যাবে ! সন্দেহ থাকবে না।

ইনস্পেক্টর। সেই ব্যবস্থা তো হচ্ছে।...ম্যানেজার বাবু, সার্জের সময় আপনি সঙ্গে থেকে সব দেখিয়ে শু নয়ে দেবেন—

ত্রিলোচন। আজ্ঞে না। আমার বিয়ের সময় থাকতে হবে। আমি যে রায় মশায়ের ম্যানেজার, তাঁর ছুন খাই—

প্লাবন

ইনস্পেক্টর । তাই গুণ গাইছেন ?

ত্রিলোচন । (মাথা চুলকাইয়া) মানে—এরাও আর একতরফা খাইয়েছে কিনা ! কিন্তু সামনা-সামনি কিছু পারব না ।...আমি যাই, বিয়ে-বাড়িতে আমার কত কাজ !

ত্রিলোচন তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল । সাব-ইনস্পেক্টর কয়েকজন চৌকিদার লইয়া আসিল ।

সাব-ইনস্ । একশো দেড়শো সড়াকওয়াল বাড়ি ঘিরে রয়েছে—

ইনস্পেক্টর । কি করে জানলে ?

সাব-ইনস্ । আমরা হাঁক দিলাম, ওরা পাণ্টা কুক দিল ।... মনে হচ্ছে, তারা অনেক—

ব্রজলাল । পাইকদের পাঠিয়েছি সঠিক খবর আনতে—

সাব-ইনস্ । ধেমন করে হোক—শতখানেক যে হবে, তার ভুল নেই—

ইনস্পেক্টর । তা হলে ?

সাব-ইনস্ । সমরে খবর দিতে হয়—

ইনস্পেক্টর । হুঁ—সেই ব্যবস্থা কর ।

সাব ইনস্পেক্টর ও চৌকিদারেরা চলিয়া গেল ।

ব্রজলাল । সে কি ইনস্পেক্টর বাবু, একটা দিন লেগে যাবে যে !

ইনস্পেক্টর । তা ছাড়া উপায় কি ? আমাদের এখানকার অন্নর Strength কত ! সমর থেকে সেপাই আশু—তখন দেখা যাবে কত বড় সব সড়কিওয়াল !

ব্রজলাল । তখন যে বিয়ে হয়ে যাবে—

ইনস্পেক্টর । তা যাক । আমরা মামলা করব—

ব্রজলাল । মামলা করে লাভ ?

ইনস্পেক্টর। তা ছাড়া করি কি বল। নীলাধর রায় বেটা বড় জাঁহাবাজ। সাবধান না হয়ে কি বাঘের ঘরে ঢোকা যায় ?

ব্রজলাল। যদি হুকুম করেন...আমাদেরও পাইক-লেঠেল আছে। নিজেও এখনো মরিনি, ইনস্পেক্টরবাবু। আর চেষ্টা করলে মানুষজনও কিছু-কিছু জোগাড় হবে—

ইনস্পেক্টর। বেশ জোগাড় কর। আমরাও থানার সব চৌকিদার জমায়েত করি। দেখি কি করা যায়—

ব্রজলাল। কিন্তু—

ইনস্পেক্টর। বিয়ের লগ্ন তো সেই তিনটের। এখন সব বারটা। ষষ্ঠে সময় আছে—

ব্রজলাল। তবে সেই ব্যবস্থাই হোক। আমি লোক নিয়ে মোতায়েন থাকব—

সকলে প্রস্থান করিল।

—এগারো—

বিরামবাড়ির সংলগ্ন কুটির ও প্রাক্ষণ

প্রাক্ষণে ও কুটিরের দাওয়ার বিয়ের আয়োজন হইয়াছে। সারদা চাঁপা ও ত্রিলোচনের ভাগিনেরী কুমুদিনী আসিতেছে। চাঁপা ফুল সাজাইতেছে, কুমুদিনী আলপনা দিতেছে, সারদা পুরোহিতের নিকটে বসিয়া বিয়ের আত্মীয়ক ব্যবস্থা করিতেছে। নীলাধর আসিল। সে আজ কানিজ বদলাইয়া গরদের জোড় পরিয়াছে।

প্লাবন

নীলাধর। এই যে—এঁরা কাজে লেগে গেছেন! বাঃ বাঃ!...
মেয়েরা হলেন লক্ষ্মী—তাদের ছাড়া শুভকাজ হয়? ল সাজাচ্ছ খুঁকী?

টাপার কাছে আসিয়া নীলাধর তাহাকে আদর করিল।

নীলাধর। সাজাও—ফুলে ফুলে জায়গাটা ঢেকে ফেল।
(কুমুদিনীর প্রতি) তুমি কি করছ লক্ষ্মী, আলপনা দিচ্ছ? দাও কোন
খুঁত রেখো না!...এই যে ম্যানেজার এসে গেছে!

লণ্ঠন হাতে ত্রিলোচন প্রবেশ করিল।

নীলাধর। তুমি আর বলভ একেবারে ভাল-বেতালের মতো সমস্ত
যোগাড় করে ফেলেছ?

ত্রিলোচন। লয়ের এখনও দেরি আছে রায়মশায়—এবার একটুখানি
স্থির হয়ে—

নীলাধর। শুয়ে পড়ব? বেশ আক্কেল—

ত্রিলোচন। এই এতক্ষণের মধ্যে একটু বসতে দেখলাম না!

নীলাধর। বসা কি যায়? বৃকের মধ্যে আনন্দের তুফান উঠছে।

...এ রকম তোমারও হচ্ছে—না?

ত্রিলোচন। রায় মশায়, একটি কথা বলি আপনাকে—

হঠাৎ সে থামিয়া গেল।

নীলাধর। বল...খামলে কেন?

ত্রিলোচন। বিয়েটা এখানে না হলেই ভাল হয়।

নীলাধর। (সবিস্ময়ে) কেন?

ত্রিলোচন। ওরা যদি কোন গুণগোল করে?

নীলাধর। সে রকম কিছু দেখলে নাকি?

ত্রিলোচন। হয়তো—

নীলাধর। তা হলে মরবে।

ত্রিলোচন। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ) রায় মশায়, খুকীরানী এলেই আপনি শিথিয়ে দেবেন—কেউ জিজ্ঞেস করলে ঘেন বলেন, নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করছেন।

নীলাধর। তোমার হল কি ত্রিলোচন? এ কি শিথিয়ে দেবার কথা?...যাও, সবিতাকে নিয়ে এস—

কোনদিক হইতে টং-টং করিয়া তিনবার ঘড়ির আওয়াজ আসিল।

পুরোহিত। তিনটে বাজল। লগ্ন আরম্ভ।...সম্প্রদান করবে কে?

ত্রিলোচন। কেন, আমি। আমি সবিতাদেবীর বাপের আমলের চাকর—

নীলাধর। সে হবে—সম্প্রদানের লোক জুটবে, ম্যানেজার তুমি শিগগির সবিতাকে নিয়ে এসো।...বল্লভ কমলেশকে কোণার রেখেছে—জান?

ত্রিলোচন। চোর-কুঠুরিতে—

নীলাধর। হাঃ—হাঃ—হাঃ! বেচারাকে চোর বানিয়ে ফেলেছে।...তাকেও আন—

ত্রিলোচন। আশ্বে না...ঐটে পারব না হজুর। বড্ড গৌয়ার কিনা—ম্যানেজারের মান-সম্মান বোঝে না।

নীলাধর। আহা—চুপিচুপি শুধু দরজার শিকলটা খুলে দিয়ে এস না! তা হলেই হবে। যাও—

ত্রিলোচন চলিয়া গেল।

নীলাধর। (কুমুদিনীর প্রতি) তোমাদের কত দূর লক্ষ্মী?

কুমুদিনী। সব হয়ে গেছে—

কুমুদিনী নীলাধরের গলার মালা পরাইল; চন্দনের বাটী লইয়া আগাইয়া আসিল।

কুমুদিনী। আহুন দেখি, চন্দন পরিয়ে দিই—

প্লাবন

নীলাশ্বর। (বাধা দিয়া) পোড়া কাঠে চন্দনের লেপ ! দরকার নেই, দরকার নেই...এমনি হবে !

কুমুদিনী। আমি সবিতাদেবীর সম্পর্কে বোন হই। ভেবেছেন এর পর চুপি-চুপি সরে পড়বেন ? সে হবে না।...আমার উপর তার কি জানেন, আপনার পাকাগোঁপ আর পাকাচুল—সমস্ত উপড়ে তরুণ যুবক করে দেওয়া—

নীলাশ্বর। আর আমি কি করেছি, দেখ। ফুলের তেল মেখেছি ; ধোপদস্ত কাপড় পরে কি রকম ভন্দোর হয়ে আছি !...সবিতা দেখে খুশি হবে ত ?

উভয়ে হাসিতে লাগিল। এমন সময় সারদা কাছে আসিয়া ঘোনট খুলিয়া বলিল।

সারদা। তা হলে একটা স্পষ্ট কথা বলি। আমি মুখফোঁড় মানুষ—এ অস্ত্রায় সহিছে না।

নীলাশ্বর। কি ?

সারদা। সবিতার নতুন মেয়ের এমন সর্বনাশ কেন করছেন ?

নীলাশ্বর। সর্বনাশ কি বল ? বিয়ে হওয়া সর্বনাশ !

সারদা। বিয়ে হচ্ছে কার সঙ্গে ?

নীলাশ্বর। তোমরা চাও কার সঙ্গে ?

সারদা। কমলেশের সঙ্গে হলে কি সুন্দর হত ! কি বলিস, কুমু ?

কুমুদিনী। হ্যাঁ, মামী—

নীলাশ্বর। দাঙ্গা-হাঙ্গামা হত, মল্লযুদ্ধ হত। বিয়ে না হতেই ঝগড়া-ঝাটি...আর সে কি ভীষণ ব্যাপার ! মুখের কাছে মুখ না এনে—

ত্রিলোচন সবিতাকে হইয়া আসিল।

সবিতা। রাগ মশায়, এ সব কি ?

সারদা। যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়লীর ঘুম নেই—

সবিতা । বিয়ে ?

কমলেশ উত্তেজিত ভাবে প্রবেশ করিল

কমলেশ । সবিতা, তোমার বিয়ে হচ্ছে—চিরজীবনের ব্যাপার ।
তার আগে একটা কথা শুনতে চাই, শেষ কথা—

সবিতা । রায় মশায়, এ কি সত্যি ?

নীলাম্বর । ই্যা গো খুকুরাণী, তোমার বিয়ে—

সবিতা । বিয়ে হবে না রায় মশায়—

নীলাম্বর । হবেই । পালাবার পথ নেই । বল্লভের লেঠেলরা
পাহারা দিচ্ছে । হাঃ—হাঃ—হাঃ! তৈরি হও—

সবিতা । না ।

নীলাম্বর । বেশ, তবে আমি তৈরি হয়ে আসছি—

নীলাম্বর গ্রহণ করিল

সবিতা । ফাঁদে ফেলেছে

কমলেশ । বড্ড বেশি আঙ্কারা দিয়েছিলে সবিতা । তোমারই
দোষ । আমার মুখের উপর বললে যে, ওকে ভালবাস—

সবিতা । কিন্তু বলিনি তো যে বিয়ে করব !

কমলেশ । জোর করে বিয়ে করবে—

সবিতা । Pooh

কমলেশ । কি করবে তুমি ?

সবিতা । শায়েস্তা করব । আমি ওষুধ জানি—

টোপের হাতে নীলাম্বর প্রবেশ করিল ।

নীলাম্বর । দেখ দেখি...এটা কি জান ? বিয়ের কিরীট । এই

প্লাবন

পরে যদি আমি দাঁড়াই—তখনও কি পছন্দ হবে না? একটু চেষ্টা করে দেখছি না হে! উঃ, চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে!...আচ্ছা এইবার?

নীলাধর কমলেশের মাথায় টোপের পরাইয়া দিল।

কমলেশ। এ কি?

নীলাধর। বর বদল করলাম। খুবই রেগে যাচ্ছ তোমরা, বুঝতে পারছি। বড্ড ঝগড়া-ঝাঁটি কিনা! তবে...সবিতা তুমি আমাকে ভালবাস, কমলেশও আমার ভালবাসার পাত্র, আমার একটা খাতির আছে তো! সেই খাতিরে না হয় বিয়েটা হোক—

সবিতা। আপনার মনে মনে এই মতলব ছিল রায় মশায়?

নীলাধর। এর নাম স্বার্থ—বুঝলে হে, কাজ ভেঁলবার লোক নীলাধর নয়।...তোমরা বাসা না বাঁধলে শেষের ক'টা দিন থাকি কোথায়?

কমলেশ। কিন্তু গোপন করেছিলেন কেন?

নীলাধর। বা ঝগড়া-ঝাঁটি তোমাদের...শেষটা যদি সরে পড়! আর তুমিই বা আমাকে গোপন করেছিলে কেন?

কমলেশ। রায় মশায়, আপনি এত মহৎ?

নীলাধর। না হে, লাভ তো আমারই ষোল-আনা—

নীলাধরের ক আবেগে কান্পিত হইল।

নীলাধর। কমলেশ, তুমি আমার কত করেছ! অবলম্বনহীন প্রেতের মতো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম, আমার মানুষের মধ্যে নিয়ে এসেছ। সবিতা আমার স্নেহ দিয়েছে, আমার অবসর প্রাণ তার করুণায় তৃপ্তি পেল। কত দিন, কত মাস, কত বছর ধরে যেন মরুভূমির অনন্ত বালি ভেঙে চলেছি...নীলাধর, ঐ দেখা যায় ওয়েসিস—গীতল ঝর্ণা—সবুজ গাছপালা!...তোমরা যেখানে বাসা বাঁধবে, তার ছায়ায় আমাকে একটু জায়গা দেবে তো সবিতা?

সবিতা। রায় মশার, আশীর্বাদ করুন—আমাদের বাসা স্থান
হোক, কল্যাণময় হোক—

নীলাধর। আশীর্বাদ করব? ওরে, আমার আশীর্বাদ চাইছে।
ধান-দুর্বা সব নিয়ে এসো—

সবিতা ও কমলেশ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে, কুমদিনী ধান-দুর্বা লইয়া আসিল। এই
সময়ে বল্লভ উত্তোজিত ভাবে এবেশ করিল।

বল্লভ। পুলিশ ঢুকে পড়েছে—

নীলাধরের হাত হইতে ধান-দুর্ব্বার রেকাবি বন্দন করিয়া পড়িয়া গেল।

নীলাধর। আমাদের লেঠেল?

বল্লভ। তারা লড়াইল প্রাণপাত করে। ওদের পাঁচ-সাতটা
ঘায়েল হয়েছে...এ-নি সময়ে কোথেকে ব্রজলাল এলো রাণীমাকে নিয়ে—

সবিতা। আমার মা?

বল্লভ। হ্যাঁ, তিনি এসে সামনে দাঁড়ালেন—মুখের উপর বিছাৎ
জলছে। বললেন, মারো আমাকে লাঠি—মেরে ফেল—নয়তো আমি ঢুকব,
মেয়ে আমার ফিরিয়ে আনবই। তার পাশে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল ব্রজলাল।
সে কী ভয়ানক মূর্তি!

নীলাধর। আর তোমরা?

বল্লভ। মেয়েদের লাঠি মারতে ওস্তাদ তো! শেখার নি! আমরা
মার খেতে লাগলাম।

বাহিরের দিক হইতে ভয়ানক শব্দ আসিতে লাগিল।

বল্লভ। ঐ শুধুন আওরাজ। ফটকে খিল দিয়ে এগেছি, ভেঙে
কেলছে।

কমলেশ। সবিতা, রাণীমা তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে
নিয়ে যাবেন—

প্রাণ

সবিতা। আমার মা—

কমলেশ। কিন্তু আমি ছাড়ব না। তুমি যেতে চাইলেও জোর করে আটকে রাখব—

নীলাধর। কমলেশ, চলে যাও সবিতাকে নিয়ে। ভৈরবে পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে যাও। বাটে ডিঙি আছে তো, বলত ?

বলত। সামনের সব দরজা ওরা আটকে আছে—

নীলাধর। খিড়কি দিয়ে যাও। যাও কমলেশ, যাও সবিতা, দেয়ি কোরো না—

সবিতা। আপনি ?

নীলাধর। (স্নান হাসিয়া) ভয় নেই, ভয় নেই—আমার এবার অনন্ত শান্তি—

সবিতা। আপনাকেও যেতে হবে—

নীলাধর। বাব কোথায় ? মাথার উপর ঈশ্বরের অভিশাপ—
পিছনে পিছনে ছুটেছে আইনের ক্রুর দৃষ্টি ! অভিশপ্ত মানুষ আমি—
আমায় বাঁচাবে কার ক্ষমতা ? তোমরা যাও বলত, ওদের রওনা করে
দিয়ে এসো ।...ছুর্গোগ যদি কেটে যায়, আবার দেখা হবে—

এক রকম ধাক্কা দিয়াই নীলাধর তাহাদের দরজার বাহির করিয়া দিল। খানিক পরে সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া ধীরে ধীরে সে-ও বাহিরে চলিল। ওদিক দিয়া ব্রজলাল, ইনস্পেক্টর, নিশাঙ্গি ও কয়েকজন কনেষ্টেবল প্রবেশ করিল।

পুরোহিত। জ্যা, ব্যাপার কি ?

ব্রজলাল। আপনাদের যজ্ঞ-বাড়ি নিমন্ত্রণে এলাম, পুরুত মশাই।

পুরোহিত। নারায়ণ ! নারায়ণ !

গুলি দেখিয়া পুরুত ও মেয়েরা সরিয়া পড়িল।

ব্রজলাল। আমি খানাতল্লাসির দিকে যাই—

ত্রিলোচন ব্রজলালের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল।

ত্রিলোচন। রায় মশায় খুনী নন। এই একটু আগে কাপড় বদলাচ্ছিলেন। খুব নজর করে দেখলাম, সড়কির দাগ নেই। হাতের উপর উঁকি করে দুটো নাম লেখা—তাই ঢাকাঢাকি করে বেড়ান—

নিশারাগী চমকিয়া উঠিল।

নিশারাগী। তুমি ঠিক দেখেছ?

ত্রিলোচন। হ্যাঁ ঠিক। মিথ্যে কথা বলছিনে। বুকের উপর দাগ-টাগ কিছু নয়—হাতে শুধু দুটো নাম। আপনারা গোলমাল করবেন না, চলে যান—

ব্রজলাল। এবারের পাওনাটা বুঝি ভালরকম হয়েছে, ম্যানেজার?

ব্রজলাল চলিয়া গেল। অপর দিক দিয়া নীলাধর আসিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিশারাগী তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিল।

ত্রিলোচন। রায় মশায়, রাণীমা এসেছেন—

নীলাধর। ওঃ, এসেছেন? সবিতার বিষয়ে আশীর্বাদ করে যেতে হবে। কোন ক্ষোভ মনে রাখবেন না—

নিশারাগী। তা-ও কি সম্ভব রায় মশায়? এত নির্ধাতনের পরে?

নীলাধর। নির্ধাতন...তা বলতে পারেন! কিন্তু সবিতা ক্ষমা করেছে—

ইনস্পেক্টর। তবু মায়ের একটা দায়িত্ব আছে, রায় মশায়—

নীলাধর। আপনি কথা বলবেন না, ইনস্পেক্টর। আপনি আইনের চাকর। সবিতাদেবীর বিষয়ে আইনে ঠেকাবে না। আপনাকে ডাকছি না;

প্রাবন

হচ্ছে—সবিতার মায় সঙ্গে। এমন দিনে উনি মুখ ভার করে থাকবেন, সে আমি কিছুতে হতে দেব না—

ইনস্পেক্টর। রায় মশায়, সবিতাদেবীকে আপনি Kidnap করেছেন। ওয়ারেন্ট আছে, তাঁকে বের করুন। তাঁর কথা তাঁর নিজের মুখেই শুনব—

জিলোচন সরিয়া পড়িল।

নীলাধর। সবিতা এখানে নেই—

ইনস্পেক্টর। নেই? কোথায় আছেন, বলে দিন।

নীলাধর। বলতে পারি, যদি সবিতার মা অভয় দেন—

নিশারাগী। রায় মশায়, আপনার কি আর কখনো সংসার ছিল না?

নীলাধর শুকু হইয়া চোখ বুঁজিল।

নীলাধর। মনে পড়ে...স্বপ্নের মত। সে সব মানুষ নেই...সে অগতঃ নেই। কোন চিহ্ন নেই তার।

নিশারাগী। স্ত্রী মরে গিয়েছে?

নীলাধর। হয়তো—

নিশারাগী। তাই বুঝি আবার ঘর বাঁধছেন? এই বয়সে—

নীলাধর। বয়স—বয়স! বয়স তো ফিরে আসবে না। তবু যে ক'টা দিন বাঁচি, সকলের উপদ্রব হয়ে থাকব না—শান্তিতে বাঁচতে চাই—

শুক মুখে বলন্ত প্রবেশ করিল।

নীলাধর। বলন্ত, রওনা করে দিয়ে এলে?

বলন্ত। গাঙে বান ডেকেছে, বাঁধ ছাপিয়ে পড়বার মত—

নীলাধর। বাঁধ ভাঙবে না তো? লোক লাগিয়ে দাও—যত টাকা লাগে। টানের মুখে ওরা ডিঙি ভাসায়নি তো?

বলভ। এমন টান কুটো ফেললেও ছ'খানা হয়ে যায়। এত করে বললাম—কমলেশ, ভাঙ্গিয়ে না নৌকো, মরবে যে—

নিশারাণী। তারা নদীর উপর ?

বলভ। কিছুতে শুনল না—হাত ধরাধরি করে ছ'টিতে ডিঙার উঠল—নৌকো তীরের মতো ছুটল—

নীলাধর। নৌকো ডুবে যাবে যে এই ঘোর দুর্ধোগে—

নিশারাণী। তাদের বাঁচাতে হবে, ইনস্পেক্টর বাবু। আপনার লোকজনকে তুকুম দিন...হাজার টাকা বখশিস।

হঠাৎ বাহিরে একটা কিসের আওয়াজ...কি ভাঙিয়া পড়িল। ইনস্পেক্টর ইঙ্গিত করিতে কনেষ্টবলরা ছুটিল। নিশারাণী এবং বলভও ছুটিয়া গেল।

নীলাধর। ছোটো ফুল টানের মুখে তলিয়ে গেল !...বুড়ো মানুষ— বাসা বাঁধবার লোভ করেছিল ? ওরে হতভাগা অভিশপ্ত নীলাধর, সর্বস্বহারী নীলাধর, আর কেন—আর কেন ?

নীলাধর যেন উদ্ভ্রাণ হইয়াছে। গলার মালা ছিঁড়িল। চারিদিকে ফুল ফড়াইয়া দিতে লাগিল। অবশেষে বাহির হইয়া যাইতেছিল, ইনস্পেক্টর বাধা দিল।

ইনস্পেক্টর। আপনি বেরুতে পারবেন না—

নীলাধর। আঃ, পথ ছাড়। সবিতা গেছে, আমার কমলেশ গেছে, এত বঠের বাঁধও ভেসে যাচ্ছে ! কে আর রইল ? কি নিরে থাকব ?

ইনস্পেক্টর। ছুঃখিত রায় মশায়, আপনাকে যেতে দিতে পারি না। এ বাড়ি সার্চ হচ্ছে। আপনাকে Disturb করিনি—

নীলাধর। (বজ্রকণ্ঠে) তবে এখনো কোরোনা—

নীলাধর চারদিকের নিচে হইতে রিভলভার বাহির করিতে গেল। ইনস্পেক্টর প্রস্তুত ছিল ; তার আগেই রিভলভার নীলাধরের সামনে ধরিল। তারপর নীলাধরের রিভলভারটি লইল।

প্রাবন

ইনস্পেক্টর। আমরা জানি কিনা! তৈরি হয়েছে এসেছি—

ব্রজলাল, সাব-ইনস্পেক্টর ও কয়েকজন কনেটবল আসিল।

ইনস্পেক্টর। এই যে—খানাতলাসি হয়ে গেল! কি—পেলেন
কিছু?

সাব-ইনস্। না, বিশেষ কিছু নয়—

ব্রজলাল। যথেষ্ট, যথেষ্ট! ইনি যে শেখরনাথের হত্যাকারী তাতে
সন্দেহ নেই—

নীলাস্বর। চোপরও—আমার ওদিকে সর্বনাশ হচ্ছে, আর তোমরা
আমাকে আটকে রাখছ রাণীর ঘুস খেয়ে—

ব্রজলাল। এই হীরের আংটি—ডবল-ত্রিশূল আঁকা...তুমি দিয়েছিলে
সবিতাকে। একশ' লোকে সাক্ষী দেবে, ঐ আংটি রাজাবাবু পরতেন।

নীলাস্বর। মিথ্যা—মিথ্যা কথা! ইনস্পেক্টর, সঙ্কট-মূহুর্তে খেলা
কোরো না। নীলাস্বর রাখকে Arrest করছ, কিন্তু সে মরেনি এখনো।
একটি কটাক্ষে—

সহসা ঝড়বর অতি কাতর হইল।

নীলাস্বর। না—মরেছে নীলাস্বর। কারো পরে কোনো আক্রোশ
নেই। ইনস্পেক্টর, এক মূহুর্তের ভক্ত ছেড়ে দাও। আমি একবার দেখে
আসি, কি হয়েছে। তারপর এসে হাত বাড়িয়ে দেব। তোমরা Handcuff
পারিয়ে দিও। তোমার হাতে ধরে বলছি ইনস্পেক্টর—তোমার পায়ে
ধরছি। দেখে আসি, যদি তাদের ফিরিয়ে আনতে পারি—

উদ্ভাদিনার মতো নিশাঙ্গী প্রবেশ করিল।

নিশাঙ্গী। না, ফিরবে না। ঝড়ে নতুন বাঁধ থর-থর করে
কাঁপছে, ধ্বসে পড়ল বলে। লোহার গেট চুরমার হয়ে গেছে, ভাঙা নৌকো
ভাঙার আছড়ে পড়েছে। তারা কোথায় ভেসে গেছে—

নীলাধর। গেছে ? ইনস্পেক্টর, আমি অপরাধী... স্বীকার করছি...
ধর, ধর—ফাঁসিকাঠে তুলে দাও—

ইনস্পেক্টর। ব্রজলাল, তুমি হত্যাকারীকে দেখেছিলে। সনাক্ত করতে হবে—

ব্রজলাল। হ্যাঁ, করব। মুখোস পরা ছিল। মুখ দেখে না পারি, আমার সড়কির দাগ দেখে ঠিক চিনব।... দেখুন তো ইনস্পেক্টর বাবু, বুকের নিচে খোঁচা আছে কিনা—দেখুন তো—

নীলাধর তাড়াতাড়ি বুকে চাদর চাপিরা ধরিল, দেখিতে দিল না।

নীলাধর। আছে, আছে—বুকে বড্ড খোঁচা—দেখতে হবে ন—

ইনস্পেক্টর। তা হলে রায় মশায়, আপনার স্বীকারোক্তি মতে শেখর মজুমদারের হত্যাপরাধে আপনাকে Arrest করা হল—

একজন কনষ্টেবল Handcuff লইয়া আগাইয়া আসিল। কিন্তু নিশারাগি বাধা দিল নিশারাগি। না—

ইনস্পেক্টর। না ? কি বলছেন আপনি ?

নিশারাগি। আমি ছিলাম সেখানে। আমি জানি সে লোক ইনি নন। *

এই সময়ে বাহিরে আতনাদ উঠিল। পুলিশের সৈনিকে ছুটিল। ব্রজলালও ছুটিল। টলিতে টলিতে বলভ আসিল। তাহার বুকে গামছা চাপা দেওয়া।

নীলাধর। এ কি ?

বলভ। বাঁধ ভেঙেছে—বান ছুটে আসছে। কিছু থাকল না।
পালাও—পালাও—পালাও সব। যান, রায় মশায়—

* মঞ্চস্থলে অভিনয়ের সময়ে ইহার পরবর্তী ইন্টের পাঞ্জার দৃশ্য দেখাইবার অস্ববিধা হইতে পারে। সে অঙ্ক এখান হইতে পুনর্লিখিত হইয়াছে। উহা পরিশিষ্টে (পৃঃ ১২৪—১২৫) দ্রষ্টব্য। ঐ নির্দেশ অনুযায়ী অভিনয় করিলে নাট্যরস ব্যাহত হইবে না।

প্লাবন

নিশারাণী নীলাবরের হাত ধরিতা টানিল।

নিশারাণী। চলুন—

নীলাবর। সর্বনাশ নিজের চোখে দেখতে ?

নিশারাণী। বাঁচতে। আপনাকে মরতে দেব না।—

নীলাবর। বাঁচতে ? না—না—

বল্লভ। দেশের মানুষকে বাঁচাতে, রায় মশায়। বাঁধ আবার দিতে হবে—

নিশারাণী। আমুন—

নিশারাণী একরকম জোর করিয়াই নীলাবরকে লইয়া চলিয়া গেল। ব্রজলাল চোঁচাইতে চোঁচাইতে আসিল।

ব্রজলাল। ইনস্পেক্টর বাবু, আসামী পালায় যে—

বল্লভ। না, পালায়নি। এই যে হাজির—

ব্রজলাল। বল্লভ, তুই ?

বল্লভ। তোমার সড়কির দাগ এই রয়েছে বুকে। গিয়েছিলাম সেদিন ডাকাতি করতে—দৈবাৎ একটা ভাল কাজ হয়ে গেল।

বল্লভ বুকের গামছা সরাইল। দেখা গেল, সে ভীষণ আহত হইয়াছে—রক্তের ধারা বহিতেছে।

ব্রজলাল। বল্লভ, এ কি ?

বল্লভ। বাঁধ ভেঙেছে। লকগেটে জলের চাপ...আমি ডবল করে ছড়কো লাগাতে গিয়েছিলাম। লোহার ডাণ্ডা পড়ল, যেখানে পড়েছিল তোমার সড়কি। পালাও, পালাও—ব্রজ-দা, ঐরাবতের মতো ঐ বান আসছে, পালাও—

বল্লভ শুইয়া পড়িল।

ব্রজলাল। পালাও ? তোকে এই অবস্থায় ফেলে ? আমরা এক ওস্তাদের কাছে লাঠি ধরিনি ? আমি না তোর ভাই ?

ব্রজলাল বল্লভকে তুলিয়া ধরিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল শব্দে বস্তার জল আসিয়া তাহাদ্বয়কে ভাসাইয়া ডুবাইয়া চারিদিক পরিমার্জিত করিয়া দিল।

—বাচেরা—

প্লাবন, ইটের পাঁজা

প্লাবনে চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছে ; তাহার মধ্যে দেখা যাইতেছে, বড় একটি ইটের পাঁজা। উপরদিককার হাত দুই-তিন অংশ মাত্র জলের উপরে জাগিয়া আছে, দিগ্‌ব্যাপ্ত অককার। ঝড় বহিতেছে। বিদ্যুতের আলোর দেখা গেল, ক্রান্ত নীলাশ্বরকে ধরিয়া নিশারাগী সেখানে আশ্রয় লইতেছে।

নীলাশ্বর। মানুষ আর ঈশ্বরের আক্রোশ, বাঁচতে দেবে না। আর তুমি মরতেও দেবে না ?...শত্রুতা করছি, তার এই রকম শাস্তি দিচ্ছ রাণী ?

নিশারাগী। তোমার শাস্তি যে আর একজনের বুকে গিয়ে পড়ে। আমি কি অপরাধ করেছি ?

নিশারাগী মুখের কাপড় সরাইল।

নিশারাগী। আমি যে দিন গুণছি, তপস্বী করে বসে আছি—

নীলাশ্বর। তুমি ?

নিশারাগী। আমাকে এখনো চিনলে না ? আমি মনোরমা।

নীলাশ্বর। মনোরমা ?

নিশারাগী। হ্যাঁ, মনোরমা...দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ দিকি !

নীলাশ্বর। (আচ্ছন্নের মতো) মনোরমা—তুমি !

নিশারাগী। হ্যাঁ, আমি। এক দুদিনে ভেসে গিয়েছিলাম, আর এক দুর্ধোগে ফিরে এলাম।

নীলাশ্বর। এলে—কিন্তু বড় দেরি করে এলে ! কতকাল—আজ কতকাল পরে জীবনের সীমান্তে এসে আপনার জন পেলাম।

নীলাশ্বর গুইয়া পড়িল।

নীলাশ্বর। এ কি কম সুখ !...এমন সুখে যে মরতে ইচ্ছে করে, মনোরমা !

প্লাবন

নিশারাগী। না, মরবার সময় নেই আমাদের। বাঁধ ভেঙে গেছে,
ঐ বাঁধ নতুন করে বাঁধতে হবে—

নীলাম্বর। যাদের করবার কথা—যৌবনের তেজে যৌবন-মাধুর্যে
অশানে যারা নতুন ফুল ফোঁটাত, তারা ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।...আমাদের
কমলেশ—আমাদের সবিতা—

নিশারাগী। হয়তো তারা আছে—হয়তো ডোবেনি, কোথাও
আশ্রয় নিয়ে আছে—

তাহারা আকুল কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল।

নিশারাগী। সবিতা, কমলেশ, ফিরে এসো—

নীলাম্বর। কমলেশ, সবিতা, আমি ডাকছি,—জবাব দাও—

পাঁজার অপর দিকে কমলেশ ও সবিতা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তরঙ্গ-
ভাঙনার তাহারা এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের চেতনা হইতেছে।

কমলেশ। উ—

নীলাম্বর। জবাব দিল যে! সবিতা, কমলেশ!...ও কারা? ঐ
না তারা...পাঁজার ওদিকে? আলো পাই কোথায়?

নিশারাগী। সবিতা, খুঁকো!

সবিতা। মা!

নিশারাগী। ওঠ মা, ওঠ কমলেশ—

সবিতা। আমরা কোথায় মা?

নিশারাগী। এই যে, আমার কোলে—

হঠাৎ স্থির তীর আলো আসিয়া পড়িল।

নীলাম্বর। ষ্টিমারের আলো পড়ল। ষ্টিমার এলো কোথেকে?

ষ্টিমারের সাইরেন বাজিল।

কমলেশ। সাহেবদের শিকারের ষ্টিমার। শায়ুকপোতা ঘুরে
 যাচ্ছে। কাপড় ওড়ান—কাপড় ওড়ান...ওরা দেখতে পেয়েছে, লাইক-
 বোট আসছে—

সবিতা। উঃ, তীরের মতো বোট ছুটে আসছে—

খালাসি লাইক বোট লইয়া আসিল।

খালাসি। বোট রাখা যায় না, পাঁজায় বা লাগতেছে—ওঠেন, ওঠেন—
 নীলাশ্বর। কমলেশ, সবিতা, ওঠ—

কমলেশ ও সবিতা বোটে উঠিতেই নীলাশ্বর ধাক্কা দিয়া বোট সরাইয়া দিল।

কমলেশ। রায় মশায় উঠতে পারেন নি, ফেরাও বোট—

খালাসি। বোট ভিড়বে না...তোড়ে বান্ধা যাচ্ছে না। সবস্বক্স ডুববে—
 নীলাশ্বর। না—না চলে যাও—

সবিতা। মা—মা—

কমলেশ। রায় মশায়, রায় মশায়—

নিশারাগী। থুকা—থুকা—

নীলাশ্বর। না—না, পিছু ডেক না। পিছনে মৃত্যু। ওদের যেতে
 দাও, যেতে দাও। অন্ধকার পিছনে পড়ে থাক, এগিয়ে যাক ওরা—নতুন
 দিনের স্বর্গ উঠছে—

পূর্বাকাশে অরুণ-আভা প্রকাশ পাইতেছে।

নিশারাগী। আমরা?

নীলাশ্বর। আমরা কোথায় দাব, মনোরমা?...ওদের সামনে আছে
 আলো—আছে জীবন। আর আমাদের দীপান্তর—নয় ফাঁসি। মাহুশ
 আর ঈশ্বরের আক্রোশ!...তার চেয়ে এই ভালো। তোমার কোলে মাথা
 রেখে শুই। আত্মক প্রাচীন—আত্মক মৃত্যু। এই আমাদের সুখ—এই
 আমাদের শান্তি—

—পরিশিষ্ট—

মঞ্চলে অভিনয়ের সময়ে শেষ দৃশ্য (দ্রাবন, ইটের পাজা—পৃঃ ১১১) দেখাইবার
অনুবিধা হইতে পারে। এই দৃশ্য ১১০ পৃষ্ঠার তারকা-চিহ্নিত অংশ হইতে পুনর্লিখিত
হইল। মূল বইয়ে ঘেরূপ আছে, তাহার পার্বতে এইরূপ অভিনয় হইতে পারিবে।

১১৯ পৃষ্ঠার তারকা-চিহ্নিত স্থানের পরে

বল্লভ। না, ইনি নন—আমিই। আমাকে ধরো—

বল্লভ টলিতে-টলিতে রক্তাক্ত দেহে আসিল। সে বুকে নিদারুণ আঘাত পাইয়াছে।

নীলাশ্বর। এ কি ?

ব্রজলাল। এ কি বল্লভ ?

বল্লভ। লকগেটে হড়কো দিতে গিয়েছিলাম। লোহার ডাঙা
ছটিকে এসে পড়ল ব্রজ-দা, যেখানে তোমার সড়কি পড়েছিল পনের বছর
আগে—

ব্রজলাল। বল্লভ, তুই ?

বল্লভ। এই দেখ—

বল্লভ সড়কির দাগ দেখাইল।

বল্লভ। ডাকাতি করতে গিয়েছিলাম, দৈবাৎ ভাল কাজ হয়ে গেল—
ইনস্পেক্টর। (কনেষ্টবলের প্রাতি) Arrest করো ওকে—

ব্রজলাল। না না—লাভ কি ইনস্পেক্টর বাবু ? হাজার মানুষের
দৃশ্য লোহার আঘাত বুকে নিয়েছে—আদালত অবধি নিতে পারবেন না
ওকে, শাস্তিতে চোখ বুঁজতে দিন। আমি কোলে করে ঘরে নিয়ে যাই—

ইনস্পেক্টর। ব্রজলাল !

ব্রজলাল। ও আমার ভাই—আমরা এক ওস্তাদের কাছে লাঠি
শিখেছি—

একজন কনেষ্টবল ছুটিয়া আসিল।

কনেষ্টবল। পাঁচিল ভেঙে আমাদের তিনজন চাপা পড়েছে। বান
ছুটেছে—ঘর-বাড়ি কিছু থাকল না। পালান—পালান—

পুলিশের দল ছুটিয়া বাহির হইল। ব্রজলাল বরভক্তকে লইয়া চলিয়া গেল। নীলাধর
পাষণ-মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া আছে। নিশারাগী তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

• নিশারাগী। চলুন—

নীলাধর। না। মানুষ আর ঈশ্বরের ষড়যন্ত্র!.. আমি মরব—

নিশারাগী। মরতে আমি দেব না—

নীলাধর। বাঁচতে দিলে না—আবার মরতেও দেবে না, রাগী?

নিশারাগী। (ব্যাকুল কণ্ঠে) না, না—কত কাল আমি মরে
রয়েছি। তুমি এসে বাঁচাবে বলে যে দিন গুণাছি—তপস্তা করে আছি—

নিশারাগী মুখের খোঁচা সরাইল।

নিশারাগী। আমাকে এখনও চিনলে না? আমি মনোরমা—

নীলাধর। মনোরমা?

নিশারাগী। হ্যাঁ, মনোরমা।...দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ দিকি—

নীলাধর। (আচ্ছন্নের মতো) মনোরমা, এক হৃদিনে ভেসে
গিয়েছিলে, আর এক ছুঁধোগে ফিরে এলে—

সবিতা ও কমলেশ সিন্ধু ক্রান্ত অবস্থায় সেখানে আসিল।

সবিতা। মা, মা—

কমলেশ। ফিরে এলাম, সঁাতরে এসেছি—

সবিতা। মা, মা, ক্ষমা কর। ঐরাবতের মতো প্লাবন ছুটেছে।
ভয় পেয়ে তোমার কোলে পালিয়ে এলাম—

নীলাধর। প্লাবন আসছে। ছাড়ো, ছাড়ো মনোরমা,—ওদের
আশীর্বাদ বাকী আছে। প্রলয়ের আগে আশীর্বাদ সেরে নিই। ধান

কোথায়—দূর্ব। কই? নিশারাগী সজল সোখে সবিতাকে জড়াইয়া ধরিল।

ধান দূর্বার রেকাবি পড়িয়াছিল। নীলাধর আশীর্বাদ করিল। দুব হইতে প্লাবনের
প্রবল শব্দ আসিতেছে।

—স্ববানিকা—

—চরিত্র—

নীলাধর—শ্রীঅশীষ চৌধুরী
কমলেশ—শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্রজলাল—শ্রীসন্তোষ সিংহ
শেখরনাথ—শ্রীমিহির ভট্টাচার্য

জিলোচন—শ্রীকুমার মিত্র	বল্লভ—শ্রীবিজয়কান্তিক দাস
মিঃ গোঁসাই—শ্রীসন্তোষ দাস	গ্রাহ্যচার্য—শ্রীবটকৃষ্ণ দে
উৎপল—শ্রীতারা ভট্টাচার্য	টেরা ভদ্রলোক—শ্রী:গোপীনাথ দে
ইনস্পেক্টর—শ্রীজ্যোৎস্নকুমার মুখো	সনাতন—শ্রীঅমলেন্দু সরকার
মহেশ মোড়ল—শ্রীধরতীন দাস	নিমাই—শ্রীসত্য সরকার
হলধর—শ্রীতুলসী চক্রবর্তী	সাব-ইনস্পেক্টর - শ্রীশচীন সরকার
গবুচন্দ্র—শ্রীশান্তি দাস	পুরোহিত—শ্রীউমা দাস
হবুচন্দ্র—শ্রীগোপাল নন্দী	সমর—শ্রীগিরীন ঘোষ

নিশারানী—শ্রীমতী রাণীবালা

সবিতা (বড়)—শ্রীমতী সাবিত্রী

সবিতা (ছোট)—শ্রীমতী শান্তি	নৃত্যময়ী—শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (পতি)
সারদা—শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী	মঞ্জুলা ঘোষ—শ্রীমতী হুনিয়াবালা
নর্তকী—শ্রীমতী জ্যোতি	কিট মিত্তির—শ্রীমতী যুথিকা
চাপা—শ্রীমতী বিজলী	রাঙা-বৌ—শ্রীমতী নির্মলা
আনন্দমেলার মেয়েরা	} শ্রীমতী বীণা, শ্রীমতী স্নেহলতা শ্রীমতী মহামায়া, শ্রীমতী রেণু, শ্রীমতী সত্য, শ্রীমতী আশা
কুবক-রমণী ইত্যাদি	

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক শ্রীশচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪, বঙ্কিম চাট্জে স্ট্রিট, কলিকাতা। আনন্দমোহন প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর অনন্ত নাগ, ২৭১, স্কুল রো, ভবানীপুর।

